আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৪১ || সোমবার || আষাড় ২৪ || ১৪২৬ || জিলকদ ১৫ || ১৪৪১ || Vol. 24 || Issue 41 || July 6 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

করোনা: যে ৫ ভুলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত বিশ্ব। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। তবে নানা কাজে, নানা প্রয়োজনে মানুষকে বাড়ির বাইরে বের হতে হচ্ছে। প্রাণঘাতী অদৃশ্য এই শত্রুর বিরুদ্ধে সব রকম সতর্কতা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

হাজারো বছরের পুরনো ভাইরাস সক্রিয়!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গলায়মান আর্কটিক অঞ্চল বিশ্বের জন্য আরো দুঃসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। এসব অঞ্চলের নিচে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে হাজার হাজার বছরের পুরনো ভাইরাস। সেগুলো সক্রিয় হয়ে বিশ্বে ভয়াবহ সব রোগ সৃষ্টি করতে পারে বলে সতর্কতা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, করোনা মহামারিতে বিশ্ব যখন বিপর্যস্থ, তখন তুন্দ্রা অঞ্চলের এসব ভাইরাস সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এতে সৃষ্টি হতে পারে নতুন এক মহামারি। এ খবর দিয়ে লন্ডনের প্রভাবশালী অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিখেছে, আর্কটিক অঞ্চলে যা ঘটছে তা হতাশাজনক। গত এক পক্ষকালে সাইবেরিয়ায় ভয়াবহ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে ৩৮ ডিগ্রিসেলসিয়াস ছিল তাপমাত্রা। এতে তাপদাহ বয়ে যায়। এরই মধ্যে অনেক স্থানে দাবদাহে পুড়ছে। আবহাওয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড। এতে জলবায়ু পরিস্থিতিকে নাটকীয়ভাবে ভঙ্গুর অবস্থায় চলে আসছে। জলবায়ু বিষয়ক বিজ্ঞানীরা বিবেচনা করছেন, এটাই হতে পারে আর্কটিক (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



ভোটের জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে জো বাইডেন

র‍্যাপশিল্পী কেনি ওয়েস্ট'র প্রার্থীতা ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চার মাস বাকি তবে জরিপে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেনের চেয়ে ব্যাপক ব্যাবধানে পিছিয়ে রয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ২০১৬ সালের নির্বাচনে তার বিজয়ের কথা স্মরণ করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, এবারের নির্বাচনেও ২০১৬ সালের ৩ নভেম্বরের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

এক নজরে

বিশ্ব অর্থনীতির যে ক্ষতি করেছে ও করবে করোনাভাইরাস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব, ভেঙে পড়েছে অর্থনীতি। এই ভাইরাসের ছোবলে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ১ কোটি ১১ লাখ ৯১ হাজার ৮১০ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সিলেটে রাজনীতিবিদদের ঘিরে ধরছে করোনা আতঙ্ক

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটে একের পর এক রাজনীতিবিদ আক্রান্ত হচ্ছেন প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে। যেমন আওয়ামী লীগ তেমন বিএনপি পরিবারে। কাউকেই ছাড় দিচ্ছে না প্রাণঘাতি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

করোনায় মৃত্যু: শীর্ষে ঢাকা, সবচেয়ে কম ময়মনসিংহে

ঢাকা ডেস্ক: দেশে করোনাতে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার কাছে পৌঁছে গেছে। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত বুলেটিনে দেয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে কোভিড-১৯ রোগে মৃতের সংখ্যা এখন ১ হাজার ৯৯৭ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগেই সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী মারা গেছে। আর সবচেয়ে কম মারা গেছে ময়মনসিংহ বিভাগে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা বলেন, এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৪১ জন, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়বে অক্সফোর্ডের টিকা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড পুরো বিশ্ব। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভয়ঙ্কর 'মগজ খেকো' অ্যামিবার সন্ধান, চরম আতঙ্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ধ্বংসযজ্ঞে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেরিকা। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে যেন অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই রাষ্ট্র। এরই মধ্যে বিষাক্ত এই ভাইরাসের ছোবলে দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছে ২৯ লাখ ৩৫ হাজার ৭৭০ মানুষ। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩১৮ জনের। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবের মধ্যেই দেশটিতে এবার সন্ধান পাওয়া গেল এক ভয়ঙ্কর প্রাণীর। জানা গেছে, আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে এক প্রকার বিরল অ্যামিবার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ফ্লোরিডা ও টেক্সাসে করোনা আক্রান্তের রেকর্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের নতুন হটস্পট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ফ্লোরিডা ও টেক্সাস। করোনা আক্রান্তের দৈনিক হিসাবে রাজ্য দুটিতে অতিরিক্ত ২০ হাজার (বাকি ৪৪ পাতায়)

ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে অ্যাপাচি হেলিকপ্টার-যুদ্ধবিমান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারত-চীনের সম্পর্ক। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার, কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ী ও বিজনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার
ডিভিসি
মানি অর্ডার
ওয়েস্ট্রার্ন ইউনিয়ন
নোটারী পাবলিক
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800, Fax :718-472-9801
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT AmericanAirlines QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basement), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
আমাদের সেবা সমূহ:
Debt Settlement
Late Payment
Judgment
Charge Off
Collection
Bankruptcy
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
Call us 646-775-7008
Mohammad A Kashem
CEO
Core Multi Services Inc.
37-53, 72nd Street, Suite# 1, Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy
Sell
Rent
Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Commercial and Residential Real Estate Firm
Mega Homes Realty
32-11 35 Ave Astoria, NY 11106

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA অনুমোদিত
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

Carpet CITY Carpet, Rugs, Wood Floors & More
স্বল্প মূল্যে বাসা কিংবা অফিসের কার্পেটের জন্য যোগাযোগ করুন
Tel: (718) 267-7000
54-05 Northern Blvd, (Between 54-55 St) Woodside, NY 11377, Email: carpetecity@yahoo.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

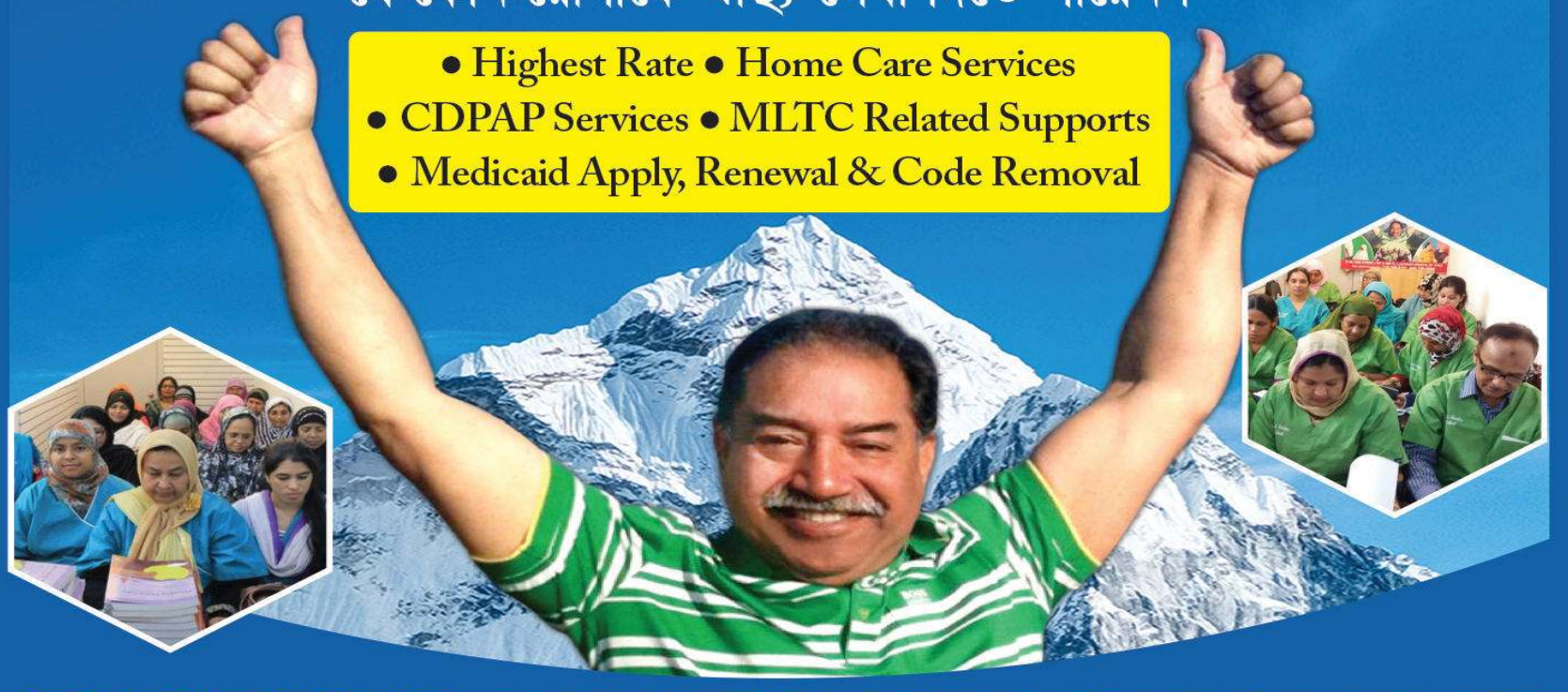
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
JAMAICA OFFICE : 169-20 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //July 6 // 2020

কানাডার লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে মুসলিম উদ্বাস্তু সালমা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার ইতিহাসে এমনটা এর আগে হয়নি। প্রথমবারের মতো দেশটির কোনো প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর বা লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে একজন উদ্বাস্তু মুসলিম নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭২ সালে উগান্ডা থেকে কানাডায় সপরিবারে চলে এসেছিলেন সালমা লাখানি। এরপর কানাডায় বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে ফেলেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ওকালতিও (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

যে সুযোগে দেশ থেকে তাঁদের টাকা পাচার

আয়কর নথিতে বিদেশে সম্পদ থাকার তথ্য জানাতে হয় না। উদ্যোগ নিয়েও পিছিয়ে আসে এনবিআর। ভারত ও পাকিস্তানে বিদেশে সম্পদ থাকলে জানাতে হয়।

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:আলোচিত সিকদার গ্রুপের প্রধানের দুই পুত্র রন হক সিকদার ও রিক হক সিকদার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোম্পানি নিবন্ধন করে বিনিয়োগ করেছেন। অথচ বাংলাদেশে তাঁদের সেই তথ্য জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতাই নেই। কারণ, তাঁরা দ্বৈত নাগরিক। দ্বৈত নাগরিক ছাড়াও, কেবল বাংলাদেশের নাগরিক যাঁরা, বিদেশে সম্পদ থাকলে আয়কর বিবরণীতে তাও জানানোর কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যেমন কুয়েতে লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাংসদ মোহাম্মদ শহিদ ইসলামের কোম্পানি রয়েছে। প্রতারণা ও মানব পাচারের অভিযোগে কুয়েতে আটক শহিদ ইসলাম আয়কর বিবরণী বা নির্বাচনী হলফনামার কোথাও তা উল্লেখ করেননি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)



সিকদার গ্রুপের প্রধানের দুই পুত্র রন হক সিকদার ও রিক হক সিকদার, সাংসদ শহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

করোনা: যুক্তরাষ্ট্রে ফের বদলে যেতেপারে বেকারত্ব পরিস্থিতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকা সত্ত্বেও বিধি-নিষেধ শিথিল করার পর সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অফিস খোলার প্রচেষ্টার মধ্যে জুনে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার টানা দ্বিতীয় মাসের মতো হ্রাস পেয়েছে, যা চরম ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমবাজারে উন্নতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে সম্প্রতি কোভিড-১৯ সংক্রমণ আরও বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতি পুনরুদ্ধারের রাস্তাটি বেশি মসৃণ হবে না বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএলএস) জানায়, নিয়োগকর্তারা জুন মাসে প্রায় ৪৮ লাখ মানুষকে চাকরিতে নিযুক্ত করায় বেকারত্বের হার ১১.১ শতাংশে নেমে এসেছে। করোনা থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে এপ্রিল মাসে বেকারত্বের হার উন্নীত হয় রেকর্ড ১৪.৭ শতাংশে। তবে দেশজুড়ে ধীরে ধীরে পুনরায় ব্যবসা চালু হওয়ায় পরবর্তীতে এ হার ১৩.৩ শতাংশে নেমে আসে। তবে ওয়েলস ফার্গো সিকিউরিটিজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অর্থনীতিবিদ জেএইচ ব্রাইসন তার একটি বিশ্লেষণে জানান, করোনার কারণে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রে দুই কোটিরও বেশি মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। এ সংকট পুনরুদ্ধারে এখনও অনেক পথ বাকি।

ক্রাইস্টচার্চে ৫১ মুসল্লিকে হত্যা করা ট্যারান্টের সাজা আগামী মাসে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত বছরের ১৫ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মসজিদে অবস্থানরত মুসল্লিদের ওপর বন্দুক নিয়ে আকস্মিক হামলা চালায় ব্রেন্টন। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয় ৫১ জনকে। এই হত্যা মামলায় হামলাকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন দেশটির আদালত। ২৪ আগস্ট তার সাজা ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ক্যামেরন ম্যান্ডের।

ব্রেন্টনের মামলার রায় আগেই ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস সংকটের কারণে দেরি হচ্ছে বলে শুক্রবার নিউজিল্যান্ড সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। দেশটিতে সামাজিক দূরত্ব নেমে চলার বিধিও উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফের চালু হচ্ছে ব্রেন্টনের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

অবশেষে শূকর থেকে পাওয়া ভাইরাস নিয়ে যা বলল চীন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অবশেষে চীনা কর্তৃপক্ষ শূকরের দেহ থেকে মানুষে নতুন ফ্লু ভাইরাস 'জিফোর' ছড়াতে পারে এমন গবেষণা ফলাওভাবে প্রচারের পর মুখ খুলেছে। শনিবার দেশটির কৃষি ও গ্রামীণ সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'জিফোর' নামের এই ভাইরাসটি নতুন নয়। এটি মানুষ ও প্রাণীকে সহজে আক্রমণ বা অসুস্থ করে না।



গত সপ্তাহে আমেরিকান সাময়িকী প্রসিডিংস অব দ্যা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসে এক দল চীনা বিজ্ঞানীর লেখা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'জিফোর' মানুষ থেকে মানুষে সহজে ছড়িয়ে পড়তে ভাইরাসটি নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে এর প্রাদুর্ভাবও সৃষ্টি হতে পারে। শূকরের ভেতরেই ভাইরাসটিকে নিয়ন্ত্রণ এবং এ প্রাণীটির মাংস ও মাংসজাত পণ্য খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকরেরও পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষকদের মতে, নতুন এ ভাইরাস (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

চীনের কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিছুই না

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারত-চীনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। এ সংঘর্ষে এক কর্নেলসহ ২০ ভারতীয় সেনা সদস্য নিহত হন। চীনকে উপযুক্ত জবাব দিতে ফুসছে পুরো ভারত। মোতায়েন হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার অতিরিক্ত সেনা। টি-৯০ ভীষ্ম



ট্যাংক, বসানো হয়েছে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র, এয়ার সার্ভেল্যান্স সিস্টেম।

অন্যদিকে, বেইজিংও সীমান্ত থেকে পিছু তো হটেইনি, উল্টো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে চীন-ভারত রক্তক্ষয়ী সংঘাত আসন্ন বলে মনে করছেন সামরিক বিশ্লেষকরা। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

চীনের সঙ্গে উত্তেজনা:কী হতে পারে পরিণতি?



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পূর্ব লাদাখে ভারতীয় এবং চীনা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষপূর্ণ আবহের নবম সপ্তাহ চলছে। দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন, কর্পস কম্যান্ডার স্তরে তিন দফার বৈঠক এবং সামরিক ও কূটনৈতিক স্তরে একাধিক অন্যান্য বৈঠক সত্ত্বেও কাটেনি অচলাবস্থা। শুক্রবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "আমাদের সেনাবাহিনীর রোষ এবং উত্তাপ প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের দুশমনরা।" এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "শান্তিরক্ষার প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা উচিত নয়"।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে কী কী করতে পারে ভারত?

বিকল্প ১: জোর করে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রাখাইনে সেনা অভিযান

বিশ্বসম্প্রদায়কে তৎপর হতে হবে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত মহামারি মোকাবেলায় ব্যস্ত রয়েছে সারা বিশ্ব। সে সময় মিয়ানমার রাখাইন রাজ্যে 'নির্মূল অভিযান' চালাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশেরও চিন্তিত হওয়ার কারণ রয়েছে। কারণ রাখাইনে সামরিক অভিযান হলে তার অভিঘাত এ দেশে পড়ে। পরিস্থিতি দেখেশুনে জাতিসংঘ রাখাইনে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা করছে। তারা রাখাইনের বেসামরিক জনগণের সুরক্ষায় জরুরি উদ্যোগ নিতে বলেছে। দেশটিতে যেসব পশ্চিমা কূটনৈতিক মিশন রয়েছে তারাও রাখাইন রাজ্যে নতুন করে সেনা অভিযানের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কয়েক দিন ধরেই রাখাইন রাজ্যে সেনা অভিযানের খবর প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। মিয়ানমারের বাহিনী এ অভিযান চালাচ্ছে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে। অভিযানের প্রয়োজনে স্থানীয় প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দাকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাজ্যও। মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (আইসিজে) নির্দেশনা মেনে চলার এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে তারা। প্রসঙ্গত, মিয়ানমার বাহিনীর নিপীড়নমূলক অভিযানের কারণে ২০১৬-১৭ সালে রাখাইন রাজ্য থেকে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞসহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ তুলেছে মিয়ানমার বাহিনীর বিরুদ্ধে। গণহত্যাবিরোধী সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলাও চলছে আইসিজেতে।

মিয়ানমার বাহিনীর অভিযানের কারণে রাখাইন রাজ্যে বাস্তুচ্যুতি আরো বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে মিয়ানমার বাহিনীর অভিযানকে 'ক্লিয়ারেন্স' (নির্মূল) অভিযান অভিহিত করা হয়েছিল। এবার আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হচ্ছে তার নামও 'নির্মূল অভিযান'। মিয়ানমারে এখন চার থেকে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা অবশিষ্ট আছে। আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও চাপ সত্ত্বেও মিয়ানমার সরকার এখনো তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করছে না। তাদের চলাফেরায়ও নানা বিধি-নিষেধ আছে। কিছু দিন পরপর রোহিঙ্গারা রাখাইন রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে বা অন্যত্র আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। সংঘাত ও অস্থিরতার কারণে তারা রাখাইন রাজ্যে নিরাপদ বোধ করে না। মানবপাচারকারী বিভিন্ন চক্রও সক্রিয় রয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য সত্যি এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেখানে।

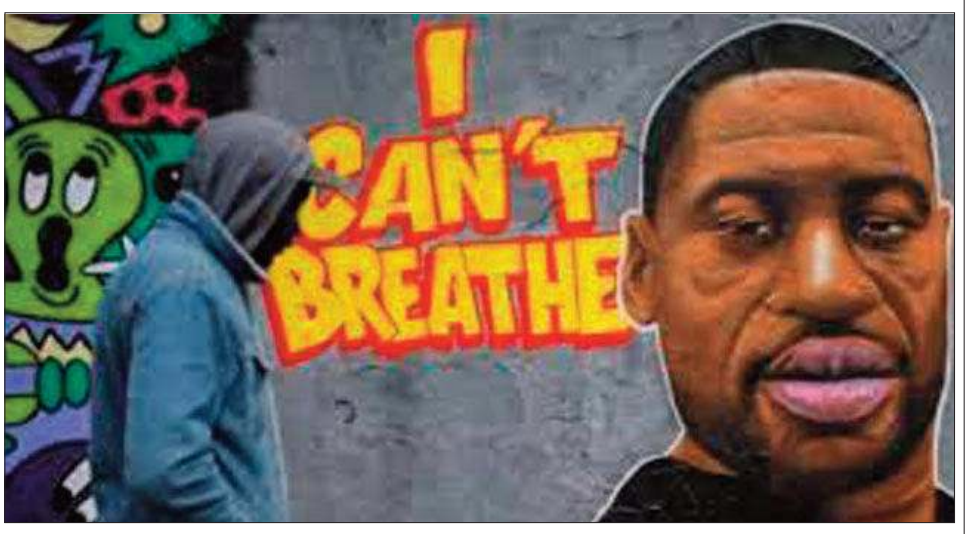
জাতিসংঘ বলেছে, মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে ১০ হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক হয় এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অথবা আটকা পড়েছে। উভয় পক্ষকে বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে এ সংঘাত নিরসনে বাংলাদেশ, ভারত, চীনসহ প্রতিবেশীদেরও কূটনৈতিকভাবে তৎপর হতে হবে। সংঘাত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

আমেরিকায় মহাসঙ্কট

অধ্যক্ষ এ কে এম মাকসুদুল হক

গত কয়েক দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর ভয়াবহতম অচলাবস্থা। ১৯৬৮ সালে মার্টিন লুথার কিংয়ের হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিক্ষোভ ও সহিংসতার পর এত বড় গণ-অসন্তোষ যুক্তরাষ্ট্রে আর দেখেনি। ওই ঘটনার পটভূমিতে বর্ণবাদ, যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি নিবর্তনমূলক আচরণ এবং হালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্ভট কথা ও কার্যকলাপ থাকলেও মূলত 'কোভিড-১৯'-এর প্রভাব এতে উদ্দীপক হিসেবে শক্তি জুগিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

গত ২৫ মে আমেরিকার মিনেসোটা রাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহর থেকে ঘটনার সূত্রপাত। জর্জ ফ্লয়েড নামক ৪৬ বছর বয়স্ক একজন কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক স্থানীয় একটি মার্কেট থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে দোকানে বিল পরিশোধ করতে বিশ ডলারের একটি নোট দেন। দোকান কর্তৃপক্ষ ডলারটি 'জাল' বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে ফ্লয়েডকে ধরে নিয়ে গাড়িতে তোলার সময় সে পড়ে যায়। এতে পুলিশ সদস্য 'ডেরেক শভিন' তাকে মাটির দিকে মুখ করে হাঁটু দিয়ে ঘাড়ে চেপে আট মিনিট ৪৬ সেকেন্ড ধরে রাখে। সে বারবার বলছিল, আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ এতে কর্ণপাত করেনি। ফলে জর্জ ফ্লয়েডের দেহ নিথর হয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পরেই। এ ঘটনায় চারজন পুলিশ জড়িত ছিল এবং তারা সবাই শ্বেতাঙ্গ। পরে জর্জ ফ্লয়েডকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এক পথচারীর রেকর্ড করা এই মৃত্যুর ঘটনার ভিডিও সাথে সাথেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। বড় বড় শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এর প্রতিবাদে। দ্রুত এই প্রতিবাদ সহিংসতায় রূপ নেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করে, পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সেই সাথে চলে ভাঙচুর ও লুটতরাজ। এই সহিংসতা দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৪০টি বড় শহর বিক্ষোভে উত্তাল। কারফিউ জারি করতে হয়েছে প্রায় ৪০টি শহরে। তবে কারফিউ লঙ্ঘন করে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন। গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার বিক্ষোভকারীকে। তবু কিছুতেই ক্ষোভের এই দাবানল থামানো যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের রিজার্ভ মিলিটারি ফোর্সের পাঁচ হাজার সদস্যকে নিরাপত্তার জন্য তলব করা হয়েছে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিসহ ১৫টি অঙ্গরাজ্যে। খুনের জন্য দায়ী পুলিশ অফিসার শভিনকে গ্রেফতার করে তৃতীয় মাত্রার ('অনিচ্ছাকৃত' হত্যা) হত্যাকারী



হিসেবে মামলা দেয়া হয়েছে আর বাকি তিনজনকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করা যাচ্ছে না। তারা প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউজের সামনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন। ফলে আত্মরক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আশ্রয় নিতে হয় ভূগর্ভের বিশেষ নিরাপত্তা বাংকারে। আমেরিকার এই ক্ষোভের বাষ্প সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত। ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্কসহ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশের বড় শহরে এই বর্ণবাদী হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধেও আমেরিকান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। চীন এবং ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী নীতির কড়া সমালোচনা করে বিক্ষোভকারীদের সমর্থন দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষপর্যায়েও পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশে এ ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয়। সভ্য দেশের অসভ্য এ ঘটনা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার কার্যকলাপের মাধ্যমে এ পরিস্থিতির পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। ২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদের পুরনো লতাপাতায় পানি সিঞ্চন করে একে তরতাজা করে তোলেন। তার অভিভাবকত্বে চরম শ্বেতাঙ্গপন্থী সংগঠন 'কু ক্লাক্স ক্লান' (ককক)-এর প্রেতাত্মারা সব ফিরে আসতে শুরু করে। শ্বেতাঙ্গদের কথিত শ্রেষ্ঠত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এমনিতেই সেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর বিশ্লেষণে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশি হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ মৃতের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গের চেয়ে তিনগুণ বেশি। কৃষ্ণাঙ্গরা এদেশে এতই অবহেলিত যে, শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের গড় আয়ু কম। তাদের বসবাস অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনবসতিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ ও অপরাধপ্রবণ এলাকায়। দারিদ্র্য তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এমনকি হালের করোনায় আক্রান্তের সংখ্যাও কালো জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা বেশি। 'ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের' সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বায়শান রয় বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ পুলিশের অতিরিক্ত তৎপরতার শিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।' নিউ ইয়র্কে সামাজিক দূরত্ব না মানার দায়ে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের ৮০-৯০ শতাংশই কালো। ২০১০ সালে সমাজবিজ্ঞানী ইভলিন জে প্যাটারসন গবেষণায় দেখান, 'কারাগারে কালোদের মৃত্যুহার কম। কারণ, তারা কারাগারে বাইরের তুলনায় ভালো চিকিৎসাসেবা পায়' (প্রথম আলো ০১ জুন ২০২০)। যুক্তরাষ্ট্রের কালো জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবেই বৈষম্যের শিকার হওয়ায় তাদের ক্ষোভ দীর্ঘ দিনের। চলমান বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বভাবসুলভ অপরিণামদর্শী মন্তব্য ক্ষোভানলে ঘি ঢেলে দিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের তিনি 'বামপন্থী সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করেন। টুইট করে তিনি বলেছেন, 'হোয়াইট হাউজের ভেতরে অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করছি। কারণ, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নজিরবিহীন সংকটে গণমাধ্যম

মোহাম্মদ ওমর ফারুক

করোনা সংক্রমণ, ছাঁটাই, বাধ্যতামূলক ছুটি, অনিয়মিত বেতন। নজিরবিহীন এক সংকটে গণমাধ্যম কর্মীরা। সংকটে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোও। সার্কুলেশন কমেছে প্রিন্ট মিডিয়ার। প্রাইভেট বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে। সরকারি-বেসরকারি বকেয়া বিলের স্তূপ এ সংকটকে করেছে গভীর। এই যখন অবস্থা তখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এই আইনে গত দুই মাসে কমপক্ষে ৩৮ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গণমাধ্যমে সংকট নতুন কিছু নয়। দেশে দেশে সংকটের মধ্যে পথচলায় অভ্যস্ত গণমাধ্যম। কখনো অর্থনীতি কখনো বা রাজনীতি মিডিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে। কিন্তু করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি গণমাধ্যমকে যে সংকটে ফেলেছে তা একেবারেই নজিরবিহীন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকা ও চ্যানেলে নিয়মিত বেতন হচ্ছে। বেশ কয়েকটি চ্যানেলে সংবাদসহ বিভিন্ন বিভাগে কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও অনেকে চাকরি হারিয়েছেন গত দুই-তিন মাসে। নিয়মিত বেতন হচ্ছে না বেশির ভাগ পত্রিকা-টেলিভিশনে। দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি পত্রিকা গত কয়েকদিন আগে করোনা পরিস্থিতির অজুহাতে বিপুল কর্মী ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য বিভাগীয় প্রধানদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দ্রুত ছাঁটাইযোগ্য কর্মীদের তালিকা দিতে। পত্রিকাটির এমন পদক্ষেপের বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম কর্মী ও গণমাধ্যমের শিক্ষকরা সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন। এর বাইরে বড় একটি মিডিয়া গ্রুপের একটি পত্রিকার বেশ কয়েকজন সিনিয়র সংবাদকর্মীকে ছাঁটাই ও বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে। কর্মীদের বেতন কমানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। ওই পত্রিকাটির একজন সংবাদকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এই পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে প্রতিষ্ঠানটিতে। শুধু তাই নয়, কম বেতনে শিক্ষানবিশ নিয়োগ দিয়ে তারা তাদের কাজ চালিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছেন। এদিকে আরো একটি পত্রিকা তাদের কর্মীদের বেতন অর্ধেক করে দিয়েছে। তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ কাজ করলেও চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। জানা যায়, বেতন অর্ধেক করার ফলে বিশেষ করে যাদের বেতন কম তারা খুবই মানবেতর জীবযাপন করছে। শুধু তাই নয়, বাসা ভাড়া ও পরিবারের অন্যান্য চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। প্রতিষ্ঠানটির একজন সংবাদকর্মী বলেন, বেতন কমানোটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। মালিকরা যখন লাভ করেন তখন তো আমাদের লাভের অংশ দেন না, তাহলে এখন লসের সময় আমরা অংশ নেবো কেন? একটি প্রথম সারির ইংরেজি দৈনিকও কয়েকজন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। এদিকে করোনার শুরু থেকেই একটি পত্রিকা তাদের কর্মীদের বেতন বন্ধ ও কর্মী ছাঁটাই শুরু করে। এর প্রতিবাদে কর্মীরা আন্দোলনে নামেন। বিষয়টি এখনো পুরোপুরি সুরাহা হয়নি। ব্যতিক্রম নয়, টেলিভিশন চ্যানেলেও। করোনার শুরুর দিকে দু'টি টেলিভিশনে কর্মী ছাঁটাইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একটি চ্যানেলের কর্মীরা আন্দোলন ও কয়েকবার আলোচনায় বসলেও তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর থেকে বেশক'টি চ্যানেলের কর্মী ছাঁটাই, বাধ্যতামূলক ছুটির মতো ঘটনা ঘটছে এবং ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কর্মীরা। এই নিয়ে আতঙ্কে আছে গণমাধ্যমকর্মীরা। এমন পরিস্থিতি বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে।

একটি টেলিভিশন চ্যানেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১
ফজর	৪.০১	৪.০২	৪.০২	৪.০৪	৪.০৫	৪.০৬	৪.০৬
সূর্যোদয়	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪
জোহর	১.০২	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩
আসর	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩
মাগরিব	৮.৩৩	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩০
এশা	১০.০২	১০.০১	১০.০১	১০.০০	৯.৫৯	৯.৫৮	৯.৫৮

রাবি দিবস : ত্রিশ বছর যা দেখেছি



গোলাম সারওয়ার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ৬ জুলাই। মনে অনেক হতাশা, অনেক কষ্ট নিয়ে এই দিনটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। সেই উপলব্ধির সাথে যোগ হয়েছে করোনাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চিত শিক্ষাজীবন। ১৯৫৩ সালের এই দিনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য অত্র এলাকার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আন্দোলনের ফসল এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তার চুলচেরা হিসাব নেয়ার এখন কেউ নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয় কোনো সরকারের কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের কিংবা কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহীবাসির প্রাণের প্রতিষ্ঠান। তাঁদের পূর্ণ অধিকার আছে এই বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে চলছে, তা দেখার। কিন্তু অসচেতন রাজশাহীবাসী তার কোনো খোঁজ-খবর রাখেননা। তাদের চাহিদা শুধু চাকরি, চাকরি আর চাকরি। ৩০টি বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি। ঘাম ঝরিয়েছি। হৃদয়ের সবটুকু দিয়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালবেসেছি। আর ভালবাসি বলেই এর ভাল দিকটাই দেখতে চাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে ছিল আমার পদচারণা। অফিস সময়ের পরে, ছুটি থাকাকালীন সময়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতো। আমি বার বার ফিরে আসতাম প্রকৃতির কোলে। মনের মাধুরি মিশিয়ে অনেক কিছু ভাবতাম, লিখতাম, পাখ-পাখালির ডাক শুনতাম, তাদের খুনসুটি দেখতাম। দুপুর গড়িয়ে গেলে ক্যাফেটরিয়ায় অথবা সাগর ক্যান্টিনে খেয়ে নিতাম। ১ জুলাই থেকে আমি অবসরে গেছি। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিনে ড. জোহার স্মৃতি বিজড়িত মতিহার ক্যাম্পাসকে ঘিরে আমার ত্রিশ বছরের অতীত চিত্র মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠছে আর বার বার মনে হচ্ছে, কবে আমাদের এই পিপ্রয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের উচ্চতায় দেখতে পাবো।

অনেক আশা, অনেক গর্ব নিয়ে এখানে চাকরিতে ঢুকেছিলাম। সাংবাদিকতা পেশার অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে দু'টো ডাল-ভাতের নিশ্চিত জীবনের আশায় এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেই। ভেবেছিলাম, জ্ঞানের বিশাল রাজ্যে উচ্চ শিক্ষিত এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীদের সাথে বসবাস হবে, নিজের জীবন-মান উন্নত হবে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং দুপুর দু'টো পর্যন্ত অফিস হওয়ায় সাংবাদিকতা করার সুযোগ আছে, এই সুবিধার জন্য বেশ তৃপ্ত হই। সুবিশাল লাইব্রেরী, মনের খায়েশও মেটানো যাবে। কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই মনটা বিষাদে ভরে যায়। চোখের সামনে ছাত্রদের হানাহানি, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে খুন, গুলি, রক্তাক্ত লাশ দেখে আতঙ্কিত হই। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র। ধ্বংসাত্মক স্লোগান, "এ্যাকশান এ্যাকশান, ডাইরেক্ট এ্যাকশন"। একে অপরের উপর সশস্ত্র হামলা। নিজেদের ক্লাসরুম, নিজেদের লাইব্রেরী, নিজেদের বাস ভাংচুর করে, নিজেদের হলে হলে অগ্নিসংযোগ করে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করছে, জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে। এদেরকে সুশিক্ষিত বলা যায়? এরাতো সব হায়েনার দল! বিশ্ববিদ্যালয় কী তাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে! অনেকক্ষেত্রে এর নেপথ্যে শিক্ষকদের নোংরা রাজনীতি,তাদের মদদদান, রাজনৈতিক প্রাধান্যতা, ক্ষমতার মোহ-এসবের ফলে মাসের পর মাস অনির্ধারিত বন্ধ, পরিণতিতে দুর্বিষহ সেশনজট-এসব ঘটনা আমার মনকে আরো বিষময় করে তোলে। রক্তেরঞ্জিত মতিহার ক্যাম্পাসকে নির্মমতার প্রতীক বলে মনে হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আসনটি দখল করার জন্য পচাত্তর পরবর্তী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলগুলোর সমর্থিত সিনিয়র শিক্ষকগণের অনাকাংখিত, অনভিপ্রেত মানহীন তদ্বির এবং তৎপরতাগুলো আমাকে হতাশ করেছে। একই দলের দুই উপাচার্যের মধ্যে শত্রুর চাইতেও ভয়ংকর সম্পর্ক এবং তাঁদের কাদা ছোড়াছুড়ির কথা যখন মিডিয়ায় প্রচার হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জনগণের ধারণাটা কোন পর্যায়ে চলে যায়। কিছু দুর্বিনীত এবং দুর্বাসিত শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অবিবেচক, অনৈতিক, নেতিবাচক কর্মকান্ড এখানে শায়িত ড. জোহার পবিত্র আত্মাকে খন্ড-বিখন্ড করে দিচ্ছে। এটাই কী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত রূপ! শিক্ষার্থীরা এখানে কী শিখছে। শুধুই সনদ প্রাপ্তি! সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কতজন দেশপ্রেমের সুশীতল ছায়ায় অবগাহন করেছে। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ দাবিদার শিক্ষকদের অনেকেই নিজের পেশার প্রতিও মর্যাদাশীল নয়। তাদের দায়িত্বহীনতা এবং অশিক্ষকসূলভ মনোভাবের কারণে শিক্ষার্থীরাও ক্ষুব্ধ। নৈতিক স্খলনের ঘটনাও ঘটান তারা। শিক্ষক হবেন সামাজিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিক ও প্রসারিত,স্বপ্নে উদার এবং সঞ্চারি, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় এবং উন্নত, কর্মে দক্ষ ও সাধক। সর্বোপরি বৃহৎ



মানবসমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য আশীর্বাদ। এর বিপরীতে আইনের প্রতি শিক্ষকের অশ্রদ্ধা,অসততা, ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা, অহমিকা প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য অভিশাপ। পেপার-পত্রিকায় যখন উপাচার্যদের দুর্নীতি, শিক্ষক নামধারিদের কুকীর্তি, এমনকী ব্যক্তিস্বর্থের কারণে নিজ দলীয় শিক্ষকদের গ্রুপিংয়ের নানা অপকর্মের কাহিনী প্রকাশ হয়, তখন ভাবি এ কোন জায়গায় চাকরিতে আসলাম! বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের '৭৩-এর অধ্যাদেশকে পাশ কাটিয়ে সিনেট অকার্যকর, রাকসু অকার্যকর, নোংরা লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি থাকার জন্য বিভিন্ন দলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সহাবস্থান নেই। এটাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল রূপ নয়! আমরা জানি, সভ্যতার ইতিহাস, প্রগতির ইতিহাস, মানুষের মানুষ হয়ে উঠার ইতিহাস আসলে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সার্বজনীন এবং সর্বপ্রকার সংকীর্ণতামুক্ত সামাজিক শিক্ষামূলক সংগঠন। বঙ্গবন্ধুর সুদূর চিন্তার প্রতিফলন '৭৩-এর অধ্যাদেশকে ম্লান করে নিজেদের ইচ্ছামত চালানো হচ্ছে ঐতিহ্যবাহি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে। বাহ্যিকভাবে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল আছে ঠিকই, কিন্তু '৭৫ পরবর্তিতে নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে অসুস্থ রাজনীতির কোপানলে। এর ফলে মেধাচর্চার স্বাভাবিক পথ জটিল হয়ে উঠেছে। রাকসু সচল না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের নেতৃত্ব তৈরি করতে পারছেনা। (বাকি অংশ ৬ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

রাবি দিবস : ত্রিশ বছর যা দেখেছি

(৫ পাতার পর)

এতে করে তাদের মধ্যে সুস্থ রাজনীতি চর্চা গড়ে উঠছেনা। ছাত্র কল্যাণের পক্ষে নানা দাবি নিয়ে লড়াই করতে পারছেনা তারা। এই অসুস্থ রাজনীতির কবলে পড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, পালাক্রমে যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে, তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। এতে জনসাধারণের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে কী ম্যাসেজ যায়!

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। কোনো শিক্ষক মাসের পর মাস রুটিনমাফিক ক্লাস না নিলে, শিক্ষার্থীরা নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা শিক্ষকের জন্য অপেক্ষা করার পরও ক্লাস ফাঁকি দিলে, অযোগ্য শিক্ষক ক্লাসে বুঝাতে না পারলে, শিক্ষকদের দ্বারা অযথা হয়রানির শিকার হলে, সময় মত পরীক্ষা-রেজাল্ট বের না হলে কোন শিক্ষার্থী ভয়ে মুখ খুলতে পারেনা। কারণ ঐ শিক্ষকের দ্বারা তাদের রেজাল্ট খারাপ করে দেয়ার আশংকা করে। এরকম অনেক নজির আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটা কী প্রকৃত শিক্ষকের উদাহরণ। এই ধরনের দূষিত শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবক্ষয়ের বীজ বপণ করছে। অথচ এইসব গুণধর শিক্ষকদের কোনকালেও জবাবদিহি করতে হয়না। অনেক শিক্ষক আছেন যারা মনে করেন, তারা বেতনভূক কর্মচারি। কেবল পাঠদান করা আর মাসের শেষে বেতন নেয়া, এটাই তাদের কাজ!

আমার এই লেখা পড়ে অনেক শিক্ষক হয়তো গোসা করে বলবেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল বলতে কি কিছু নেই। আসলে প্রকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চললে এগুলো বলার কোনো প্রয়োজনই পড়তোনা। অস্বাভাবিক বিষয়টাইতো খবর হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক আছেন, যাঁরা প্রকৃতই শিক্ষক। তাঁরা সবসময় শিক্ষা ও গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময় কল্যাণ কামনা করেন। এইসব গুণী শিক্ষকরা অনেকক্ষেত্রে দুষিত শিক্ষক দ্বারা নানাভাবে নিগৃহিত হওয়ারও খবর পাওয়া যায়! সন্মানিত এইসব শিক্ষক ও গবেষকদের কখনই প্রশাসন ভবন চত্বরে দেখা যায়না। তাঁদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সন্মান করে। যে সব শিক্ষকের প্রশাসন ভবনে বেশি আনাগোনা, তারা সবাই ধান্ধাবাজ। এরা প্রশাসনিক পদের লোভী। একজন প্রকৃত শিক্ষক কখনই বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসক হতে চাননা। কারণ, তাঁর মূল দায়িত্ব ক্লাস বাদ দিয়ে সার্বক্ষণিক প্রশাসনিক ফাইল-পত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য কেরাণীমার্কা পদ প্রাপ্তির আশায় এইসব দলকানা শিক্ষকনামধারিদের উপাচার্যের নিকট যারপরনাই ধর্ণা দিতে হয়। কারণ, একই দলের অনেক প্রার্থী থাকে। এসব অভিজ্ঞতা আমার ৩০ বছরের দর্শনের ফসল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, হীনতা-নীচতা খুব কাছ থেকে দেখেছি। এখানে যে দু'চারজন শ্রদ্ধাষ্পদ শিক্ষক আছেন, তাঁদের জন্য সন্মানটা ভিতর থেকে আসে। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, দেশের প্রথম ইমিরেটাস প্রফেসর ও বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ড.অরুণ কুমার বসাক। তিনি নিরলস জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল, সহজ-সরল জীবন-যাপনকারী এই মহান শিক্ষকের শহরে ব্রিটিশ আমলের বনেদিসম্পন্ন দোতলা একখান বাড়ি আছে। তিনি বেশিরভাগ সময় হেঁটেই চলাফেরা করেন। তাঁর এবং তাঁর সহধর্মীনির হাতে গড়া ছাদের বাগানের ফলমূল তিনি হেঁটে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন। ৫/৭ মিনিট সময় অপচয় না করার জন্য তিনি শিক্ষকদের বাসের জন্য অপেক্ষা না করে ছাত্রদের বাসে চড়ে ক্যাম্পাসে যান। ছাত্র-ছাত্রীদের অসম্ভব প্রিয়। এই করোনাকালেও তিনি ক্যাম্পাসে এসে বুভুক্ষ কুকুরগুলোকে খাবার পরিবেশন করেন। কতবড় মহৎ প্রাণের মানুষ হলে এইসব কাজ করা সম্ভব! এইতো গেল তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট। আর গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি টাকার চেয়ে নিজের আগ্রহ ও ভালবাসার কথাই সবসময় বলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নিউজলেটার "বিদ্যাবার্তায়" এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "এখানকার শিক্ষকদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন। গবেষণার বিষয়ে তিনি বলেন, "এখানে বহু গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু কোনটিই অসাধারণ না। বেসিক জ্ঞান দুর্বল হওয়ার কারণে ভাল গবেষণা আসছেনা। শিক্ষার্থীদের বেসিক জ্ঞান যথাযথ হতে হলে স্কুল ভাল হতে হবে, পাঠশালা ভাল হতে হবে, শিক্ষক ভাল হতে হবে। শিক্ষকদের গবেষণার মান না বাড়ার এবং গবেষণামুখী না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতাকে দায়ি করে বলেন, গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ সহায়তা মাত্র। গবেষণার উদ্দীপনা আসে স্বীকৃতি, নিজস্ব আনন্দ প্রাপ্তি ও দেশপ্রেম থেকে। পাশাপাশি মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেন, "আমার পরামর্শ, প্রথম বর্ষ থেকেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষককে মিশতে হবে। একইসঙ্গে তাদের সমস্যার সঙ্গেও মিশতে হবে। আর সর্বোপরি আমাদের লোভকে সংবরণ করতে হবে"। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্ঞানতাপস, গবেষক, জনদরদী মহান শিক্ষকের দু'চারটি বক্তব্যই প্রমাণ করে এখানকার শিক্ষা, গবেষণা এবং শিক্ষকদের কী অবস্থা!

লেখক: সাবেক উপ-রেজিস্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, রাজশাহী প্রেসক্লাব।

সংগ্রাম, ঐতিহ্য ইতিহাস সমৃদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭১ বছর

(৮ পাতার পর)

বিস্ময়কর ঘটনা সেটিও আওয়ামী লীগ করেছে। বাংলাদেশকে দরীদ্রমুক্ত ক্ষুধা মুক্ত দেশে পরিণত করে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের করে এনে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নিয়ে আসেন আওয়ামী লীগ। এককথায় বলতে গেলে এদেশের সব উন্নয়ন হয়েছে আওয়ামী লীগের হাত ধরে। আজ আওয়ামী লীগ ৭১ বছরে পদার্পণ করেছে, দলটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আওয়ামী লীগ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ ধনী দেশের তালিকায় নিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

লেখক: সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সংগ্রাম, ঐতিহ্য ইতিহাস সমৃদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭১ বছর



সামছুদ্দীন আজাদ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামীলীগ নামক রাজনৈতিক দলটির জন্ম দেওয়া হয়। অর্থাৎ আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১ তম জন্মশতবার্ষিকী। ইতিহাস ঐতিহ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলার ৭১ বছরে পদার্পন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন রোজ গার্ডেনের কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়ুনের (১৯২১-১৯৮২) বাসভবনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সম্পাদক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় ৩০০ ডেলিগেট যোগ দেন। সভায় উপস্থিত থেকে যেসব জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তুতি সভাকে একটি স্বরণকালের শ্রেষ্ঠ সভায় পরিণত করেছিলেন। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নিজেদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন একে ফজলুল হক, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আবদুর রশীদ, তর্কবাগিশ, কামরুদ্দীন আহাম্মদ, মাওলানা রাগীব আহসান, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, ইয়ার মোহাম্মদ খান, তাজউদ্দীন আহম্মদ, খান সাহেব ওসমান আলী, খয়রাত হোসেন, শেখ আব্দুল আজিজ, কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহমদ, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহাম্মদ, আনোয়ারা খাতুন, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, আবদুল জব্বার খদ্দর, আরিফ হোসেন চৌধুরীসহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যখন এই দল গঠন করা হয় তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন কারাবন্দী। জেলে থেকে তিনি তার সম্মতি প্রকাশ করেন নতুন এই দল গঠনে। পরবর্তীতে



সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা আবদুর হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়। ফলের অগনিত কর্মী-সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীর অবগতির জন্য সেই কমিটির উল্লেখযোগ্য পদে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করছি।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী- সভাপতি

আতাউর রহমান খান- সহ সভাপতি

আলী আহাম্মদ খান এম, এল, এ- সহ সভাপতি

আলী আমজাদ খান- সহ সভাপতি

সাখাওয়াত হোসেন- সহ সভাপতি

আবদুস সালাম খান- সহ সভাপতি

শামসুল হক- সাধারণ সম্পাদক

শেখ মুজিবুর রহমান- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

খন্দকার মোস্তাক আহমেদ- সহ সম্পাদক

একে এম রফিকুল ইসলাম- সহ সম্পাদক

ইয়ার মোহাম্মদ খান- কোষাধ্যক্ষ

নারায়নগঞ্জের মরহুম ওসমান আলীর বাসভবনে পরের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় ম্যানফেষ্টো রচনা করা হয় এবং ৪০ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়। এর পর আওয়ামী মুসলীম লীগ ১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

পাক ভারত উপমহাদেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করে এটি একটি এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। ঠিক তেমনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ পাকিস্থানী স্বৈরাশাসকের শোষণ নির্যাতন অত্যাচারের বিরোদ্ধে সংগ্রাম করেই এবং তাদের রাজনৈতিক প্লাটফরম মুসলীমলীগের প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে পরবর্তীতে ১৯৭১সালেল মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাড়ে সাতকোটি বাঙালীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে মাত্র ৯ মাসের মাথায় একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সক্ষমতা অর্জন করে। ক্রমান্বয়ে এ দলটি পরিণত হয় একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলে। এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা। এদেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সংগ্রাম ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

যেমন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে আন্দোলন পাকিস্থানী শাসকদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে রাজপথে মিছিল করে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। কারফিউ ভঙ্গ করে বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেখানেও ভূমিকা রেখেছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব। ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন আন্দোলনে ছিল আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবী ছিল ঐতিহাসিক, যে দাবীর মধ্যে লুকায়িত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সেটিও উপস্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্থানে লাহোরে এক দলীয় সম্মেলনে এবং এই ৬ দফা ঘোষণার সাথে সাথে তিনি যখন লাহোর থেকে ঢাকার দিকে আসেন তাকে গ্রেফতার করা হয় রাষ্ট্রবিরোধী আইনে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সবই ছিল বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।

স্বাধীন বাংলাদেশের পথ চলা স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে স্বীকৃতি আদায়, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ হিসাবে পুনঃগঠন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যভুক্ত হওয়া যেমন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য পদ লাভ করা, আন্তর্জাতিক রেডক্রস, বিশ্ব ব্যাংক, আই এম, এফ এর এবং ও, আই, সি'র সদস্যভুক্ত হওয়া সমস্ত কাজগুলো করে গেছে আওয়ালীগ সরকার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। বিশ্বের স্বীকৃতি দেয়া সমস্ত রাষ্ট্রে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। সবই আওয়ামী লীগ করে গেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট 'জাতির পিতা'কে নৃশংসভাবে খুন করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি পাকিস্তানের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় থাকলেও তাদের স্থায়ীত্ব বেশিদিন ছিলনা, আবার ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষার শপথ নিয়ে নতুন করে পথচলা শুরু করেন। ১৯৮১ সালে ১৭ মে তিনি যখন নির্বাসিত জীবন শেষে দেশে ফিরে আসেন তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি স্বৈরাচারী জিয়া এবং পরবর্তিতে এরশাদ সরকার। এরই মধ্যে তাকে বার বার হত্যা চেষ্টাও করা হয়েছে কোন কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখা যায়নি। তিনি বার বার শপথ নিয়েছে এদেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন, স্বৈরাচারী শাসকদের অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে বন্ধ করবেন, মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবে, যাকে খুশি তাকে ভোট দিবে, মানুষের ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার ফিরিয়ে দেবেন। বার বার সংবিধান স্থগিত করে বিশেষ ফরমান জারি করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে দেবেন সেটা হতে দেবেন না তিনি। বাংলাদেশ থেকে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করবেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির জনককে স্বপরিবারে খুন করে স্বৈরাচারী জিয়া, খন্দকার মোস্তাককে দিয়ে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ পাশ করিয়ে ৭৫ এর খুনিদের যাতে বিচার হতে না পারে সে ব্যবস্থা করে যান। একইভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতাকারী আলবদর, রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচার না করে স্বৈরাচারী জিয়া তাদের অবাধ রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে শপথ নিয়ে ঘোষণা দেন এই বাংলায় তিনি ৭৫ এর খুনীদের বিচার করবেন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবেন। একইভাবে যুদ্ধা পরাধীদের বিচার ও তিনি দেশের প্রচলিত আইনে করবেন অবশ্যই। তিনি ক্ষমতায় এসে সংবিধান সংশোধন করে ইন্ডেমনিটি বাতিল করে খুনীদের বিচার করেন এবং যুদ্ধাপরাধী আলবদর, রাজাকারদের ফাসীতে ঝুলিয়ে মেরে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করেন। এদেশে মানুষের ভোটের অদিকার ফিরিয়ে আনার জন্য তত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন ও শেখ হাসিনা করেছেন। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হবেন তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তার সাথে থাকবেন আরও ১০জন উপদেষ্টা মন্ত্রীর মর্যাদায়। নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। তত্বাবধায়ক সরকার, এবং তাদের মেয়াদ হবে ৯০ দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং পরবর্তীতে দেশে যতবেশী উন্নয়ন কর্মকান্ড এদেশে হয়েছে সবই কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার করেছেন। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন, Roads and Highway, Elevated Express way, Metro Rail, পদ্মাসেতু নির্মাণ, চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ, চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বমানের বন্দরে পরিণত করা, পায়রা সমুদ্র বন্দর নির্মাণসহ অসংখ্য উন্নয়ন আওয়ামলীগ করেছে। মহাকাশে সেটেলাইট উৎক্ষেপন আরেকটি (বাকি অংশ ৬ পাতায়)



BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price



বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকর, তিতি মুরগী ও রাজা মোড়গ, বালি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-

রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেন্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেলকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99¢
আয়োডাইড সল্ট (২টি)	.99¢

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm

Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices

One Stop Solutions For Community Needs



TAX & Immigration Service



Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

& much more...

IRS e-file

INSTANT Refund

INSTANT CASH PICK-UP

SEND MONEY WORLDWIDE Authorized Money Transfer Agent

SUNMAN

vigo by Western Union

AB Bank রূপালী ব্যাংক

নির্ভরযোগ্য ভ্রমনের জন্য আজই আসুন
নুন্যতম মূল্যে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি

Airline Tickets (এয়ার লাইন টিকেট)

INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেকোন স্থানে ভ্রমণের জন্য সুলভ মূল্যে বিমান টিকেট পেতে আমাদের সেবা নিন

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS
আমরা সপ্তাহে ৭ দিন ই খোলা

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

www.hakimmultiservices.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী
এবং
এটর্নি জন রিভস

বাংলা পত্রিকা'র ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশা করি করোনাভাইরাসের ভয়াল আগ্রাসন থেকে আপনারা সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য।

আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতোটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

নিউইয়ক থেকে হামিদা বেগমের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার ভাইবোনদের জন্যে আবেদন করেছি। কিন্তু কিছুদিন থেকে আমার স্বামী অসুস্থ। এ কারণে সে ঠিকমত কাজ করতে পারেনা। আর আমিও তেমন কোন কাজ করি না। সেকারণে আমি ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি।

আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে আমি যদি আমার এরকম পারিবারিক প্রয়োজনে ফুড স্ট্যাম্পের জন্যে আবেদন করি তাহলে আমার ভাই-বোনদের এখানে আনার ব্যাপারে কোন সমস্যা হতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে পরামশ পেলে উপকৃত হবো।

হামিদা বেগমের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনি আপনার ভাইবোনদের জন্যে আবেদন করেছেন। একজন ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাইবোনদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জানা প্রয়োজন যে ইউএস সিটিজেনের ভাই-বোনেরা কোন প্রেফারেন্সে পড়েন।

ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুথ প্রেফারেন্সে পড়েন। তাদের অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক দশ বছরের বেশি।

এখন আপনার জানার বিষয় হচ্ছে ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে। ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের ফলে আপনার জন্যে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা? আমরা জানি যে, ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের জন্যে তারাই উপযোগী যাদের ইনকাম কম। অল্প উপাজনধারী কোন ব্যাক্তি যদি তার কারো জন্যে স্পন্সর করেন তাবে তাকে যুগ্মভাবে স্পন্সর করতে হবে।

আপনি আপনার ভাইবোনদের জন্যে আবেদন করেছেন। সম্প্রতি বছরের পোভাটি গাইডলাইন অনুযায়ী আপনার উপাজন থাকতে হবে। তানা হলে আপনার জন্যে যা প্রয়োজন সেটা হবে যুগ্ম স্পন্সর। অথাৎ আপনার সাথে আরো একজনকে মানে যথাথ উপাজনক্ষম একজন ব্যাক্তিকে স্পন্সরকারী হিসেবে সাথে থাকতে হবে। তিনি আপনার সাথে আবেদনে সই করবেন।

আপনি আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত সে ব্যাপারে উল্লেখ করেন নাই। আপনাদের উপাজন পোভাটি গাইড লাইনের চেয়ে কম কলে যুগ্ম স্পন্সর আপনার জন্যে সমস্যার সমাধান হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে একজন অভিজ্ঞ এটনির সাথে আলোচনা করে জানা যেতে পারে।

নিউইয়ক থেকে এস, এস খানের প্রশ্নঃ

আমার মা প্রায় ১০/১১ বছর যাবত গ্রিনকাডধারী হিসেবে এদেশে বাস করছেন। আমার মায়ের বয়স প্রায় ৭০ বছর। তিনি কখনো কোন জব করেন নাই।

আমার মা তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছিলেন। সেই মোতাবেক তাঁকে ইন্টারভিউয়ের জন্যে ডাকা হয়েছিলো। কিন্তু তার আবেদন অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কারণ আমার মা ইংরেজী পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নাই।

এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে তিনি কি আবার তার সিটিজেনশীপ পেতে পারেন? তাঁর জন্যে আপীল করা যাবে কিনা?

এস, এস, খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মা তার ইউএস সিটিজেন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নাই। কেউ ইউএস পরীক্ষা অথবা ইংরেজী পরীক্ষায় অকৃতকায হলে এবং তার ফলে সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে আবারো সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করা যায়। এ ব্যাপারে অস্বীকৃত চিঠিটি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে হবে যে আপনার মা সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় অকৃতকায হয়েছেন। সিটিজেনশীপের জন্যে প্রমান করতে হবে যে তিনি পাঁচ বছর যাবত গ্রিনকাডধারী হিসেবে একনাগাড়ে এদেশে বাস করছেন।



ইন্টারভিউ এর সময় দুই ধরণের পরীক্ষা দিতে হয়। একটি হচ্ছে ইউএস গভণমেন্ট ও ইতিহাসের পরীক্ষা। আরেকটি হচ্ছে ইংরেজী পরীক্ষা। যাতে লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারতে হবে। তবে এই ইংরেজী পরীক্ষা মাফ হতে পারে যদি কারো বয়স ৫৫ বছরের উধে হয় থাকে। আর গ্রিনকাডধারী হিসেবে ১৫ বছর যাবত এদেশে বাস করেন।

ইতিহাস এবং গভণমেন্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে শারীরিক কারণে যদি কোন তথ্য বা শেখার পদ্ধতি আয়ত্বে রাখতে অপারগ হন তবে উভয় পরীক্ষা মাফ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এজন্যে ডাক্তারকে ফম পূরণ করতে হবে।

ইতিহাস অথবা ইংরেজী পরীক্ষায় পাশ না করায় ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে আপনার অধিকার আছে ফম এন-৩৩৬ পূরণ করে আপীল করার জন্যে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বিস্তারিত জানতে চাইলে একজন ইমিগ্রেশন এটনির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে আলোচনা করতে পারেন বলে পরামশ দেয়া যাচ্ছে।

নিউইয়ক থেকে জাহানার হকের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস গ্রিনকাডধারী। আমি গ্রিনকাডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলাম এবং কিছুদিন থাকার পর আবার দেশে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেশে থাকার সময় আমার স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় আমাদের মধ্যে ডিভোস হয়ে গেছে। তারপর আমি আবারো বিয়ে করে তাকে এদেশে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার সন্তানটি বাংলাদেশে তার বাবার সাথে রয়ে গেছে। এখন তার বাবা তাকে এখানে পাঠাতে চায়। কিন্তু আমার গ্রিনকাডধারী সন্তান বিনা অনুমতিতে দুই বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করছে বলে তাদের গ্রিনকাড আর কাযকর নেই বলে আমার ধারনা। কিন্তু আমি এখন আমার সন্তানকে কিভাবে এদেশে আনতে পারব? এ ব্যাপারে পরামশ দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জাহানারা হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমাদের প্রথমেই জানা থাকা দরকার যে একজন গ্রিনকাডধারী বিনা অনুমতিতে কতদিন এদেশের বাইরে অবস্থান করতে পারে? একজন গ্রিনকাডধারীর প্রথম শত হচ্ছে তাকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন গ্রিনকাডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে এক বছরের কম সময় থাকতে পারে। যদি এক বছরের বেশি সময় ইউএস এর বাইরে থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে এদেশে পুন:প্রবেশের অনুমতি নিয়ে তাকে এদেশের বাইরে যেতে হবে। পুনঃপ্রবেশের অনুমতি ইস্যু হবার তারিখ থেকে দুই বছর পযন্ত এটা বৈধ থাকে।

ইমিগ্রেশনের লিখিত অনুমতি নিয়ে একজন গ্রিনকাডধারী ইউএস এর বাইরে দুই বছর পযন্ত থাকতে পারে। আপনার গ্রিনকাড বৈধ থাকবে যদি আপনি এটা ধরে রাখতে পারেন। একজন গ্রিনকাডধারী ছয়মাস বা তার কম সময় এদশের বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় তাকে ইমিগ্রেশন অফিসার সাধারনত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু এর বেশি সময় ইউএস এর বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন।

একজন গ্রিনকাডধারী যদি বিনা অনুমতিতে এক বছরের বেশি সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করে পুনরায় এদেশে প্রবেশ করতে চায় তবে ইমিগ্রেশন অফিসার এই প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। নিধারিত সময়ের বেশি এদেশে অনুপস্থিত থাকার পর পুনঃপ্রবেশের অনুমতি না থাকার জন্যে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস হারাতে হতে পারেন।

একারনে আপনার সন্তান তার পারমানেন্ট স্ট্যাটাস হারিয়ে ফেলেছে তার এদেশের অনুপস্থিত থাকার জন্যে। আপনি একজন গ্রিনকাডধারী হিসেবে আপনার সন্তানের জন্যে পুনরায় আবেদন করতে পারেন।

আমার এক বন্ধুর হয়ে আমি এই চিঠিটি লিখছি।

আমি একজন স্টুডেন্ট ভিসাধারী। আমার এই স্টুডেন্ট ভিসা আমি এখন পযন্ত ধরে রেখেছি। স্টুডেন্ট ভিসা ধরে রাখা ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সে কারণে আপনার কাছে স্টুডেন্ট ভিসার সুবিধা এবং অসুবিধা সমূহ সম্পকে জানতে চাচ্ছি। স্টুডেন্ট ভিসা বহাল রাখার কি কি সুবিধা লাভ করা যেতে পারে।

সব শেষে সবার সুস্থতা কামনা করে করোনার ভয়াল থাবা থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে সকলের প্রতি আন্তরিক আহবান জানাচ্ছি। মানব জাতির এই দুঃসময়ে আসুন আমরা সবাই সবার মঙ্গল কামনা করি।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ, বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

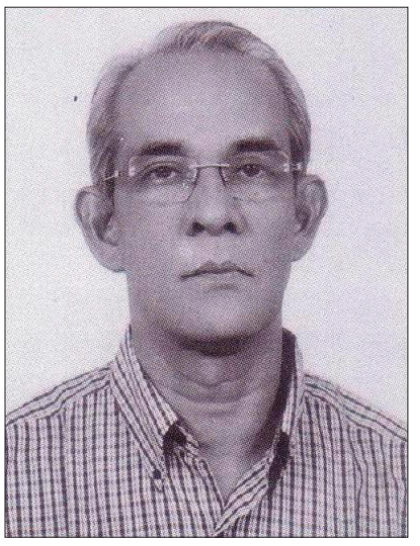
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ঃ স্মৃতি ও কর্ম

ড. মঞ্জুরে খোদা

৭৫'র পটপরিবর্তনের পর সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ও পাল্টা দখলের খেলা চলছিল, সেই সময়ে সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক'র ছাত্র আন্দোলনে অভিষেক। সময়টা ছিল বড় বৈরী ও বন্ধ্যা। অপরাজনীতির বিষবৃক্ষ রোপণ ও তার পুষ্টিদানের কাজ চলছিল পুরাদমে। সেই সময়ে তার মত নেতার প্রয়োজন ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতা। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নিবেদিত, তার বলা বক্তব্য, কর্মকান্ড ও সৃজনশীলতায় ছিল অসাধরণ মেধার ছাপ। আর তিনিও তার সামর্থের সবটুকু দিয়ে করেছেন। তার ফলও আমরা দেখেছি প্রবল প্রাতিষ্ঠানিকতার বিপরীতের দাঁড়িয়ে অধিক শক্তিশালী করেছেন বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্র ইউনিয়নকে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংগঠনকে একক মর্যাদা ও জনপ্রিয়তায় নিয়ে গেছেন। তিনি নিজে তিন তিন বার (১৯৭৯-১৯৮৩) ইউকসুর সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। যে সম্মান ও অর্জন ছাত্র আন্দোলনে তত্র গ্রহনযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তায় যোগ করেছে বিশেষ মাত্রা, পরিণত করেছে ছাত্র রাজনীতির আইকন হিসেবে।

ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক'র আত্মত্যাগ ও ভূমিকা আজও অম্লান। ১৯৮২'র ২৪ মার্চ সামরিক জান্তা এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী প্রথম সংগঠিত প্রতিবাদে তার ভূমিকা ছিল এক দুঃসাহসী ছাত্রনেতার। যে দিনটি আজ 'স্বৈরাচার প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পরিচিত। সেদিন তিনি শহীদ জয়নালের লাশ নিজের কাঁধে বহন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে পুলিশের থাবা থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যে মিছিলের ওপর সামরিক শাসক ট্রাক উঠিয়ে দিয়েছিল, তিনিও সেই ট্রাকের চাপায় গুরুতর আহত হয়ে অল্পের জন্য বেঁচে যান। এই সময়ে তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন (১৯৮২-১৯৮৪)।



ছাত্র আন্দোলন শেষ করে তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজে হাত দেন। সেখানেও তিনি তার মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ ও দৃশ্যমান করা সম্ভব হয়। কাজ, মজুরী, জমি, অধিকার, ইনসাফের আন্দোলনকে তিনি জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করান। তৎকালীন সরকার ক্ষেতমজুরদের সেই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

'৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নানা রাজনৈতিক টানাপোরেনের কারনে তিনি সার্বক্ষনিক রাজনীতি থেকে বিদায় নেয়। একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন 'নর ওয়েস্টার ফ্যাশন লিমিটেড, তিনি ছিলেন যার কর্ণধার। সেখানেও তিনি তার মেধা ও শ্রম দিয়ে একজন সফল উদ্যোক্তায় পরিণত হন। পাশাপাশি নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন।

দেশে একটি সুস্থধারার ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠুক সেটি তিনি মনে প্রাণে চাইতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পার্টির ভাঙ্গনে ছাত্র ইউনিয়নের শুভকাঙ্খীদের একটি বড় অংশ তাদের মুখ ফিরিয়ে নেন তখন উনার ভূমিকা ছিল ব্যতিক্রম। বিশ্ব রাজনীতির নয়া মেরুকরণের টালমাটাল পরিস্থিতিতে যখন বিভিন্ন শুভাকাঙ্খীদের কাছে যেতাম নানা সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য তখন অনেকে উৎসাহ না দেখালেও ফারুক ভাই ছিলেন আশার বাতিঘর। সেই সময় (১৯৯৬) তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সংগঠন করতে তোমাদের সবচেয়ে বড় খরচ ও সমস্যা কি? আমি বললাম সংগঠনের অফিস ভাড়া নিয়মিত পরিশোধ করা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দায়। উনি জানতে চাইলেন তোমাদের অফিস ভাড়া কত? আমি বললাম ৩ হাজার টাকা। উনি বললেন আজ থেকে তোমাদের অফিস ভাড়ার দায়িত্ব আমি নিলাম। আরও বললেন, তোমাদের বড় অনুষ্ঠানগুলোর সময় আমার সাথে যোগাযোগ করবে। সেখানে কর্মরত ছিলেন, আমাদের সংগঠনের একজন প্রাক্তন বন্ধু আলামিন ভাই অতি বিনয়ী এবং দায়িত্বশীল একজন মানুষ, প্রতিমাসের ৩০ তারিখে যেয়ে আমি টাকাটা নিয়ে আসতাম। সেই সময় এই সহযোগিতা যে কতবড় বিষয় ছিল তা সেই সময়ের বন্ধুরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারবেন। যতটুকু জানি- জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। ফারুক ভায়ের মেধা, ত্যাগ, কর্ম ও স্মৃতি হোক এই প্রজন্মের সাহস ও অনুপ্রেরণা।

লেখক: গবেষক, ইনস্টিটিউট অব পলিসি সাইন্স, জাপান। সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন।

(সামহোয়্যার ইন....ব্লক থেকে সংগৃহীত)

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

UMRAH 2020 WITH Historical Tour



Package A
February 19-29
• Makkah • Medina • Taif • Jeddah • Cairo
Per Person Quad Room $2880, Triple Room $3075, Double Room $3250
Includes: • 5 Star Hotel (Close to two Haram's) • Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah, Medina, Taif, Jeddah & Cairo

Package B
February 19-27
• Makkah • Medina • Taif • Jeddah City
Per Person Quad Room $2280, Triple Room $2420, Double $2530
Includes:
• 5 Star Hotel (Close to two Haram's)
• Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah, Medina, Taif & Jeddah

Package C
February 19-27
• Makkah • Medina
Per Person
Quad Room $1975, Triple Room $2050
Double Room $2275
Includes: • 5 Star Hotel (Close to two Haram's)
• Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah & Medina

আমরা নিউইয়র্ক থেকে বিশ্বের ৫টি মহাদেশে গাইডেড ট্যুর অপারেট করি।

বাংলা ট্যুর ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.
* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

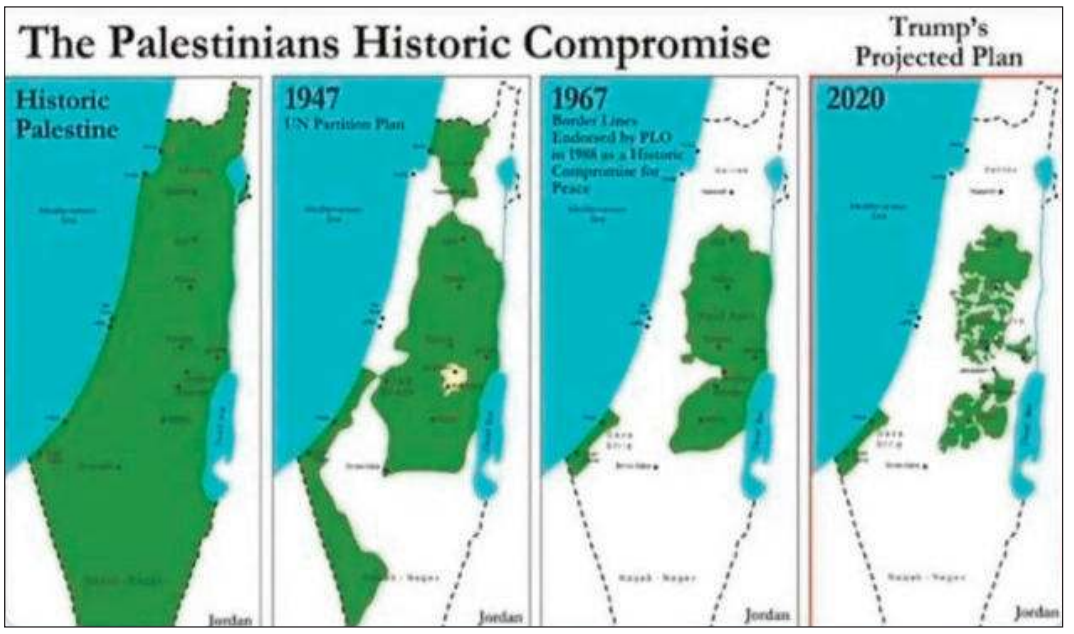
দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।
CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801. Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

ইসরাইলের দখলীকরণের শেষ কোথায়?

মাসুম খলিলী



গত ১ জুলাই ছিল ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পশ্চিম তীর ও জর্দান উপত্যকার ৩০ শতাংশ ভূমিকে ইসরাইলের অংশ করে নেয়ার ঘোষণা দেয়ার দিন। নেতানিয়াহু এই দিনই চূড়ান্ত ঘোষণাটি দেননি। তবে বলেছেন, 'আমরা এটি নিয়ে কাজ করছি।' বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ কাজ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে। এ ব্যাপারে নেতানিয়াহু আগের দিন রাতে জানিয়েছেন, তিনি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দূত অ্যাভি বারকোভিটস এবং ইউএস রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফ্রেডম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং একীভূতকরণের বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলেছেন। আগামী দিনেও কাজ চালিয়ে যাবেন। হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের মধ্যে প্রথম দফার আলোচনার পরে একমত হতে ব্যর্থ হওয়ার পরে এই সপ্তাহে নতুন করে আলোচনা চলছে।

এর মধ্যে গাজায় হামাস কর্মকর্তারা প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহকে অসলো শান্তি প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করে আবার একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরাইলি নিরাপত্তা ও সামরিক প্রধানরা উদ্বিগ্ন যে গাজায় সশস্ত্র দলগুলোর সাথে হামাসের সংযুক্তি আরেকটি যুদ্ধের সূত্রপাত করতে পারে। যদিও বিশ্লেষকরা মিডল ইস্ট আইকে বলেছেন যে হামাস সম্ভবত কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে পিএ'র প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করবে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত, বিশেষ দূত অ্যাভি বারকোভিটস এবং রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফ্রেডম্যান পশ্চিম তীর ও জর্দান উপত্যকা দখলের সম্মত সূত্রের সন্ধানে নেতানিয়াহুর সাথে বিগত সপ্তাহজুড়ে কাজ করেছেন। তার মানে হলো দখল প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে। কেবল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটির ব্যাপারে একটি সমাধান সূত্রে পৌঁছার চেষ্টা হচ্ছে।

ইসরাইলের রাষ্ট্রসমর্থিত গোয়েন্দানির্ভর বেসরকারি বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ডেবকাফাইল বলেছে, আমেরিকান টিম এবং ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার আলোচনার টেবিলে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলত একটি আমেরিকান প্যাকেজ চুক্তি রয়েছে। নেতানিয়াহু পশ্চিম তীর ও জর্দান উপত্যকার ৩০ শতাংশ ইসরাইলের মানচিত্রভুক্ত করার বিষয়ে তার সিদ্ধান্তকে বহাল রাখবেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী ইসরাইলের এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনার বিরোধিতা করা এবং যুক্তরাজ্যেরও একতরফাভাবে সংযুক্তকরণকে সমর্থন না করার কারণে সম্ভবত কিছু সময় নেয়া হচ্ছে। তবে আগামী নভেম্বরে আমেরিকান নির্বাচনের আগেই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে শেষ করা হবে বলে ইসরাইলি মিডিয়ায় বলা হচ্ছে।

আমেরিকানরা সম্ভবত দখলীকরণ প্রক্রিয়াটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য রিয়াদ আবুধাবি ছাড়াও জর্দান এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের কোনো একটি অংশের সমর্থন পেতে চেষ্টা করছেন। এর অংশ হিসেবেই হয়তো ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ পরিচালক ইয়োসি কোহেনকে নেতানিয়াহু বিশেষ মিশনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তিনি গত সপ্তাহে আম্মান সফর করেন। বলা হচ্ছে জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহ কোহেনকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপাতত দখলীকরণের পরিকল্পনা বাদ দেয়া এবং তা পশ্চিম তীর ও জর্দান উপত্যকার ইসরাইলের সাথে গ্রিন লাইন সীমান্তের নিকটবর্তী দুটি বা তিনটি বন্দোবস্ত ব্লকের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব রেখেছিলেন। নেতানিয়াহু এ ধরনের কোনো প্রস্তাব বিবেচনা করবেন বলে মনে হয় না।

ইতোমধ্যে দখলকৃত পশ্চিম তীর এবং জর্দান উপত্যকার ইহুদি জনবসতিগুলোকে 'সংযুক্ত' করার পদক্ষেপ নিয়ে ইসরাইলকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো আইনকে বিবেচনা না করেই ইসরাইল বেপরোয়া ও অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হবে বলেই মনে হয়।

ইসরাইল সরকার কী চায়?

প্রধানত, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার বলেছে যে, অবৈধ বসতিগুলোর ব্লক, কৌশলগত জর্দান উপত্যকা এবং উত্তর মৃত সাগরসহ পশ্চিম তীরের প্রায় ৩০ শতাংশ ভূমি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। কর্মকর্তারা ইসরাইলি গণমাধ্যমকে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রতিবেশী জর্দানকে কিছুটা প্রশ্রয় দেয়ার চেষ্টায় পর্যায়ক্রমে কাজ করা যেতে পারে। এর আগে বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ সতর্ক করেছিলেন যে অন্তর্ভুক্তকরণ 'বিশাল সঙ্ঘাত' ডেকে আনতে পারে।

সম্ভাব্য পরিস্থিতি কী?

ইসরাইলের মানচিত্র সম্প্রসারণের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রথমটি পশ্চিম তীরের অঞ্চল 'সি'-এর সব অংশকে সংযুক্ত করা। এই অংশটি অসলো চুক্তির অধীনে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় চার লাখ ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারী। জর্দান উপত্যকা এবং জর্দান উপত্যকার সব অবৈধ বসতি এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি কেবল ইসরাইলের দখলেই জর্দান উপত্যকা দেখা যাবে। সম্পদ সমৃদ্ধ এবং অত্যন্ত কৌশলগত, জর্দান উপত্যকায় বর্তমানে ৫৬ হাজার ফিলিস্তিনি এবং ১১ হাজার ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারী আছে।

তৃতীয় দৃশ্যে, ইসরাইল মালে আদুমিম, আরিয়েল এবং গুশ ইটজিওনের প্রধান বসতিকে সংযুক্ত করবে, যেখানে একসাথে প্রায় ৮৫ হাজার ইসরাইলি রয়েছে। মাওল আদুমিম দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেম এবং পশ্চিম তীরের মধ্যে বিস্তৃত। গুশ ইটজিওন পবিত্র ফিলিস্তিনি শহর বেথলেহেমে অবস্থিত এবং এরিয়েল এই অঞ্চলের মাঝখানে নাবলাস সংলগ্ন।

এই অঞ্চলগুলোকে একত্র করার ফলে জেরুসালেম এবং বেথলেহেম থেকে পশ্চিম তীরের অনেক অংশ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তা ভবিষ্যতের কোনো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে ইসরাইলি ছিটমহল তৈরি হবে।

সংযোজন কখন হতে পারে?

নেতানিয়াহু এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেড়ুন গ্যান্টজের স্বাক্ষরিত জোট চুক্তি অনুসারে ১ জুলাই দখলীকরণের আইন প্রস্তাব করার কথা। এ সময়ে কেবল আইনসভা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা, তবে খসড়াটি বিভিন্ন কমিটি ও পাঠের মধ্য দিয়ে ইসরাইলের সংসদ, নেসেটে উপস্থাপনের আগে প্রকাশিত হবে। সেই প্রক্রিয়াটিতে খসড়া পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা যেতে পারে, যা কয়েক সপ্তাহ সময় নিতে পারে, যদিও কোনো প্রস্তাব খুব বেশি ঝামেলা ছাড়াই সংসদে যাওয়ার জন্য সরকারের দলগুলো একমত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংযুক্তি কি আইনসম্মত?

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দখলকৃত অঞ্চল একতরফাভাবে একত্রীকরণ অবৈধ। ইসরাইলি সরকার এটিকে 'সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ' হিসেবে অভিহিত করতে পছন্দ করে। বৈধতাকে এর আগে ইসরাইল খুব একটা তোয়াক্কা করেনি। ১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পর থেকে পূর্ব (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

সেবা-অন্তঃপ্রাণ অধ্যাপক ডা. মির্জা নাজিম উদ্দিন স্মরণে

আবুল মাল আবদুল মুহিত



গত ৭ জুন ঢাকার প্রসিদ্ধ স্কয়ার হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) প্রধান এবং হাসপাতালের পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিস) অধ্যাপক ডা. মির্জা নাজিম উদ্দিন (৫৭) করোনাভাইরাসের সংক্রমণে ইহধাম করেন। তিনি একজন জনহিতৈষী চিকিৎসক ও সেবক হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ডা. মির্জা নাজিম উদ্দিনকে আমি আমার চিকিৎসক ও বন্ধু হিসেবে প্রায় ১১ বছর ধরে চিনি। বয়সে তিনি ছিলেন আমার ৩০ বছরের ছোট। আমার জীবনে অসুখ-বিসুখ তেমন ছিল না। শৈশবে পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সে হাঁটু ভেঙে একটি সার্জারি হয়েছিল বলে জানি। তার একটি দাগ সব সময়েই নজরে পড়ে। এরপর ছাত্রাবস্থায় আর্টিকেরিয়াতে কয়েক বছর ভুগি। গরু বা ছাগলের গোশত খেলেই গায়ে চুলকানি হতো আর রং লাল হয়ে যেত। এই ঝামেলা একেবারেই অকস্মাৎ বিদায় পেল। ১৯৫৩ সালে আমার দাদার চল্লিশাতে মেহমান খাওয়ানোর দাওয়াতে আমি কিছু খাব না বলে ঠিক করেছিলাম। তবে সেই ইচ্ছা আমার আম্মা, ফুপু ও বড় বোনের জারিজুরিতে টিকল না। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে সেদিন থেকেই আমার আর্টিকেরিয়া বিদায় নিল। আমি স্বাভাবিক মানুষের মতো গোশত খাওয়া আবার শুরু করলাম। পরবর্তী অসুখ হলো ১১ বছর পর, ১৯৬৪ সালে। আমি এক বছর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে দেশে ফিরেছি এবং করাচিতে আমার পদায়ন হওয়ায় সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। হঠাৎ ভাইরাসবাহিত জ্বর আমাকে পেয়ে বসল। ডাক্তার ওয়াকিল আহমদ ওষুধপথ্য দিলেন আর বললেন যে জ্বর কমিয়ে রাখতে হবে। বাড়লেই মাথায় পানি ঢেলে জ্বর নামাতে হবে। প্রায় ১০ দিন আমার স্ত্রী সাবিয়া মুহিত ২৪ ঘণ্টা আজরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে সুস্থ করে তুললেন। এই হলো রোগ-বালাইয়ের আমার সারা জীবনের কাহিনি।

অবশেষে ২০০৯ সালে আমি দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হয়েছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার অর্থমন্ত্রী। জুন মাসে বাজেট দেব। তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। আমরা বিপুল ভোটে জিতেছি, তাই জনগণের আশাও গগনচুম্বী। মে মাসের মধ্যে আমি নানা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রায় শেষ করে এনেছি। এখন প্রস্তাব সব গ্রহণের পালা। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক জরুরি। ১১ মে দুপুররাতে আমার হলো স্ট্রোক। আমি দেখলাম যে আমার মুখ হয়ে গেছে অপরিচিত। স্ট্রোকে তা বেঁকে গেছে। আমার বাড়িতে, হেয়ার রোডের 'তন্ময়' বাড়িতে আমার চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের ছেলে সাহেদ আমার বিটল ফক্সওয়াগনে আমাকে বসিয়ে নিয়ে গেল স্কয়ার হাসপাতালে। ওই হাসপাতালে তার বন্ধু ছিল সহকারী জনসংযোগ অফিসার। সেখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমঝে নিল। আমাকে আইসিইউ কর্মকর্তা ডাক্তার মির্জা নাজিম উদ্দিন নিয়ে গেলেন এবং নানা পরীক্ষা শেষে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। দিবাগত রাত প্রায় তিনটায় বোধ হয় আমি স্কয়ার পৌঁছাই এবং পরদিন বেলা ১১টার দিকে ঘুম ভেঙে চোখ মেলি।

প্রথমেই আমার হুকুম হলো যে আমাকে একটি আয়না দেন। আমার উদ্দেশ্য হলো আমার বাঁকা মুখটি দেখা। দেখলাম যে না মুখটি আর বাঁকা নয়। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনাকে আমরা নাশতা খাওয়াব। কীভাবে ডিম খাবেন? চিনি কি খান? তারপর বললেন যে প্রধানমন্ত্রী খোঁজ নিয়েছেন এবং তিনি আসতে চেয়েছিলেন। তাঁকে তাঁরা জানিয়েছেন যে স্ট্রোক খুব সামান্য। তিনি ধীরে-সুস্থে আসলেই ভালো। তাঁরা মনে করেন যে সাত থেকে দশ দিনে আমি হাসপাতাল ছাড়তে পারব। আমার বয়সের বিবেচনায় আমার একটি পরীক্ষা করা যায়নি, সেটার জন্য সিঙ্গাপুরে যেতে হবে। ধীরে-সুস্থে পরীক্ষা হলেও চলবে–খুব তাড়াঊড়ার প্রয়োজন নেই। আমার সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব–সবাই আমাকে দেখতে চান আর মির্জা সাহেব তা হতে দেবেন না। তিনি হাসিমুখে সবাইকে জানিয়েছেন, আমার স্ট্রোক খুব সামান্যই হয়েছে। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন এবং আমি সুস্থ হয়ে বাজেট পেশ করতে পারব। আমিও বেশ স্বস্তিবোধ করলাম যে আমি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বটি পালন করতে পারব। মনে মনে ঠিক করলাম, বাজেট বক্তৃতাটি বানাতে হবে। তারপরে সিঙ্গাপুরে যাওয়া যাবে। যে কদিন হাসপাতালে ছিলাম, প্রতিদিন কয়েকবার মির্জা সাহেব হাসি হাসি মুখ করে আমাকে বেশ চাঙা রাখতেন। ভরসা দেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ। আর গত ১১ বছর সব সময়েই তাঁর ভরসার ওপর নির্ভর করেছি।

আমি ২০১০ সালের ১০ জুন সংসদে বাজেট উপস্থাপন করলাম। প্রায় চার ঘণ্টা দুবার বিরতি নিয়ে বক্তব্য পাঠ করলাম। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাজেটের সারমর্ম সংসদ সদস্যদের সামনে তুলে ধরলাম। আমাকে বক্তৃতা প্রদানকালে সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী ও শেখ সেলিম সহায়তা করলেন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ প্রদান সম্বন্ধে নাইবা বললাম। আমার ভয় ছিল যে বক্তৃতা দানকালে আমি না কাহিল হয়ে পড়ি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে তেমন কিছু হলো না; বরং বক্তৃতা যতই পাঠ করতে থাকলাম, আত্মবিশ্বাস ততই জোরদার হতে থাকল। এবারেই বাংলাদেশের এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদীর্ঘ বাজেট বক্তৃতা পেশ হলো। আমি নিজেও এর আগে দুটি বাজেট বক্তৃতা দিই। সেগুলো সোয়া ঘণ্টার বেশি কখনো ছিল না। আমার লম্বা বক্তৃতার খসড়া নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও মনে হয় কিছু দ্বিধা ছিল। কিন্তু বক্তৃতা যখন দিতেই থাকতাম, তখন বোধ হয় এই দ্বিধা এমনি বিদায় নেয়।

আমার ডাক্তার মির্জা সাহেবও সংসদে হাজির ছিলেন এবং মনে হয়, আমার নির্বিঘ্নে বক্তৃতা দেওয়া তাঁকে খুবই উৎসাহিত করে। মির্জা নাজিম উদ্দিন শুধু একজন চিকিৎসক বা হাসপাতালের পরিচালকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যিকার জনসেবক এবং রোগীকে চাঙা রাখার দিকে সব সময় মনোযোগী। আমি সামান্য অসুবিধা হলেই তাঁকে ফোন করে উপদেশ নিতাম অথবা তাঁর দপ্তরে হাজির হয়ে যেতাম। আমি গেলেই তিনি তিনটি কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। প্রথমে আমাকে এক কাপ কফি দেবেন। তারপর আমার ব্লাড প্রেশার মাপতেন। আমার রক্তে কত চিনি আছে, তা পরিমাপ করতেন। গত ফেব্রুয়ারীতে তাঁর সঙ্গে শেষ ডাক্তারি পরামর্শ নিই। আমার চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য দিনে আমি একটি ইনজেকশন নিই। সম্ভবত, ফেব্রুয়ারী মাসে বা তার সামান্য আগে তিনি আমার ২০ মাপের ইনজেকশনকে কমিয়ে ১৫ মাপে নামিয়ে দেন। আমি সিঙ্গাপুরে যে ডাক্তারের পরামর্শ নিতাম, বছর পাঁচেক আগে তা বন্ধ করে দিই। কারণ, আমার মনে হলো যে আমার অবস্থা স্থিতিশীল এবং ডাক্তার মির্জাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি মনে করি যে আমাদের রোগীরা খামাখাই ভারত, থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নিতে যান। আমরা দেশে যে চিকিৎসা ও সেবা পাই, সেটাই উন্নত চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশি কিছু বিদেশে আশা করা নিতান্তই অর্থহীন। ডা. মির্জা নাজিম উদ্দিন টাঙ্গাইলের মানুষ এবং আমাদের খ্যাতনামা শিক্ষক অর্থমন্ত্রী ও কয়েক দিনের জন্য গভর্নর ড. মির্জা নুরুল হুদার ভাইপো। তাঁর স্ত্রীও স্কয়ার হাসপাতালেরই স্ত্রী ও প্রসূতি রোগবিদ্যা বিভাগের চিকিৎসক। তাঁরা দুজনেই সৌদি আরবে জেদ্দায় ডাক্তারি করেছেন এবং সেখানেই তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে একবার সৌদি আরব যান এবং তখনই আমি তাঁর জনপ্রিয়তার নিদর্শন পাই। তিনি আরও কতিপয় চিকিৎসক ও এনজিওর সঙ্গে মিলে ঢাকায় এয়ারপোর্টের কাছে একটি ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছেন এবং এই ইনস্টিটিউটই আমার মনে হয়েছে তাঁর শেষ জীবনের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা পাক। স্কয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলব যে আপনারা অধ্যাপক ডা. মির্জা নাজিম উদ্দিন সাহেবের মতো একজন উপযুক্ত ডাক্তার ও ম্যানেজারকে খুঁজে নিয়ে আপনাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা নেন। নাজিম উদ্দিন সাহেবের স্ত্রী, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্য রইল আমার শোক এ সমবেদনা।

লেখক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী



Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين

SULTAN 001 বাংলা পত্রিকা 25% off
The Weekly Bangla Patrika
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান,
ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও
শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

ভ্রমণ সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service Is Our Goal
Hajj & Umrah Specialist

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ নিন
ওমরাহ্ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি

Emirates · KUWAIT AIRWAYS · IATA · QATAR AIRWAYS · Biman BANGLADESH AIRLINES · TURKISH AIRLINES · SAUDIA

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই
দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

১০০% সীট কনফার্ম করার পর টিকিট বিক্রয় করে থাকি

Placid Express
WORLDWIDE MONEY TRANSMITTER

Mowlana M K Rahman Mahmud
President & CEO
Tel: 718-205-3270
718-205-2677
Cell: 646-322-1654
718-205-3271

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর
৩০টি দেশে অর্থ পাঠানোর সু-ব্যবস্থা

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza) Jackson Heights, NY 11372,
Email: rahmaniatravel@yahoo.com

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে মমতার অবদান

গৌতম রায়

নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তারও তিন বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। মমতা যে সময়টায় পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নেন, সেই সময়টায় সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের ঘটনাবলির পাশাপাশি সাচার কমিশনের প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের দুরবস্থা ঘিরে রাজনৈতিক মহল বেশ সরগরম ছিল। বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা সংখ্যালঘু স্বার্থ ঘিরে বেশি যত্নবান–এমন একটা প্রচার ভোটের আগে বেশ জোরদার হয়েছিল। বিশেষ করে রিজয়ানুর নামের এক মুসলমান যুবকের হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেমঘটিত আত্মহত্যাকে ঘিরে রাজনীতি মমতাকে সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে একটা প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

মমতা ক্ষমতায় এসেই আন্তর্জাতিক সমস্ত আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশকে না দেওয়ার কথা বলেন। মমতা ক্ষমতায় আসার প্রথম তিন বছর ভারত সরকারের মূল পরিচালক ছিল কংগ্রেস। এই দল তাদের অতীতের ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক সহবত অনুসারে তিস্তার পানির ন্যায্য প্রাপ্য বাংলাদেশকে দিতে তৎপর হলেও ভারতীয় রাজনীতির যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত তা আর সফল হয় না।

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসেই হিন্দু-মুসলমানের ভেতরে সার্বিক বিভাজন তৈরি করে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় যে নতুন করে উত্তেজনার পরিমন্ডল তৈরি করেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তিকে চাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তার সার্বিক পটভূমিকা তৈরিতে মমতার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যে রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় সমস্যা তৈরি করে এই অঞ্চলকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অবাধ বিচরণভূমি তৈরির চেষ্টায় বিজেপি আত্মনিয়োগ করে, সেই জমির উপযোগিতা মমতাই তৈরি করে রেখেছিলেন।

প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন মমতা। যার ফলে মমতার ছদ্ম সংখ্যালঘু-প্রীতি, যা আসলে তাঁর দলের সিডিকেটভুক্ত সামান্য কিছু ধর্মের কারবারিকে যৎসামান্য পয়সাকড়ি পাইয়ে দিয়ে প্রতিবেশী ধর্মের সাম্প্রদায়িক নয়, এমন ধর্মপ্রাণ মানুষদেরও ঠেলে দিয়েছে মুসলিমবিদ্বেষের কোটরে। আর সেটিকে এনআরসি, সিএএ, সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫ এ বাতিলসহ, যাবতীয় সংখ্যালঘুবিরোধী অবস্থান নিতে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে একটা অনুকূল পরিবেশ উপহার দিয়েছে।



ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক পরিকাঠামো বাতিল করে আরএসএসের আদর্শগত অবস্থানে যে 'হিন্দুরাষ্ট্র' রয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব ঘিরে এমন আইন আনতে চলেছে ভারতে; তা সংবিধানের মূল পরিকাঠামোবিরোধী। মমতা মুখে এই আইনের বিরোধিতা করছেন, কাজে নয়। কেরলের বামপন্থী সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেছে। তাদের এনপিআর বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তৈরির কাজ স্থগিত নয়, বাতিল করেছেন। আর মমতা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া তো দূরের কথা, এনপিআর বাতিল তো দূরের কথা, তাঁর রাজ্যের পৌরসভাগুলোর মারফত এই নাগরিক পঞ্জি তৈরির জন্য সাময়িক কর্মী নিয়োগের আদেশনামা জারি করেছেন।

কোভিড-১৯-এর ভয়াবহতা রুখতে কোনো পরিকল্পিত কর্মপন্থা ছাড়াই মোদি প্রশাসন মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে গোটা ভারতে লকডাউন করেছে। এই লকডাউনে প্রান্তিক মানুষ, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিকেরা অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় পড়লেও কেরল ব্যতীত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারগুলো তাদের ঘিরে তেমন কিছুই ভাবেনি। করেনি। বরং উত্তর প্রদেশের মতো বিজেপিশাসিত সরকার দেশের প্রচলিত শ্রমিক আইন লঘু করে গোটা শ্রমিকসমাজকেই এই লকডাউনের সময়ে ভয়ংকর বিপদের ভেতরে ফেলেছে। মুখে বিজেপিবিরোধিতার কথা বললেও মমতা এসব নিয়ে একদম নীরব।

দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলিগের জামাত ঘিরে মুসলমানরা করোনা ছড়াচ্ছে–এই অবৈজ্ঞানিক প্রচার চালিয়েছে। এই প্রচার যে কেবল উগ্র সাম্প্রদায়িকদেরই প্রভাবিত করেছে, তা-ই নয়, মমতার প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে ভূমিস্তরে কাজ করা একাংশের বামপন্থী কর্মীসমর্থকদেরও অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। বস্তুত, আরএসএস-বিজেপির এই সামাজিক প্রযুক্তি এবং তাকে ঘিরে মমতার নীরব সমর্থন, এই গোটা অপকর্ম মোকাবিলায় শুরুর দিকে অনলবর্ষী মো. সেলিম ছাড়া আর কোনো শীর্ষস্তরের বাম নেতৃত্ব সরব হননি। যখন তাঁরা সরব হয়েছেন, ততক্ষণে বিভাজনের রাজনীতিতে বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি অনেকখানি সফল হয়ে গিয়েছে।

এ অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আম্পান এবং দুর্গতদের ঘিরে মোদি-মমতার রাজনৈতিক দড়ি-টানাটানি। মমতার প্রশাসনিক অপদার্থতায় এবং ত্রাণ ঘিরে চরম দলবাজির ফলে আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। মমতার সংখ্যালঘুপ্রীতির নামে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় ত্রাণ না পেয়ে মানুষের বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের ভেতর দিয়ে। এ রকম একটা অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার তাসকে আরও জোরদার করে খেলতে সংখ্যালঘু উন্নয়নের নাম করে মাদ্রাসা ইত্যাদির জন্য মমতা ৪ হাজার ১৬ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেছেন। মাদ্রাসার জন্য হরেক রকমের ঘোষণাও মমতা বিধানসভার ভোট যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, এমন সময়ে করেছেন।

বামফ্রন্ট সরকার '৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তির বাস্তব প্রয়োগে তাদের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনকালে পর্যায়ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেছিল। আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সংগতি রেখে সেই আধুনিকীকরণ ভারতের সীমা অতিক্রম করে আরব দুনিয়ার কাছে পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বামফ্রন্টের আমলে মো. সেলিমের স্বল্পকালীন মন্ত্রিত্বে সংখ্যালঘু উন্নয়নে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানে গোটা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংখ্যালঘু নারীর কর্মসংস্থানে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মাধ্যমে সেলিমের সাফল্য তৎকালীন অটল বিহারি বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারও স্বীকার করেছিল খোদ ভারতীয় সংসদে।

মমতার দ্বিমুখী রাজনৈতিক চরিত্র কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের বাইরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় বাম আমলে কিদোয়াই কমিশনের সুপারিশে যে বিজ্ঞান-মুখী শিক্ষাক্রম চালু হয়েছিল, সেগুলো মমতার আমলে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ধর্মের ঘেরাটোপে মুসলমান সমাজকে আটকে রাখাটাই বিজেপির সুবিধা। সেই বন্দোবস্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে মমতার এ কৌশল। এভাবেই মুসলমানরা বেশি সুযোগ পাচ্ছেন, ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে এই মিথ্যা ধারণা তৈরি করে মুসলমানবিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদের সুবিধা করে দেওয়াই মমতার রাজনীতি, যা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকেও উসকে দিতে সাহায্য করবে। তিস্তার পানি আটকে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারকে অপ্রিয় করে সেখানকার মৌলবাদীদের খুশি করেছেন মমতা। বস্তুত, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে বিধ্বস্ত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে ষড়যন্ত্র, মমতা সেই ষড়যন্ত্রেরই শরিক হয়েছেন,যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও কাঠামোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

লেখক: পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ও ইতিহাসবিদ।

নজিরবিহীন সংকটে গণমাধ্যম

(৪৪ পাতার পর)

সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নোয়াব, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ, টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাটকো, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের উভয় অংশ এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির পক্ষ থেকে গণমাধ্যম রক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব সরকারের কাছে তুলে ধরলেও পরিস্থিতি উত্তরণে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে না।

সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে, সময় টেলিভিশনের বার্তা প্রধান তুষার আবদুল্লাহ বলেন, আমাদের গণমাধ্যমগুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠান গড়ার আগে মাঠ জরিপ বা বাজার জরিপ করে আসেনি। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক জনবল নিয়ে নিয়েছে। কোন স্তরে কি ধরনের দক্ষ লোক লাগবে সেটা তারা ভাবেনি। এছাড়া এসব গণমাধ্যমে কত টাকা আয় হবে বা ব্যয় হবে এই ধরনেরও কোনো নিরীক্ষা ছিলো না। কিন্তু এখন যখন করোনা কালে এসে দেখছে তাদের আয় হচ্ছে না, ফলে তাদের বেতন কমিয়ে দিচ্ছে বা ছাঁটাই করছে। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে তিনি বলেন, দেখেন এখন তেমন একটা বিজ্ঞাপন নেই। গ্রীষ্মকাল যাচ্ছে কোনো কোমল পানীয়র বিজ্ঞাপন নেই। ঈদ গেল মেহেদির বিজ্ঞাপন নেই। এগুলো উদাহরণ মাত্র। সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে কয়েকটি চ্যানেল কিছু মাত্র বিজ্ঞাপন পেলেও সবাই পাচ্ছে না। ফলে আয় কমে যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠান মালিক কর্মী ছাঁটাই করছে। কিন্তু কর্মী ছাঁটাই বা বেতন কমানো আমি সমর্থন করি না। এটা খুব অমানবিক। এই করোনার সময় তারা কোথায় যাবে? যেসব কর্মীকে ছাঁটাই পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তাদেরকে মালিকদের অন্য প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো জায়গায় আপাতত নিয়োগ দিতে পারে। ফলে তার চাকরিটা যাবে না।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে করোনার কারণে অন্যান্য খাতের মতো মিডিয়ায়ও বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। সাধারণত প্রিন্ট মিডিয়া চলে বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশনে। এখন সার্কুলেশন প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। বিজ্ঞাপনও আসছে না। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া পুরোপুরি বিজ্ঞাপন নির্ভর। যতটুকু জানি, সরকারের সব সেক্টরে মিডিয়ার বিজ্ঞাপন বাবদ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এর অর্ধেকও যদি সরকার পরিশোধ করত তাহলে অন্তত দু'-তিন বছর মিডিয়ার জন্য কোনো সমস্যা হতো না। তবে তারপরেও গণমাধ্যম কর্মীদের বেতন কামনো, ছাঁটাই করা, বিনাবেতনে ছুটি দেয়া পুরোটাই অমানবিক। বিজ্ঞাপনের টাকা তুলার দায়িত্ব মালিকদের। আর সাংবাদিকদের দায়িত্ব লেখা। এখন মালিকরা যে সংকট তৈরি করছেন তা খুব খারাপ। মাথাব্যথা বলে যে মাথা কেটে ফেলবেন বিষয়টা এমন না। মালিকরা সংকটটাকে আরো প্রকট করে তুলছে। এই সময় একটা চাকরি চলে গেলে বা বেতন কমালে তারা যাবে কোথায়। বিষয়টি মালিক পক্ষকে ভাবতে হবে। আমরা বার বার সরকারকেও বলছি ও মালিকদেরও বলছি এই সংকট মোকাবিলায় সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, মহামারি ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি সঠিক তথ্য মানুষকে জানানো। এ সময়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে গণমাধ্যমকে অস্তিত্ব সংকটে ফেলা কোনোভাবেই উচিত নয়। এমন অবস্থা হলে গণমাধ্যম খুব সংকটে পড়বে। আর সংকটে পড়লে সঠিক তথ্য বাধাগ্রস্ত হবে। সংবাদকর্মীরা প্রথম সারির যোদ্ধা। অন্যদের নানারকম প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। অথচ এ খাতকে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে ঝুঁকির মুখে ফেলা হচ্ছে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অসংখ্য সংবাদকর্মীর জীবন-জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। গণমাধ্যমের এই সংকট শুধু গণমাধ্যমের নয়, এই সংকট রাষ্ট্রে। তাদের সচ্ছলতা নিশ্চিত না করলে তারা রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারবে না। সাংবাদিক হয়রানির বিষয়ে তিনি বলেন, দেশে আইন থাকে অন্যায় রোধ করার জন্য। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধের জন্য নয়।

ইসরাইলের দখলীকরণের শেষ কোথায়?

(১১ পাতার পর)

জেরুসালেম এবং সিরিয়ার গোলান হাইটসকে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন পদক্ষেপে ইসরাইল নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে। মূলত, ইসরাইলের কোনো সংযুক্তি সামরিকভাবে দখলকৃতভাবে এ অঞ্চলের অবস্থান পরিবর্তন করবে না।

ফিলিস্তিনিদের কী হবে?

পূর্ব জেরুসালেম এবং গোলানের বাসিন্দাদের মতো পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ইসরাইলের নাগরিকত্ব বা স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব দেয়া হবে না। পরিবর্তে সরকারপন্থী পত্রিকা ইসরাইল হায়মকে নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিরা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অধীনে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে বাস করবে, ইসরাইলি হিসেবে বিবেচিত অঞ্চল দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকবে তারা। জর্দান উপত্যকাটি কিভাবে যুক্ত হবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, জেরিকো শহর নামমাত্র পিএ শাসনের অধীনে থাকবে, ফিলিস্তিনের অন্যান্য শহর ও গ্রাম ইসরাইলি নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

জর্দান উপত্যকার ইসরাইল সংযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গত ৩০ জুন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে, করোনাভাইরাস মহামারী কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত সংযোজনে বিলম্ব হবে। ইসরাইলের জোট সরকার কোভিড-১৯ সামলানোর জন্য জরুরিভাবে জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে গঠিত হয়েছিল। নেতানিয়াহু জবাব দিয়েছেন যে, খসড়া আইন প্রণয়ন করা হবে কি না তা গ্যান্টজের হাতে নয়, বরং আমি তা উপস্থাপন করব। তবে গ্যান্টজের সংসদ সদস্যদের সমর্থন ছাড়া তা পাস করার সুযোগটি সীমিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, ইসরাইলের আন্তর্জাতিক সহযোগী ও অংশীদারদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয় করে অবশ্যই যেকোনো একীভূতকরণ করতে হবে।

আমেরিকা কোথায় দাঁড়িয়ে?

ওয়াশিংটন তার কার্ডগুলো অনেকটা নিজের কাছে ধরে রেখেছে। ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের তথাকথিত 'শতাব্দীর চুক্তি' প্রকল্পের একটি মূল উপাদান ছিল সংযুক্তি। তবে, এটি একটি 'স্বাধীন' ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে যে ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে বিরোধমূলক ধারণা রয়েছে। ইসরাইলে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফ্রেডম্যান দৃঢ়ভাবে বসতি স্থাপনকারী এবং বৃহৎ আকারের একতরফা সংযুক্তির পক্ষে। তবে এটি কার্যকরভাবে ট্রাম্পের বহুল চুক্তিটিকে হত্যা করবে, যা গত জানুয়ারিতে প্রকাশ হয়েছিল। আমেরিকান কর্মকর্তারা গত সপ্তাহের পরামর্শের পরে তাদের অবস্থানের রূপরেখা হিসেবে একটি বিবৃতি দেবেন বলে আশা করা হয়েছিল, তবে এখন পর্যন্ত তারা তা করা থেকে বিরত রয়েছেন।

ট্রাম্পহীন বিশ্বের দিকে যাত্রা?

আলতাফ পারভেজ: যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ শতাংশ ভোটারকে ট্রাম্পের ভোটব্যাংক মনে করা হতো এত দিন। সঙ্গে এও মনে হতো, জো বাইডেনের পেছনে পুরো ডেমোক্র্যাট শিবির এককাতারে দাঁড়াবে না। জানুয়ারীতেও মনে হচ্ছিল ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন ঠেকানো অসম্ভব। কিন্তু তিনটি অবস্থাই বদলাচ্ছে। দেশটির সাংবাদিকদের কথা, 'আগামীকাল ভোট হলে ট্রাম্প জিতবেন না।' তবে সঙ্গে এও বলা হচ্ছে, হার ঠেকাতে ট্রাম্প ও তাঁর উপদেষ্টামন্ডলী সব 'ডার্টি ট্রিক্স'ই ব্যবহার করবেন। ফলে নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত তাঁর সুযোগ থাকছে। এমনকি নির্বাচনের পরও ফলাফল বিপক্ষে গেলে সেটা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আইনি যুদ্ধে নামতে পারেন তিনি! গত ২২ জুন টুইটারে তেমন ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। তাঁর সাবেক আইনজীবী মিশেল কোহেনও বহু আগে সতর্ক করেছেন, ক্ষমতার পরবর্তী পালাবদল অস্বাভাবিক রূপ নিতে পারে।

বাইডেনের পক্ষে ঢেউ?

নিউইয়র্ক টাইমসের মতো কাগজ যুক্ত আছে–এমন জরিপে বাইডেনকে বেশ এগিয়ে থাকতে দেখা গেছে। এ রকম বিভিন্ন জরিপ হচ্ছে এখন দেশটিতে হামেশা। কয়েক জরিপের গড় করে দেখা গেল, বাইডেন অন্তত ৯ পয়েন্ট পেছনে ফেলেছেন রিপাবলিকান ট্রাম্পকে। বাইডেনের পক্ষে প্রায় ৫১ ভাগ জনসমর্থন দেখা যাচ্ছে সর্বশেষ। গত ৩০ দিনে এটা অন্তত ৫ ভাগ বেড়েছে। রিচার্ড নিক্সন (১৯৭২) এবং রোনাল্ড রিগ্যানের (১৯৮৪) বেলায় কেবল জরিপে ৫০ ভাগের বেশি সমর্থন মিলেছিল। করোনার আগে বাইডেনের পক্ষে এ রকম সমর্থন ছিল কল্পনাতীত। তবে কি করোনাতেই ট্রাম্পের কপাল পুড়ছে? হ্যাঁ, কিছুটা।

মারি ঠেকাতে যেসব শাসক বেশি ব্যর্থ, ট্রাম্পকে সেই তালিকায় রাখা হচ্ছে প্রথম থেকে। সংক্রমণ ও মৃত্যুতে দেশটিকে এক নম্বর অবস্থানে রেখে দিয়েছেন তিনি মাসের পর মাস। দেশ নিয়ে আমেরিকানদের গর্ব চুরমার করেছেন।

বাইডেনের পক্ষে চলতি ঢেউয়ের পেছনে আরও কারণ আছে। সাদাদের একাংশের সাংস্কৃতিক উগ্রতা, কালোদের ওপর পুলিশি বর্বরতা, প্রতিবাদকারীদের নিপীড়নে ট্রাম্পের উসকানি এবং বিশেষভাবে অর্থনীতির বেহাল দশায় ট্রাম্পের বিকল্প খুঁজছে মানুষ।

পাঁচ মাস আগেও দেশটিতে বেকারির হার পাঁচ দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল। মজুরি হারও বাড়ছিল। এখন 'পরিস্থিতি পাল্টে গেছে' বললেও কম বলা হবে। কোভিড-১৯-এর আক্রমণে তিন কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে। টুইটারে ট্রাম্পের উত্তেজক গোলাগুলি অর্থনীতির অবক্ষয় থামাতে পারছে না।

শাসক দল মন্দায় শাস্তি পায়!

অতি সাম্প্রতিক জরিপগুলোয় ট্রাম্পের সমর্থক সংখ্যা ৪০-এর নিচে নামার নজির আছে। কিন্তু এও এক ঐতিহাসিক সত্য–দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হারের চেয়ে বিজয়ের রেকর্ড বেশি। গত ২৮ বছর এ রকম কেউ হারেনি। আবার এটাও মানতে হবে–'মন্দা'য় পুনর্নির্বাচনের দৃষ্টান্ত বিরল। শাসক দলকেই মন্দায় শাস্তি পেতে হয়।

আসন্ন নভেম্বরে কোনটা সত্য হবে, সেটা এখন কেবল অনুমান করা যায় মাত্র। সমর্থক ভিত্তি ৪০ থেকে ৩৫-এ এলে ট্রাম্পকে অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে হবে। সে রকম আলামত এখনো নেই। তবে সম্ভাবনা আছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, 'ওয়াশিংটন মান্থলি' ২৯ জুন এমন প্রতিবেদনও ছেপেছে: ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদ প্রার্থিতা নাও চাইতে পারেন! একই রকম ইঙ্গিত দিয়েছে ট্রাম্পের প্রিয় 'ফক্স নিউজ'ও।

সর্বশেষ বিভিন্ন জরিপের গড়ে দেখা গেল, ৫৬ ভাগ মতামত প্রদানকারী বলছিল, ট্রাম্পকে চায় না তারা। এ অবস্থায় বর্তমান প্রেসিডেন্টের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন করে দিয়েছে কোভিড-১৯ এবং বর্ণহিংসাবিরোধী মিছিল-সমাবেশ। বিশ্বসম্পদের ৩০ ভাগ হিস্যা থাকার পরও সংক্রমণ কমানো যায়নি দেশটিতে। প্রেসিডেন্ট কমাতে চেয়েছেন বলেও আন্তরিক মনে হয়নি কখনো। 'সুপার পাওয়ার'-এর সমন্বয়হীন করুণ হাল বিশ্ববাসীকেও অবাক করেছে। ইতিমধ্যে সোয়া লাখ মানুষ মরে গেছে সেখানে।

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F স্ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING



WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Members: NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



Payment : As per wage parity $19.09



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

করোনায় নামাজ ও হজ

ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন



ইসলাম জনকল্যাণমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক এক জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবন, সক্ষ্ভ্রম, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথাযথ নিশ্চয়তা বিধানের বিষয়টি ইসলামে স্বীকৃত। সৃষ্টিগতভাবেই নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি সৃষ্ট জীবের রয়েছে; আর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বিষয়ে পবিত্র ইসলাম সবচেয়ে বেশি দরদ প্রদর্শন ও বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম কখনোই মানুষকে তার সাধ্য-সামর্থ্যের বাইরে কোনো জিনিস, ফরমান বা দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। সুরা বাকারার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে- 'লায়ুকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা' অর্থাৎ মহান আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। এমনকি পবিত্র ইসলামের বিধান বলে কোনো কিছুকেই মানুষের ওপর জবরদস্তিমূলক জটিলতার উদ্ভবও ঘটাননি। এখানে সুরা হজের সর্বশেষ আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলা যায়- 'ওয়ামা জাআলা আলাইকুম ফিদ্দিনি মিন হারাজ' অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। বরং ইসলামের সংবিধিবদ্ধ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনুল কারিমকে গোটা মানবজাতির জন্যই মহান স্রষ্টা সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'ওয়ালাকাদ আস্ সারনাল কোরআনা লিয্ যিক্ র ফাহাল মিম্মুদ্দাকির' অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কোরআনকে আমি সহজতর করে দিয়েছি; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারিতে ইসলামের বিধিবদ্ধ ইবাদতসমূহের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারেও আমাদের মহান প্রভু নির্দেশিত পন্থায় প্রতিপালন এবং তার প্রেরিত পয়গম্বর ও কিতাবের উপদেশমালার ওপর আমল করাই সময়োচিত কাজ বলে বিবেচিত হবে।

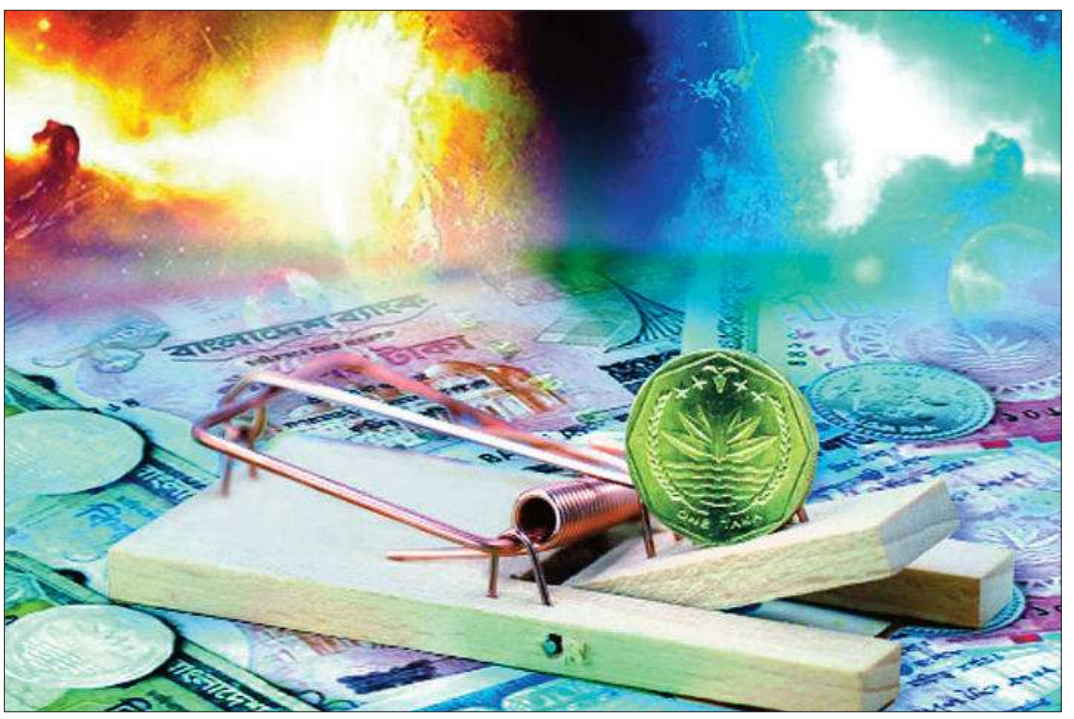
নামাজ ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে বিরাশি বার নামাজ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজকে রাসুল (সা.)-এর বাণীর আলোকে জান্নাতের চাবি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করাই হচ্ছে ইসলামের বিধান। যদিও কারও কোনো ওজর বা সমস্যা থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে বাড়িতে থেকেও নামাজ আদায় করা যাবে। তবে মহামারি চলাকালে ইসলামের পরিস্কার নির্দেশনা রয়েছে এই মর্মে যে, বাড়িতে অবস্থান করে নিজ গৃহেই নামাজ আদায় করতে হবে। আর তা যদি কোনো সংক্রামক ব্যাধির মহামারি হয়ে থাকে তবে তো আরও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ থেকে নিজের ও অন্যদের বাঁচাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে অবশ্যই নিজ গৃহে অবস্থান করতে হবে। নামাজের জন্য নামাজিদের আহ্বানের শরয়ি মাধ্যম হলো আজান। মহামারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বিপদগ্রস্ততার সময়ে রাসুলে পাকের যুগে এই আজানের বাক্যমালার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত বাক্য সংযোজনের ইতিহাস পাওয়া যায়। আর তা হলো- 'সাল্লু ফি রিহালিকুম, সাল্লু ফি বুয়ুতিকুম' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের আবাসস্থল অথবা স্বগৃহে তোমাদের নামাজ আদায় করো। আশা করা যায়, এতে করে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায়ের সমান সওয়াবই মহান আল্লাহ বান্দার আমলনামায় সংযুক্ত করে দেবেন। সুতরাং করোনা মহামারি চলাকালে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল মুসল্লিগণকে নিজেদের বাসগৃহে নামাজ আদায়ের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা ইসলামেরই নির্দেশনা মাত্র। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতে স্বল্প সংখ্যক মুসল্লির অংশগ্রহণে দেশের মসজিদগুলোতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বর্তমানে নামাজ আদায় করা হচ্ছে। এমনকি শুক্রবারের জুমার নামাজ এবং গত ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাতও একই পদ্ধতিতে প্রতিপালিত হয়েছে; হয়তো আসন্ন ঈদুল আজহার প্রাক্কালে করোনার প্রভাব হ্রাস না পেলে আমাদের এভাবেই তা আদায় করতে হবে। জীবন বাঁচানোর তাগিদ যেখানে মুখ্য, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সেখানে আবশ্যকীয় নয়; সে কারণেই ইসলাম জনকল্যাণমুখী জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃত।

হজ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-সংহতি, শক্তিমত্তা আর শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের প্রতীক। মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের এক অনবদ্য মহড়া হলো হজ। সুদীর্ঘ ২২২ বছর পর এবার হজ উদযাপনে এক নতুন ঘোষণার সূত্রপাত দেখা গেল। আর সেটি হলো- করোনা মহামারির এই নতুন বাস্তবতায় সৌদি আরবের বাইরে পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রের কেউই এবার পবিত্র হজ পালনের সুযোগ পাবে না; এমনকি সৌদি আরবের অধিবাসী যে কাউকেই এবার হজ পালনে অনুমতি দেওয়া হবে না। সীমিত সংখ্যক নির্বাচিত মানুষের অংশগ্রহণে হজের আনুষ্ঠানিকতা চালু রাখার সিদ্ধান্তই কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। আর এ সিদ্ধান্ত কেবলই আদম সন্তানের জীবন বাঁচানোর মহান তাগিদেই গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশের প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার হজযাত্রীর মন-মানস বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। হাজিগণ মহান আল্লাহর মেহমান হিসেবে সম্মানিত। যারা এ বছর হজে গমন করবেন বলে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নিয়ে রাখছিলেন, তাদের জন্য নিশ্চিতভাবেই মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে উপযুক্ত পুরস্কার। পবিত্র ইসলামের সুমহান শিক্ষার নির্যাস থেকে বলা যায়, যাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এবার হজে যেতে পারছেন না, হজ আদায় করা হচ্ছে না; তাদের এই আফসোস আর আহাজারি মহান প্রভুর দরবারে রহমত আর বরকতের ভা ার হয়ে কবুল হবে। তাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা আর অন্তরের আর্তনাদ আল্লাহপাক মঞ্জুর করে নেবেন। যদি এমন হয় যে, এবার না যেতে পারার কারণে আগামী বছর শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে যাওয়ার জন্য হজে যেতে পারবেন না অথবা আগামী হজ মৌসুমের আগেই ইহধাম ত্যাগ করতে হলো, তবে তাতেও সেই বান্দাকে লোকসানের মুখোমুখি হতে হবে না; বরং মহান আল্লাহ তার পক্ষ থেকে ওই বান্দার আমলনামায় কবুল হজের সওয়াব লিখে দেবেন। আল্লাহপাক আমাদের সব ভালো কাজের উত্তম প্রতিদান দিন।

লেখক: লেখক ও গবেষক; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবৈধ উপার্জনের ৮ ক্ষতি

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা



হারাম উপার্জন মানুষের দুনিয়া আখিরাত ধ্বংস করে দেয়। এর পরও কিছু মানুষ এ কাজ করে থাকে। অনেকে চাকরি করার আগে সেখানে বৈধ বেতনের সঙ্গে অবৈধ কত টাকা উপার্জন করতে পারবে, সে হিসাব করে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনরা, আহার করো আমি তোমাদের যে হালাল রিজিক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭২)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল খাবার, হালাল উপার্জন ফরজ করেছেন। এখানে অবৈধ উপার্জনের ৮ ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করা হলো–

দোয়া কবুল হয় না: যারা হারাম পন্থায় উপার্জন করে, মহান আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত ও সারা শরীর ধূলিমলিন। সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন-জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে? (তিরমিজি, হাদিস : ২৯৮৯)

বরকত কমে যায়: মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দান-সদকা বাড়িয়ে দেন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন, 'যে সম্পদের সঙ্গে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, বেশির ভাগ সময় সেগুলো ধ্বংস হয়, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সঙ্গে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকিরে পরিণত হয়। এভাবে হারাম উপার্জন মানুষের রিজিক কমিয়ে দেয়।

অনিবার্য ধ্বংস: হারাম উপার্জন মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ হারাম উপার্জনকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও–যদি তোমরা মুমিন হও। অতঃপর যদি তোমরা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও...।' (সুরা : বাকারা, আয়াত ২৭৮-২৭৯)

আল্লাহর অসন্তুষ্টি: পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না কেয়ামতের দিন। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৭৭)

রাসুল (সা.)-এর অভিশাপ: যারা সুদভিত্তিক লেনদেনে লিপ্ত, রাসুল (সা.) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। জাবের (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন এরা সবাই সমান অপরাধী। (মুসলিম, হাদিস : ৩৯৮৫)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, ঘুষদাতা ও গ্রহীতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৩১৩)

কবরের শাস্তি: হারাম উপার্জন মানুষকে যেভাবে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়, তেমনি কবরেও তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, দুই ব্যক্তি আমার কাছে আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানের লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথরখনমব নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। (বুখারি, হাদিস : ২০৮৫)

আখিরাতের শাস্তি: আখিরাতেও অবৈধ উপার্জনকারী কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। খাওলা আনসারিয়া (রা.) বলেন, 'আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কিছু লোক আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।' (বুখারি, হাদিস : ৩১১৮)

দান-সদকা কবুল হয় না: অনেকে মনে করে, হারাম পথে উপার্জন করে সেখান থেকে কিছু সদকা করে দিলে হয়তো শাস্তি কিছুটা হালকা হবে। অথবা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের সদকা গ্রহণ করেন না।' (নাসায়ি, হাদিস : ১৩৯)

অতএব আমাদের সবার উচিত, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা। কারণ এর দ্বারা সাময়িক সচ্ছলতা অর্জিত হলেও এর ক্ষতি চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হালাল উপার্জন করার তাওফিক দান করুন।

৩৭৭০ বছরের পুরনো রেসিপি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লকডাউনে একটানা ঘরবন্দী থেকে সবাই যখন হাঁসফাঁস করছেন, সেই সময় ইতিহাস খুঁড়ে এনে থালায় সাজিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় ব্যাবিলনে যে রান্নার প্রচলন ছিল, সেই রেসিপি দেখে খাবার বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি। তা নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। করোনাসঙ্কটে চার দিকে যখন আতঙ্কের পরিবেশ, সেই সময় তার এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অধ্যাপক বিল সাদারল্যান্ড। লকডাউনের জেরে সব গবেষণায় এখন ছেদ পড়েছে। তাই রান্নাঘরেই হাত পাকানোর সিদ্ধান্ত নেন বিল। তবে ইতালিয়ান বা চায়নিজের দিকে না গিয়ে ব্যাবিলনীয় খাবার রাঁধবেন বলে ঠিক করেন তিনি। সেই মতো তিন হাজার ৭৭০ বছর পুরনো রেসিপি নিয়ে কাজে লেগে পড়েন। তবে পরিশ্রম বিফলে যায়নি; বরং ঐতিহাসিক রেসিপি দেখে বানানো খাবার এত সুস্বাদু হয় যে, বিল নিজেই অবাক হয়ে যান। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ সালের একটি ফলক, যা থেকে এই রেসিপি উদ্ধার হয়েছে, তার সাথে নিজের বানানো খাবারের ছবি রোববার টুইটারে পোস্ট করেন তিনি। তাতে লেখেন, 'আমার ব্যাবিলনীয় রান্নায় হাত পাকানোর সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী লকডাউন। ডান দিকে যে ফলকে রেসিপি খোদাই করা রয়েছে, সেটি খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ সালের। এটি প্রাচীনতম রেসিপি। রান্না ভালোই হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত মেসোপটেমীয় খাবার খেয়েছি, তার মধ্যে এটাই সেরা।' সেই খাবারের ছবি দেয়া টুইটটি ৫৬ হাজারের বেশি মানুষ লাইক করেছেন। সেটি রিটুইট করেছেন সাড়ে ১৭ হাজার মানুষ। তার রান্না করা পদ যে এভাবে ভাইরাল হয়ে যাবে, তা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন বিল। জানলে আরো ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছবি পোস্ট করতেন বলে জানিয়েছেন তিনি। -ইন্টারনেট।

পৃথিবীর দিন রাতের ছবি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ৩১ মে নাসা থেকে দুই মহাকাশচারী পাড়ি দিলেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের উদ্দেশ্যে। ঐতিহাসিক এই যাত্রা নিয়ে আলোচনা তখন থেকেই। স্পেস স্টেশনে পৌঁছানোর পর থেকেই মহাকাশচারীরা একের পর এক ছবি শেয়ার করছেন পৃথিবীর, যা দেখলে অবাক হতে হয়। এবার তারা শেয়ার করলেন একটি ছবি, যেখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে পৃথিবীর একদিকে দিন আর অন্য দিকে রাত হচ্ছে। মহাজাগতিক নিয়ম এমনই। পৃথিবীর এক অর্ধে যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে, তখন অন্য অর্ধ থাকে অন্ধকার। অর্থাৎ একদিকে দিন, অন্য দিকে রাত। কিন্তু মহাকাশ থেকে সেই দৃশ্য কেমন লাগে, তাই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। মহাকাশচারী বব বেহনকেন টুইটারে ছবিটি শেয়ার করে লিখেছেন, 'আমাদের পৃথিবীর এই দৃশ্য আমার সবচেয়ে পছন্দের। পৃথিবীর দুই অর্ধে দিন-রাতের সীমান্ত এটি।' শেয়ার করার পর থেকে টুইটটি ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়, অসংখ্য বার রিটুইট করেছেন অনেকেই। মহাকাশ থেকে এমন মহাজাগতিক দৃশ্য দেখলে কে না পছন্দ করবে। –ইন্টারনেট।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না


Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দূর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500


আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।




দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT/INJURY, SLIP & FALL
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিস-এ ১০ বছরের অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকস
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধব্লক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-9558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

www.sonaliexchange.com *এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।*

কানেকটিকাটের ম্যানচেস্টার মসজিদে নতুন কমিটি গঠন : সভায় তর্ক-বিতর্ক

নুরুল ইসলাম সভাপতি, আসিক সাধারণ সম্পাদক

কানেকটিকাট: যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের ম্যানচেস্টারের বায়তুল মামুর মসজিদের ২০২০-২০২৩ সালের জন্য নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সংবিধান মোতাবেক নিবন্ধিত ৪৯ সদস্যের মধ্যে ৩১ সদস্যের উপস্থিতিতে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে গঠিত এই নতুন কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধক্ষ সহ ১৩ টি পদের মধ্যে ১১ টি পদে আগের কমিটিতে যারা ছিলেন তারাই পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু নতুন ২ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ব্যক্তিগত কারণে ফজলুর রহমান এবং হোসেইনুর চৌধুরী কমিটিতে থাকতে থাকতে না পারায় নতুন যারা যুক্ত হয়েছেন তারা হলেন হাবিবুর রহমান (সদস্য) এবং নাসিমুল করিম বাবু (সদস্য)। নুরুল ইসলামকে সভাপতি এবং আশিক রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং তারেক আম্বিয়াকে কোষাধক্ষ্য হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়েছে।

গত ২৬ জুন শুক্রবার আসরের নামাজের পর মসজিদের সাধারণ সভা যথাসময়ে শুরু হয়। সভাটি পরিচালনা করেন মসজিদের সাধারণ সম্পাদক আসিক রহমান। শুরুতে সভাটি খুব ভালভাবে চলছিল। সভার এক পর্যায়ে মসজিদের গঠতন্ত্র নিয়ে প্রস্তাব উঠে যে প্রস্তাবটি অতি পুরাতন, প্রত্যেক বৎসর এ প্রস্তাবটি আসে কিন্তু কোন বৎসর সেটা পাশ হয়নি। তদ্রুপ এ বছর ও সেটা প্রস্তাব আকারে আসে। সাধারণ সভায় যে কোন প্রস্তাব আসতে পারে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায়, মসজিদের সংবিধান মোতাবেক নতুন প্রস্তাবে শুধু গুড স্টান্ডিং সদস্যরা ভোট দিতে পারবে। এখন কথা হচ্ছে কারা গুড স্ট্যান্ডিং সদস্য। সংবিধানে গুড স্ট্যান্ডিং সদস্যের সংজ্ঞা হচ্ছে যারা মসজিদে টানা ৩ বছর সদস্য থাকবেন একমাত্র তারাই ভোট দিতে পারবে আর এ জায়গায় কিছু লোকের আপত্তি। যারা এ সংবিধানটি তৈরী করেছেন তারা এ মসজিদের ভবিষ্যত চিন্তা করে যাতে মসজিদের কমিটি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে দিক বিবেচনা করে হয়তো করেছিলেন। কারণ আমরা জানি এ প্রবাসে প্রত্যেকটি মসজিদে কমিটি নিয়ে সমস্যা আছে এবং হয়। সেই দিক বিবেচনা করে যাতে টাকা ওয়ালারা টাকা খরচ করে রাতারাতি কেউ এসে কমিটিতে ঢুকতে না পারে সেই জন্য গুড স্ট্যান্ডিং সদস্যের ব্যবস্থা রাখা হয়। যারা এ সংবিধানটি তৈরী করেছিলেন তাদের কেউ কেউ এ সভাতেও উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, এর আগেও সাধারণ সভায় বিভিন্ন সময় গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব আসে এবং কিছু কিছু প্রস্তাব অতীতে পাশ করা হয়েছে।

যেহেতু ৩ বছর একটানা সদস্য না থাকলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে না, তাই অতীতের ন্যায় সভাতে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। কেউ কেউ চায় এ বছর যারা নতুন সদস্য হয়েছেন তাদের ভোট দেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য যা ছিল সংবিধান বিরোধী, কমিটির বক্তব্য ছিল সংবিধানের বাইরে তারা কিছু করবেন না। তারা অনুরোধ করেছেন যারা নতুন সদস্য হয়েছেন তারা ৩ বছর সদস্য থেকে আগামীতে যেন সংবিধান পরিবর্তণ করেন তাতে কারও সমস্যা নেই।

সভায় প্রথমেই প্রশ্ন উত্তর পর্বে সদস্য কত জন হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে একজন জিজ্ঞেস করে মসজিদের সদস্য সংখা কত হবে এর উত্তরে বর্তমান কোষাধক্ষ তারেক আম্বিয়া বলেন, আমাদের টুটাল বিল্ডিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে ২৬৫-৩০০ মতো, তবে সদস্য করতে হবে ১৩০ জন। প্রতেক পার্কিং এর বিপরীতে ৩জন করে পারমিশন দেয়। যখন তারেক আম্বিয়া এ উত্তরগুলো দিচ্ছিলেন তখন হারুন আহমেদ বলে উঠেন উনি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলেছেন ফায়ার ডিপার্চমেন্ট বলেছে ৬০০ লোক আসতে পারবে তখন তারেক আম্বিয়া হারুন আহমেদকে চেলেঞ্জ করে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের দেয়া লেমিনেট করা কপি অনেক সবাইকে দেখিয়ে প্রমান করেন হারুন একজন মিথ্যুক। আর ফায়ার ডিপার্টমেন্টের এ কাগজ সবসময় মসজিদের মেইন দরজার পাশে সবসময় ওয়ালে লাগানো ছিল। যেহেতু এরা মসজিদে আসেনা সেহেতু এ বিষয়গুলো এরা একেবারে জানে না। না জেনে তারেকে হেয় করার জন্য সে প্রথমেই এ কান্ড করে।

এরপরে হারুনের অনুসারী আহমেদ আহসান হেলাল নামের এক নতুন সদস্য বলে উঠেন কমিটির লোকজনের আচার ব্যবহার ভাল না। কমিটিতে সব খারাপ লোক। একথা বলার সাথে সাথে অনেক মুসল্লি তার প্রতিবাদ করেন। এক পর্যায়ে এক মুসল্লী বলে উঠেন শয়তানরা সব সময় শয়তানি করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। এ কথা বলার সাথে সাথে হারুন আহমদ নামের এক ব্যক্তি লাফ দিয়ে উঠেন এবং ওই শয়তান বলা ব্যক্তির দিকে মারমূখী হয়ে তেড়ে আসেন। তার সাথে সরকার মামুন, আহমেদ আহসান হেলাল, লিটন এবং বাহাউদ্দিন পিয়াল সহ যারা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা করে এসেছিল তারা ও তার সাথে যোগ দেয়। কমিটির লোকজন শক্ত থাকার কারণে তাদের এ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি, তবুও তারা কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু এটা করে তারা ক্ষান্ত হয়নি তারা পরবর্তীতে বর্তমান কমিটির লোকজনের বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টার পুলিশের কাছে অভিযোগ করে। ম্যানচেস্টার পুলিশ, যারা ওই দিন মি-টিংএ উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকের কাছ থেকে ফোনের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে জানতে চায়। দুংখের বিষয় একটি কুচক্রিমহলের যোগ-সাজসে মসজিদের মত পবিত্র স্থানকেও পুলিশের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা হলো। তাছাড়া একজন সাংবাদিক মসজিদকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে মসজিদের সুনাম বিনষ্ট করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য এ তথা কথিত সাংবাদিক-কে নিউইয়র্ক এবং বোস্টন সহ বিভিন্ন শহর থেকে তাকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করা হয়েছে। ওই সাংবাদিক অনলাইনে একটি নিউজ পোর্টাল খুলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মিথ্যে সংবাদ প্রচার করে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সাথে সাথে অনেক নামি দামি মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। অতীতে তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে।

বর্তমান মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিক রহমান এ নিয়ে একটি প্রতিবাদ দিয়েছেন যেটা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা গেছে। মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আসিক রহমানের সাথে কথা বলে জানা যায়, যে যারা এ বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত তাদের সনাক্ত করে এরা যাতে ভবিষ্যতে মসজিদের কোন ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে কমিটির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান মসজিদ পরিচালনা কমিটির সুন্দর নেতৃত্বে বেসমেন্টে শুরু হওয়া মসজিদটি আজ ১০,০০০ হাজার স্কয়ার ফুটের নতুন মসজিদ ভবন সহ দুটি ভবনের মালিক। ফিউনারেল সার্ভিস, ইসলামী ক্লাস সহ বিভিন্ন ভাবে মসজিদের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। মসজিদের বর্তমানে কোন ঋণ নেই বরং মসজিদ ফান্ডে বেশ কিছু টাকাও জমা আছে। মসজিদের এই উন্নতি একটি মহল কোনভাবেই সহ্য করতে পারছে না তারাই বারবার এভাবে মসজিদকে বিতর্কিত করছে বলে মুসল্লিদেও অভিমত। –সংবাদদাতা।

বাংলাদেশীদের জন্য
Spoken English
(Online Live Class)
■ $250
■ 25 টি লেসন
■ 3 ক্লাস / সপ্তাহ
■ ৮০ মিনিট /ক্লাস
শেখার কোন শেষ নাই
শিখতে কোন লজ্জা নাই
LEARN ENGLISH
FROM HOME

929-484-7193
Former College Professor,
LSC-Woodlands, Texas.
আমাদের বৈশিষ্ট্য:
• বিশ্বমানের কোর্স ম্যাটেরিয়াল নিবিড় ভাবে শেখানো হয়।
• লেকচার শীট প্রদান করা হয়।
• মোবাইল বা কম্পিউটার দিয়ে ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ।
• ক্লাস মিস করলে রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা।
www.nobinacademy.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us



Khalil Biryani House

আমাদের আগাম অভিনন্দন

নতুনকে ঘিরেই জন্ম নেয় দিগন্তে ছাড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা,নতুন সম্ভাবনা নতুন দিন। আগামী ২৩ জুন ডেমোক্রেট প্রাইমারীতে যে সব বাংলাদেশী প্রার্থী মুলধারার বিভিন্ন পদে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাদের সকলকে আমাদের আগাম অভিনন্দন। তাদের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এগিয়ে যাক নতুন গন্তব্যে ।

নতুনদের হাত ধরে উন্মোচিত হোক সম্ভাবনার দ্বার।

মো:খলিলুর রহমান
স্বত্বাধিকারী

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
খলিল হালাল চাইনিজ।

খলিল পিৎজা এন্ড গ্রীল
খলিল পার্টি সেন্টার

বিনামূল্যে কোভিট-১৯ টেস্ট করুণ

টেস্ট এর মাধ্যমে সংক্রমন ছড়ানো বন্ধ করুণ। একসেপ্ট বাটনে চাপ দিন।

আপনার যদি কোভিড-১৯ পজেটিভ হয়, তাহলে টেস্ট এন্ড ট্রেস কর্প এ ফোন করে বিনামূল্যে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সহ সবধনের সহযোগিতা নিন।



NYC.gov/COVIDtest

NYC Test & Trace Corps





ব্রঙ্কস ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে বার বি কিউ এন্ড ফিশিং

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কস ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে রোববার রকওয়ে রিক্রিয়েশান সেন্টারে বার বি কিউ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনকামরুজ্জামান বাবু, মো: খলিলুর রহমান, মো: মামুনুর রশীদ, এ ইসলাম মামুন, মোজাফফর হোসেন, স্বপন তালুকদার, বিল্লাল হোসেন, হাবিবুর রহমান, দিদার চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, ফরিদ মাহমুদ, শফিকুর রহমান, সাখাওয়াত সাগর প্রমুখ। পরে সকলে মিলে আটলান্টিক সাগরের বে'তে মাছ ধরে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসেন।

কুইন্স কলেজ ও ট্রান্সফোটেক একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ফ্রি কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং বুট ক্যাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধিনস্ত কুইন্স কলেজের আইটি ট্রেনিং ও স্টার্ট আপ সার্ভিস প্রদানকারী শাখা কুইন্স কলেজ টেক ইনকিউবেটর ও মেইনস্ট্রিম আইটি ট্রেনিং প্রদানকারী কোম্পানী ট্রান্সফোটেক গ্লোবাল এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফোটেক একাডেমির যৌথ উদ্যোগে কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং বুট ক্যাম্প শুরু হতে যাচ্ছে ৬ জুলাই। বুট ক্যাম্পেইনটি ৬ জুলাই শুরু হয়ে চলবে ৮জুলাই পর্যন্ত। সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের কুইন্স কলেজ সহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষনের জন্য কুইন্স কলেজ ও ট্রান্সফোটেক একাডেমির যৌথ আয়োজনে ট্রান্সফোটেক একাডেমির অভিজ্ঞ প্রশিক্ষককরা ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষন দেবেন শিক্ষার্থীদের।

মূলত কুইন্স কলেজ নিউইয়র্কের কুইন্স শহরের বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর কুইন্স কলেজ থেকে পাস করে কম্পিউটার সাইন্স এ ২০০০ গ্রাজুয়েট তৈরি হয় যা সম্মিলিত নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি কম্পিউটার সায়েন্স গ্রেড তৈরি করে।

অপরদিকে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স-এর হিলসাইড এভিনিউতে বিগত ৮ বছর ধরে ট্রান্সফোটেক একাডেমি সাইবার সিকিউরিটি, কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস এনালিটিক্স, ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করে পাশাপাশি জব প্লেসমেন্ট এর সুবিধা প্রদান করে আসছে। মহামারী কোভিড-১৯ এ থমকে যাওয়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা ও বেকারদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতেই ট্রান্সফোটেক ও কুইন্স কলেজের যৌথ উদ্যোগ।

এব্যাপারে জানতে চাইলে ট্রান্সফোটেক একাডেমি সিইও শেখ গালিব রহমান জানান শিক্ষার্থীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিতে 'ট্রান্সফোটেক একাডেমি' এবং কুইন্স কলেজের টেক ইনকিউবেটর এর যৌথ উদ্যোগে যাত্রা শুরু করেছি। যেখানে ইতিমধ্যে ২ শত এর বেশি শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছে।

জুলাই মাসেই ৩ দিন (৬-৮জুলাই) ব্যাপী কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ফ্রি বুট ক্যাম্পের আয়োজন করেছি আমরা। স্বাস্থ্যবিধি বিবেচনা করে পুরো ক্যাম্পেইনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। শুধু এবছরই নয় আসন্ন বছরগুলোতেও কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেটা সায়েন্স, এডাব্লুএস ক্লাউড আর্কিটেক্ট, সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিক্স প্রসেস অটোমেশন বিষয়ে কুইন্স কলেজের ক্যাম্পাসে বুট ক্যাম্পের আয়োজন করব।

তিনি আরও বলেন এটি কেবল কুইন্স কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যে কোনও 'সিউএনওয়াই এবং এসইউএনইউ' বর্তমান শিক্ষার্থী, গ্রেড এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও ৬ জুলাই এই ফ্রি কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং বুটক্যাম্পে যোগ দিতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

এব্যাপারে সিটি অব নিউইয়র্ক কুইন্স কলেজের টেক ইনকিউবেটর পরিচালক ইয়াং যোহু বলেন, কুইন্স কলেজ ও ট্রান্সফোটেক একাডেমির পার্টনারশিপের মাধ্যমে নতুন কিছু উদ্ভাবন ঘটতে চলেছে। কুইন্স কলেজের শিক্ষার্থীরা আইটি ট্রেনিং এর দিকে ঝুঁকছে। তাছাড়া কোভিড-১৯ এর ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মারাত্মক প্রভাব পরেছে, যৌথ বুট ক্যাম্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে পারবে এবং নতুন উদ্যোমে আবার মনোনিবেশ করতে পারবে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন ভবিষ্যতে ট্রান্সফোটেক একাডেমির সাথে সহযোগী হয়ে কুইন্স কলেজ আরও কর্মসূচীর আয়োজন করবে যা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক ও কর্মজীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

উল্লেখ্য, তরুণ উদ্যোক্তা শেখ গালিব রহমান তরুণদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন সময়ে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছেন। করোনাকালীন সময়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষন ও জব প্লেসমেন্ট নিয়ে শিক্ষার্থীদের সেবা দিয়েছেন তরুন এই আইটি উদ্যোক্তা। সম্প্রতি এমইএ কনভেনশন ২০২০ এ তিনি তরুনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং গ্লোবাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে সর্বাত্মক সহযোগীতার ঘোষনা দেন তিনি।

ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশনের সমাপনীতে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতে সরকারসমূহকে সহযোগিতা করতে উদ্ভাবন, দক্ষতা ও ফলপ্রসূ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ



নিউইয়র্ক: কোভিড -১৯ মহামারিকালে শিশুদের সাধারণ টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা, নিরাপদভাবে স্কুলসমূহ পুনরায় চালু করা, শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা ও সংযোগ নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন নিশ্চিত করা, উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের মনো-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি তৈরি করা হচ্ছে ইউনিসেফের এসময়ের অগ্রাধিকার কথাগুলো উল্লেখ করে ইউনিসেফ নির্বাহি বোর্ডের সভাপতি এবং জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, "ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশ বান্ধব সমাজ বিনির্মাণে সদস্য দেশের সরকারসমূহকে সহায়তা করতে অবশ্যই ইউনিসেফকে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে আর এই প্রচেষ্টাসমূহে উদ্ভাবন, দক্ষতা ও অর্থের মূল্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে"।

গত ২ জুলাই ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের চার দিন ব্যাপী বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিনে বোর্ড সভাপতি হিসেবে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বিশ্বব্যাপী ইউনিসেফের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এগিয়ে নিতে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতামূলক ছয়টি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে এ সভায় গৃহীত হয়।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় সদস্যদেশগুলোকে সহায়তা করার গুরুত্ব উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এক্ষেত্রে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী শিশুদের রক্ষার যে ম্যান্ডেট ইউনিসেফের রয়েছে তা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটিকে অব্যাহতভাবে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, এটি অত্যন্ত প্রয়োজন। সঙ্কটপ্রবণ দেশগুলোতে নারী, বালিকা ও বালকদের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধে সেবা ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিসেফ গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহের প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়া মানবিক ও উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য ইউনিসেফের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন বোর্ড সভাপতি রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

কোভিড-১৯ জনিত কারণে শিশু এবং তাদের পরিবারগুলো বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী শক্তিশালী ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে সরকারসমূহের প্রচেষ্টায় ইউনিসেফ যে সহযোগিতা করে যাচ্ছে তার প্রশংসা করেন তিনি। পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় সরকারগুলোর কাজে আরও পরিপূরক ভূমিকা রাখতে ও সহায়তায় এগিয়ে আসতে ইউনিসেফকে আহবান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী ট্রতিনিধি।

সমাপনী অধিবেশনে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন, ইউনিসেফ গ্লোবাল স্টাফ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নোমা ওয়েস-ইবি এবং ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক মিজ হেনরিটা এইচ ফোর। ইভেন্টটিতে ইউনিসেফ স্টাফ টিম অ্যাওয়ার্ডস-২০১৯ বিজয়ী পাঁচটি দলের কর্মকান্ড তুলে ধরে একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়। ইউনিসেফের কর্মীবাহিনীকে সংগঠনটির মেরুদন্ডহিসাবে উল্লেখ করে মিজ ফোর বলেন, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, শিশু ও যুবদের সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিসেফসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সীর মধ্যে কার্যকর আন্তঃসম্পর্কীয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে

সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল

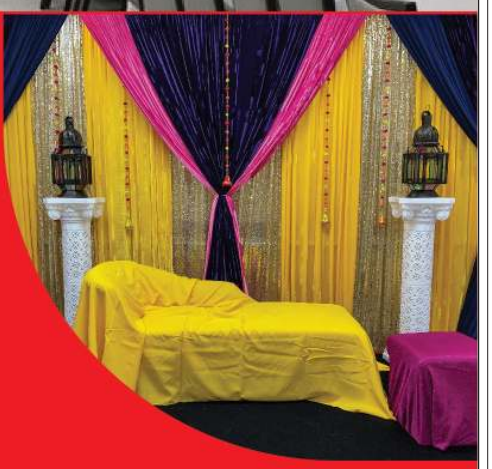




AL-AQSA

PARTY HALL

১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন



বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462

718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ

AL AQSA RESTAURANT

কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা, সমুচা, মোগলাই পরাটা, রসমালাই, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।

সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট ষ্টোর

AL AQSA Household Discount Store

সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন, প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট, বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ, কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার, টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী

AL AQSA Halal Meat & Supermarket



প্রতিদিন ফ্রেশ

সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি, চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি, ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার

718-904-0700



রাজনীতির কারণে আমাকে কোণঠাসা করা হয়েছে-বেবী নাজনীন

মনজুর কাদের, ঢাকা থেকে: গানের জগতে তাঁকে বলা হতো 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড'। সেই ব্যাক ডায়মন্ড বাংলাদেশের সংগীতজগৎ থেকে বহুদিন দূরে। ছয় বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে দেখা যায় না বাংলাদেশের কোনো মঞ্চে। মাঝেমধ্যে নতুন গান প্রকাশ করলেও বিনোদন অঙ্গনের কোনো আড্ডায়ও উপস্থিতি নেই তাঁর। বেবী নাজনীনকে শ্রোতারা এখনো তাঁর গানের মতো করেই সারা বাংলায় খুঁজে বেড়ান, কিন্তু তিনি এখন কোথায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীতে পরিবার নিয়ে থাকেন বেবী নাজনীন। তবে এই মুহূর্তে একমাত্র ছেলে মহারাজ অমিতাভকে নিয়ে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াতে (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

যে কারণে জন্মদিনে কেক কাটেন না জয়া

বিনোদন ডেস্ক: 'ভক্ত ও ভালোবাসার মানুষদের শুভেচ্ছায় আমি সত্যিই আপ্লুত। সবাই ফেসবুক, টুইটারে এত সুন্দর সুন্দর করে নানা কথা বলছে, চোখে পানি এসে যায়। চেনা-জানার বাইরে অচেনা-অপরিচিতরা এত মায়া নিয়ে লিখছে, সত্যিই কান্না পায়। এসব মায়া-মমতার কারণে আরও কিছুদিন পৃথিবীতে বাঁচতে ইচ্ছে করে।' ১ জুলাই জন্মদিনের সন্ধ্যায় এমনটাই বললেন জয়া আহসান। (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)



টিকটক বন্ধ লকডাউনের সেরা ঘটনা : মালাইকা



বিনোদন ডেস্ক: ভারতে টিকটক বন্ধ করে দেওয়ায় অনেক বড় ও ছোট পর্দার তারকার মাথায় হাত, তবে এখন? মালাইকা ঠিক তার বিপরীত ঘরানার। বরং টিকটক বন্ধ করায় যাঁরা খুশি হয়েছেন, বলিউড তারকা ও মডেল মালাইকা অরোরা তাঁদেরই একজন। টিকটক বন্ধ হওয়ায় দারুণ খুশি ৪৬ বছর বয়সী এই 'ছাইয়া ছাইয়া', 'মুন্নি বদনাম হুয়ি' গানের নৃত্যশিল্পী। এটিকে লকডাউনে ঘটা সেরা ঘটনা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নিজের ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্টের মাধ্যমে মোদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন, 'টিকটক বন্ধের ঘোষণা এই লকডাউনে আমার শোনা সেরা সংবাদ। অবশেষে আমরা এখন মানুষের উদ্ভট ভিডিওর অংশ হব না।'

তবে বলিউডের 'টিকটক তারকা' শিল্পা শেঠি, রীতেশ দেশমুখ, কার্তিক আরিয়ান, আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ বা জারিন খানের নিশ্চয়ই মন ভালো নেই। তাঁরা নিয়মিত টিকটকে সক্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে এই লকডাউনে অনেকেরই দিনের একটা বড় সময় কাটছিল টিকটক ভিডিও বানিয়ে বা দেখে। অনেক টিকটক তারকা আছেন, টিকটক ভিডিও বানানো যাঁদের পেশা। প্রায় ২০ কোটি ভারতীয়ের টিকটক অ্যাকাউন্ট ছিল।

টিকটক, উইচ্যাটসহ চীনা ৫৯টি অ্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে ভারত সরকার। এসব অ্যাপ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক বলে অভিযোগ তুলে, তা বন্ধ করা হয়েছে। ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসব অ্যাপ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, ভারতের প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সরকারি ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তারা অভিযোগ পাচ্ছে, এসব অ্যাপ তথ্য চুরি করে, তা স্থানান্তর করছে।



এটি অনভিপ্রেত ও আত্মঘাতী : সৈয়দ আব্দুল হাদী

বিনোদন ডেস্ক: ফেসবুকে নেই বলে অনেক খবর আমি দেরিতে শুনি। এবারও তাই হয়েছে। সংগীতাঙ্গনের একদল শিল্পী পারিশ্রমিক ছাড়া গান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ নিয়ে বিভাজন ও পাল্টাপাল্টি সমালোচনা শুরু হয়েছে, যা একেবারে অনভিপ্রেত ও আত্মঘাতী। কণ্ঠশিল্পীরা যদি পারিশ্রমিক ছাড়া গান না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাতে অপরাধ কোথায়? পেশাদার শিল্পীর জন্য সেটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষ করে বর্তমান দুঃসময়ে যাঁরা এর ওপরেই নির্ভর করেন, তাঁরা যথোচিত সম্মানী পেলে অনেকটাই উপকৃত হবেন। আমি বিনা পারিশ্রমিকেও গান করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু একজন পেশাদার শিল্পী সম্মানী দাবি করলে তাঁর মধ্যে তো কোনো অপরাধ দেখি না।

একটা স্বাভাবিক এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংগীতশিল্পীদের মধ্যে বিভাজন শুরু হবে, কাদা-ছোড়াছুড়ি হবে, এটা মোটেই কারও কাম্য নয়। জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হবেন, কনিষ্ঠরা জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন-এটাই রীতি। একজন জ্যেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে অনুরোধ জানাব, বিষয়টির এখানেই ইতি হোক। নিজেদের সম্মান নিজেরা রাখতে না পারলে, সেটা হবে চরম লজ্জার এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়। পরিণামে তৃতীয় পক্ষই লাভবান হবে।

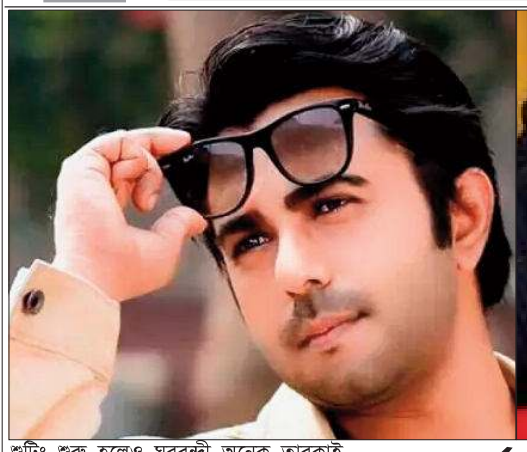
লেখাপড়া করে যে

বিনোদন ডেস্ক: আমাদের অনেকের মনই পড়ার টেবিলে বসে না। শুধু তাদের জন্য আজ এক অসাধারণ ছাত্রীর গল্প বলব। ৬৭ বছর বয়সে যিনি বাংলাদেশ থেকে কানাডা গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বারের মতো স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) পড়তে। পড়া শেষে এই করোনা মহামারির মধ্যেই ফিরে এসেছেন দেশে। ১১ জুন নিয়েছেন ভার্চুয়াল সমাবর্তন। স্বামী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে সমাবর্তন উদ্‌যাপনও করেছেন তিনি।

এই ছাত্রীর নাম লুবনা মারিয়াম। ১৯৭১ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। নতুন দেশের সাংস্কৃতিক ভিত গড়তে যেসব মানুষ তাঁদের জীবন পথে পথে ছড়িয়ে বিলিয়েছেন, লুবনা মারিয়াম তাঁদের একজন। নৃত্যশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি ও সমাদর পেয়েও পরে মঞ্চ ছেড়ে দেন। কারণ, তিনি চেয়েছেন, বছরের পর বছর অন্ধ অনুকরণ নয়, সংস্কারের পথ ধরে সংস্কৃতি এগিয়ে যাক। সাংস্কৃতিক শিক্ষা, গবেষণা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তিনি।

কিছুটা তাঁর মুখ থেকেই তুলে দিই। তিনি বলছিলেন, 'সংস্কৃতি নিয়ে পাশ্চাত্যে যেসব কাজ হয়েছে, লেখালেখি ও গবেষণার জন্য সেগুলো আমাদের জানা দরকার। তাই থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ নিয়ে মাস্টার্স করতে যাই ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে। বয়স বা ডিগ্রি নয়, আমার মাথায় ছিল নিবিড়ভাবে ব্যাপারগুলো জানার প্রয়োজন। তাই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে এক (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)







অপূর্বদের জন্য পুরো ইউনিটের করোনাটেস্ট

শুটিং শুরু হলেও ঘরবন্দী অনেক তারকাই এখনো কাজে ফেরেননি। করোনার সংক্রমণের পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। পর্দায় এই তারকাদের অভাব বোধ করছিলেন দর্শক। নির্মাতারাও তাকিয়ে ছিলেন তাঁদের দিকে। অবশেষে একে একে শুটিংয়ে ফিরতে শুরু করেছেন তাঁরা। তাঁদের শুটিংয়ের আগে নেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। এমনকি পুরো ইউনিটের করোনা পরীক্ষার কথাও শোনা গেছে।

এ সপ্তাহে শুরু হচ্ছে প্রাণপ্রিয় নামের একটি খণ্ড নাটকের শুটিং। নাটকটির মাধ্যমে কাজে ফিরছেন অপূর্ব-মেহ্জাবীন জুটি। অপূর্ব বললেন, 'সব পেশার মানুষ কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তো অনেক দিন অপেক্ষা করলাম। মহামারি কত দিনে যাবে কেউ জানি না, তাই কাজে নামছি। নাটকটির প্রযোজক-পরিচালক সর্বোচ্চ নিরাপত্তার সঙ্গে শুটিংয়ের ব্যবস্থা করবেন। সমস্যা মনে না হলে, ঈদের আগে আরও কয়েকটি কাজ করব।' তবে ঝুঁকি বোধ করলে আবার ঘরবন্দী হবেন তিনি।

পবিত্র ঈদুল ফিতরে কাজ করা হয়নি মেহ্জাবীনের। তিনি বললেন, 'পরিস্থিতি বোঝার জন্য একটা কাজ করে দেখছি। তা ছাড়া ঈদের চাপ আছে। গত ঈদেও কাজ করা হয়নি। জমানো সব নাটক দেখানো শেষ। দেখি কতটা নিরাপত্তার সঙ্গে কাজটা করতে পারি।'

চাহিদাসম্পন্ন দুই তারকাকে নিয়ে কাজ শুরু করতে যাওয়া প্রযোজক শাহেদ আলী জানালেন, সর্বোচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিচ্ছেন তিনি। শুটিংয়ের কারিগরি দলের সদস্য কমানো হয়েছে। পুরো ইউনিটের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাড়তি খরচ করে পুরো টিমের করোনা পরীক্ষা করিয়েছি। যে কদিন শুটিং চলবে; নায়ক, নায়িকা, পরিচালক ছাড়া টিমের লোকের বাইরে বের হওয়া নিষেধ। হাউসেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীতমেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীততাঁর সেটে অন্য কোনো প্রযোজক-পরিচালক ঢুকতে পারবেন না। এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা শুটিং চলাকালে বাইরের কাউকে সেটে ঢোকার অনুমতি দিচ্ছি না। শি-ডিউল নিয়ে আলাপের জন্য কাউকে না আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের টিমের সবাই করোনাভাইরাস পরীক্ষিত। বাইরের কাউকে সেটে নিরাপদ মনে করছি না।' পরিচালক মিজানুর রহমান আরিয়ান বলেন, 'হয়তো আরও ছয় মাস ঘরে থাকতে পারতাম। কিন্তু দর্শকের কথা ভেবেই কাজে ফেরা। ঈদের আনন্দে দর্শকদের সঙ্গে থাকতে চাই। এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্য দর্শকদের বিনোদন দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।'

এ সপ্তাহে মির্জাপুরের একটি বাড়িতে শুটিং শুরু করতে যাচ্ছেন গায়ক তাহসান খান। তাঁর অভিনীত নাটকটির নাম সিঙ্গেল। পরিচালনা করছেন কাজল আরেফিন। স্বাস্থ্যবিধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'চার মাস কেউ ছিলেন না এ রকম একটি বাড়িতে শুটিং করতে যাচ্ছি। বাসাটি পরিচ্ছন্ন করা হবে। আমাদের সেটের সবার জন্য একটি করে পিপিই কিনে দিয়েছেন প্রযোজক। ঢাকা থেকে পিপিই পরে গাড়িতে করে ওই বাড়িতে গিয়ে ঢুকব। শুটিং শেষে ফিরব।'তাহসান খান। ছবি: সংগৃহীততাহসান খান। ছবি: সংগৃহীতএ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট তাহসান বলেন, 'এই ইউনিটের সবাই এত দিন হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। প্রযোজক-পরিচালক সতর্কতার জন্য যা দরকার, সবই করেছেন।' এত দিন পর কাজে ফেরা প্রসঙ্গে তাহসান বলেন, 'গত ঈদেও কাজ করিনি। অল্প আয়ের কলাকুশলীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। সেবামূলকভাবে অনেককে সহযোগিতা করেছি। এবার কাজে ফিরছি। এতে তাঁদের উপকার হবে, সামষ্টিকভাবে সবাই উপকৃত হব। তবে পরিস্থিতি খারাপ দেখলে শুটিং বাতিল করব।'

পুনরায় শুটিং শুরু হতেই কাজে ফিরেছেন জাহিদ হাসান। একে একে এসেছেন মোশাররফ করিম, মমসহ আরও অনেকে। অনেক নির্মাতা অপেক্ষা করছিলেন অপূর্ব, নিশো, তাহসান, মেহ্জাবীন, সাবিলা নূর, সাফা কবিরদের মতো তারকাদের জন্য। সামনে আসছে ঈদুল আজহা। টেলিভিশন ও ইউটিউবে দর্শক এই তারকাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় এত দিন কাজে ফিরতে রাজি না হলেও সম্প্রতি মত বদলেছেন তারকারা। অনেকেই কাজে ফিরছেন, শিগগির ফিরবেন অন্যরাও। এ সপ্তাহে কাজে ফিরবেন তানজিন তিশা। সর্বোচ্চ সতর্কতা মেনেই শুটিং করবেন প্রযোজক, পরিচালকেরাও। তবে আফরান নিশো এখনো ফেরার সিদ্ধান্ত নেননি।




আসিফের বিরুদ্ধে হাতির ঝল থানায় মুন্নীর জিডি

গায়ক আসিফ আকবরের বিরুদ্ধে মানহানিকর এবং অসম্মানজনক অসত্য তথ্য প্রদানের অভিযোগ এনে রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন গায়িকা দিনাত জাহান মুন্নী। ১ জুলাই থানায় হাজির হয়ে এই অভিযোগ করেন তিনি।

সাধারণ ডায়েরিতে মুন্নী উল্লেখ করেছেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শিল্পীদের সাহায্যার্থে আমরা কিছুসংখ্যক শিল্পী মিলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মেসেঞ্জারে 'সবাই কেমন আছি' নামেও একটি গ্রুপ তৈরি করি। উক্ত গ্রুপের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রণোদনা হিসেবে সরকারি আর্থিক সহায়তার জন্য ১০০ জন শিল্পীর তালিকা প্রস্তুত করি। আমাদের গ্রুপের সব শিল্পী গত ২৫ জুন রাত নয়টায় সর্বসম্মতক্রমে একমত হয়েছেন, আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনা পারিশ্রমিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো প্রকার গান পরিবেশন করব না। গ্রুপের সব সদস্য একযোগে ব্যক্তিগত আইডি থেকে পোস্টটা শেয়ার করি। উক্ত পোস্টকে কেন্দ্র করে সিনিয়র শিল্পী ও জুনিয়র শিল্পীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন কমেন্টসকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। জুনিয়র শিল্পীরা সিনিয়র শিল্পীদের অসম্মানজনক কটূক্তি করেন, যা কার্যত কারও জন্য কাম্য ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী পত্রিকায় একটি বিবৃতির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু এমতাবস্থায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর তাঁর নিজস্ব ফেসবুক পেজ আসিফ আকবর থেকে ১ জুলাই সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যায় সংগীতের গিরগিটি পর্ব-১, পর্ব-২ এবং পর্ব-৩ নামে তিনটি পোস্টে সব ঘটনার জন্য আমাকে উসকানিদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করে নানা ধরনের মানহানিকর এবং অপমানজনক অসত্য তথ্য প্রদানপূর্বক তিনটি পোস্ট দেন। বিষয়টি সামাজিকভাবে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে। প্রসঙ্গত উপরোক্ত তিনটি পোস্টে আমাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে 'বেগম সুলতানা', 'ঘষেটি বেগম' প্রতীকী নাম ব্যবহার করেন।

আসিফ আকবর ও দিনাত জাহান মুন্নীর তিনটি দ্বৈত অ্যালবাম আছে, দুজন প্লেব্যাক করেছেন প্রায় ১৫টি চলচ্চিত্রে। এর মধ্যে কয়েকটি গান জনপ্রিয়তাও পেয়েছে।

সাধারণ ডায়েরি প্রসঙ্গে দিনাত জাহান মুন্নী বলেন, 'ফেসবুকে আসিফের কথাগুলো অত্যন্ত অসম্মানজনক। সংগীতাঙ্গনের বড়রাও আসিফকে বলার চেষ্টা করেছেন, এসব লিখো না। সে কারও কথা শোনেনি। সংগীতাঙ্গনের বাইরে তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষেরা এসব নিয়ে লিখতে বারণ করেছেন। আমি নিজে আসিফের স্ত্রীকে ফোন করেছি। আমার স্বামী কবির বকুলও আসিফকে ফোন দিয়েছে, কিন্তু ফোন ধরেনি। এত কিছুর পরও যখন শোনেনি, তখন আমি সাইবার ক্রাইমে বিষয়টা জানালাম। বললাম, আমি প্রতিকার চাই। তখন তাঁদেরই একজন কর্মকর্তা আসিফের পোস্ট দেখে বললেন, এখানে সাইবার অপরাধের অনেক তথ্যপ্রমাণ আছে। তাঁদের পক্ষ থেকেও আসিফের সঙ্গে কথা বলা হয়। তারপর সাইবার ক্রাইমের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরামর্শে আমি হাতিরঝিল থানায় গিয়ে আসিফের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করে এসেছি।'আসিফ আকবর ও দিনাত জাহান মুন্নী। ছবি: সংগৃহীতআসিফ আকবর ও দিনাত জাহান মুন্নী। ছবি: সংগৃহীতদিনাত জাহান মুন্নী আরও বলেন, 'আরেকটা কথা না বলে পারছি না, আসিফ যেহেতু আমাকে ছদ্মনামে বুলিং করে গেছে, সচেতনভাবে আমার নাম এড়িয়ে গেছে, তাই মামলা করতে পারিনি। সাধারণ ডায়েরি করেছি, তা তদন্তে রয়েছে।'

সাধারণ ডায়েরি প্রসঙ্গে জানতে যোগাযোগ করা হয় আসিফের সঙ্গে। তিনি শনিবার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি তো পোস্টের কোথাও দিনাত জাহান মুন্নীর নাম বলিনি। আমি পোস্ট লিখেছি কুমার বিশ্বজিৎ ও জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের অপমান করা হয়েছিল বলে, সিনিয়রদের সম্মান রক্ষার্থে আমি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছি। এখানে কারও নাম উল্লেখ করিনি; বরং যাঁদেরকে ছোট করা হয়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি। সে ক্ষেত্রে এটা নিয়ে মুন্নীর সাইবার অপরাধে অভিযোগ করা বা মানহানি হওয়ার অভিযোগ করার কিছু নাই। যাঁর নামই নাই তাঁর মানহানি হয় কীভাবে?'

হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রশিদ আজ শনিবার বিকেলে প্রথম আলোকে বললেন, 'আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। তদন্ত চলছে। এর বেশি এই মুহূর্তে আর কিছু বলার নেই।

ক্যারিয়ারে কারও সঙ্গে কোনো হিংসা বা দ্বন্দ্ব নেই



সম্প্রতি নতুন গানের রেকর্ডিং করেছেন গায়িকা সালমা। শেষ করেছেন একটি গানের মিউজিক ভিডিওর দৃশ্য ধারণ। ঈদের জন্য হাতে আছে বেশ কিছু রেকর্ডিং ও মিউজিক ভিডিওর কাজ। করোনায় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা, তাঁর দৃষ্টিতে

সংগীতাঙ্গনের সংকট, সম্ভাবনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কথা বললেন এই গায়িকা।

সম্প্রতি গান রেকর্ডিং এবং মিউজিক ভিডিওর দৃশ্য ধারণে অংশ নিলেন, এটা সম্পর্কে জানতে চাই।

নতুন গান করলাম। এটা লিখেছেন আহমেদ রিজভী। গানের মিউজিক কম্পোজিশন করেছেন আহমেদ হুমায়ূন। গানটি গেয়ে খুবই ভালো লেগেছে। গানটি সাউন্ডটেক থেকে ঈদে আসবে। আর শাহ আবদুল করিমের একটি গান আমি আর চৌধুরী কামাল গেয়েছিলাম। সেটার মিউজিক অ্যারেঞ্জ করেছেন বাপ্পা মজুমদার। গানটির মিউজিক ভিডিওর শুটিং শেষ করলাম। এটা ঈদের আগেই মুক্তি পাবে। এ ছাড়া ঈদের জন্য বেশ কটি কাজ হাতে আছে সেগুলো সামনে করব।

কাজের জন্য অনেক সময় বাইরে যেতে হয়, সে ক্ষেত্রে প্রস্তুতি কেমন থাকে?

মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজারড্রবের হওয়ার সময় এগুলো সব সময় সঙ্গে থাকে। যেখানেই যাই, দূরত্ব মেনে চলি। তারপরও বাইরে এলে করোনা নিয়ে কিছুটা ভয় থাকেই। বাসায় আমার বাচ্চা আছে। সে জন্য একদুই ঘণ্টার বেশি বাইরে থাকি না। নিজে খুব সচেতন থাকি। সারাক্ষণ বাচ্চার জন্য চিন্তায় থাকি। আবার বাসায় একেবারেই কাজ ছাড়া বসে থাকা যায় না। কিছু তো করতে হবে। বের হলে সাবধানতা মেইনটেন করে কাজ করছি। এত দিন একটি করে মাস্ক ব্যবহার করছি। কিন্তু এখন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি দুটি করে মাস্ক ব্যবহার করব। আরও সচেতন হওয়া দরকার।

বাসার রান্নার কাজে আপনার কতটা সম্পৃক্ততা আছে?

(হেসে) বাসায় রান্নার ৮০ ভাগ কাজ এখন আমাকে করতে হচ্ছে। বসে আছি, এ জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে। আমার একটা খালাতো বোন আছে সহযোগিতা করে। শাশুড়ি আছে। সবাই মিলেই করছি। এখন বাইরের মানুষ দিয়ে কাজ করানো সম্ভব নয়। কাজ ছাড়া আমি এবং আমার স্বামী কেউই বের হই না। বাজার করতে গেলে আমার স্বামীর সঙ্গে বের হই।

সংগীতাঙ্গনে সামনে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখছেন?

সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে ইতিমধ্যে পড়েছে সংগীতাঙ্গনের মানুষ। দেশে অনেক কিছুই স্বাভাবিক হলেও একমাত্র 'অফ' হয়ে আছে মিউজিক অঙ্গন। বলা যায় আমাদের জীবনটা কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে। কবে কনসার্ট শুরু হবে, ঠিক নেই। কবে ঘুরে দাঁড়াবে সব, তা অনিশ্চিত। একসময় ভাবতাম, আমাকে কেন ইউটিউব থেকে টাকা আয় করতে হবে? কী দরকার? কিন্তু লকডাউনে মনে হলো বিশ্বের অনেক বড় শিল্পী ইউটিউব থেকে আয় করছেন। আমি কেন ইউটিউবে অ্যাকটিভ হলাম না? কেন এটাকে অ্যাভয়েড করলাম। এখান থেকে দুই হাজার টাকা আয় হলেও একটা ধারাবাহিকতা থাকত। কোনো কিছুকেই ছোট করে দেখা ঠিক নয়।

করোনাকালে অসহায় মানুষের জন্য কাজ করেছেন সালমা।

কোন বিষয়টা ভাবাচ্ছে?

জীবনে কী করলাম, জীবনটাকে কী দিতে পারলাম, আজ যদি আমি না থাকি তাহলে মানুষ আমাকে মনে রাখবে কেন, ভবিষ্যতে কী কাজ করবড়এগুলো ভাবছি। আমরা না থাকলে আমার সন্তানের কী হবে, সেটাও ভাবাচ্ছে। যে মানুষের জন্য গান করি, সেই মানুষ ভালো না থাকলে কীভাবে গান করব, আবার কবে স্বাভাবিক পৃথিবীতে বাস করতে পারবড়এসব ভাবছি।

আপনাকে সংগীতের মানুষেরা যখন প্রশংসা করে, তখন কেমন লাগে?

আমার ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে কারও সঙ্গে কোনো হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। আপনি অন্যকে ভালবাসলে নিজেও ভালবাসা পাবেন। সংগীতাঙ্গনের সবাইকে আমি আপন মনে করি। এটা আমার একটা পরিবার। এ জন্য সবার সঙ্গে আন্তরিক থাকার চেষ্টা করি। সেই পরিবারের মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পেলে অবশ্যই ভালো লাগে। তখন মনে হয় সবাই আমার পাশে আছে।

আলাদিনের চেরাগের দৈত্য এসে বলল তিন ইচ্ছা পূরণের কথা, তখন কোন তিনটা ইচ্ছার কথা বলবেন?

আগে বলব, ভাই, করোনাভাইরাস থেকে বাঁচান। মানুষকে আগে স্বস্তিশান্তি ফিরিয়ে দিন। মানুষ সুখে আছে দেখলেই আনন্দ হবে। যেহেতু অনেক দিন লকডাউনে বন্দী আছি, তাই দ্বিতীয় ইচ্ছা হলো, অবশ্যই দৈত্যকে বলব, আমার পরিবারকে সুন্দর কোনো জায়গা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন। পরিবার নিয়ে আরামে ঘুরব। তৃতীয় ইচ্ছা হলো, যখন বুঝতে পারব সব ঠিক হয়ে গেছে, তখন মানুষকে সাহায্য করব।



মাস্ক কখন স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নতুন নির্দেশনা

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নিয়মিত মাস্ক পরা অনেকেই প্রায় অভ্যাসে পরিণত করেছেন। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে মাস্ক পরে থাকাটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক হতে পারে!

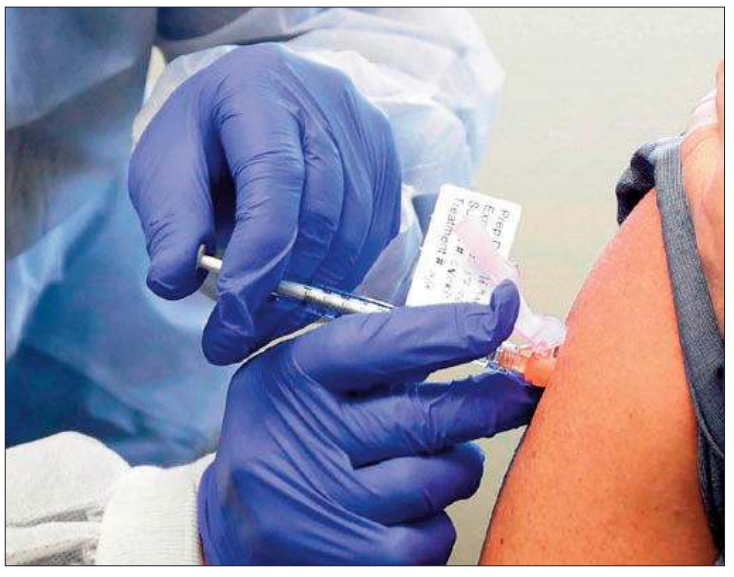
করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক পরা যেমন জরুরি, তেমনই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা!

আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে মাস্ক পরে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক হতে পারে...

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাস্ক পরে শরীরচর্চা, প্রাতঃভ্রমণ বা জগিং করলে শরীরে অক্সিজেন কমে গিয়ে উল্টো তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে! তাই এই সময় মাস্ক না পরাটাই শ্রেয়।

খুব ভারী ধরনের কাজ, খুব বেশি দৈহিক পরিশ্রম হয়, এমন কাজের সময় মাস্ক পরে থাকলে শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হতে পারে। দেখা দিতে পারে একাধিক আকস্মিক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই খুব বেশি দৈহিক পরিশ্রম হয়, এমন কাজের সময় মাস্ক না পরে থকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে, শরীরচর্চা, প্রাতঃভ্রমণ, জগিং, অত্যাধিক দৈহিক পরিশ্রম যুক্ত ভারী কাজের সময় মাস্ক পরে থাকলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে অস্বাভাবিক ক্লান্তি, শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশিতে টান পড়া বা খিঁচুনি, বমি ভাব, মাথা ঘোরানো এমনকি ব্রেন স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাস্ক না পরাটাই শ্রেয়। সূত্র: জিনিউজ



অক্সফোর্ডের টিকা করোনার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ গড়বে!

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড পুরো বিশ্ব। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের তৈরি করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) টিকাটির শেষ পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে। তৃতীয় তথা শেষ পর্যায়ের ট্রায়ালে আট হাজার স্বেচ্ছাসেবকের ওপর এটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে করোনার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম তাঁদের তৈরি টিকা, এমনটাই দাবি করলেন অক্সফোর্ডের প্রতিষেধক গবেষণার প্রধান ড. সারা গিলবার্ট।

ড. গিলবার্ট জানান, করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সফল হয়েছে এই টিকা। একাধিক পরীক্ষায় তার প্রমাণও মিলেছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের তৈরি এই প্রতিষেধক করোনার বিরুদ্ধে বছরখানেক ধরে প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম বলে দাবি গিলবার্টের।

অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের তৈরি করোনা টিকার সুরক্ষার মেয়াদ নিয়ে আগেই জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট 'অ্যাস্ট্রা জেনকা'র কার্যনির্বাহী প্রধান পাস্কাল সরিওট। তিনি জানান, এই প্রতিষেধক এক বছর পর্যন্ত করোনার থেকে সুরক্ষা দিতে পারবে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।

অক্সফোর্ডের প্রতিষেধক বিশেষজ্ঞ ড. সারা গিলবার্ট অবশ্য দাবি করেন, তাঁদের তৈরি করোনার টিকা বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম। শরীরের সাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতার চেয়ে অনেকটাই শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়তে পারবে অক্সফোর্ডের এই প্রতিষেধক।

ইতিমধ্যেই এই প্রতিষেধকের উৎপাদনের কাজ শুরু করে দিয়েছে ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট 'অ্যাস্ট্রা জেনিকা' এবং ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট। টিকাটি উৎপাদনের কাজ শুরু হবে ব্রাজিলেও।

সূত্র: জি নিউজ।

করোনাভাইরাস কতটা প্রতিরোধ করবে মাস্ক?



চীন থেকে অনেক দেশ ও অঞ্চলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এরপর পথেঘাটে, অফিসে অনেকেই মাস্ক পরছেন। আবার মাস্ক ব্যবহারের পক্ষে-বিপক্ষে মতও দিচ্ছেন অনেকে। ঘুরেফিরে উঠে আসছে একটি প্রশ্নই, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কতটা প্রতিরোধ করবে ফেস মাস্ক?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু ফেস মাস্ক পরলেই নিজেকে নিরাপদ ভাবার সুযোগ নেই। পাতলা সার্জিক্যাল মাস্ক সাধারণ দূষণ, ধুলাবালু আটকাতে বেশি ব্যবহৃত হলেও তা পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয় না। তবে ফ্লু আক্রান্ত ব্যক্তির মাস্ক পরা জরুরি। এর বাইরে মাস্কের দুটো উপকার আছে: মাস্ক পরা থাকলে নাকেমুখে হাতের স্পর্শ পড়ে কম, আর একেবারে মুখের সামনে কেউ হাঁচি-কাশি দিলে তার থেকে মাস্ক কিছুটা নিরাপত্তা দেয়। তবে সাধারণ মাস্কের ফাঁকফোকর গলে ভাইরাস বা বাতাসবাহিত ড্রপলেট সহজেই প্রবেশ করতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাস্ক মুখে ঠিকমতো ফিটও হয় না।

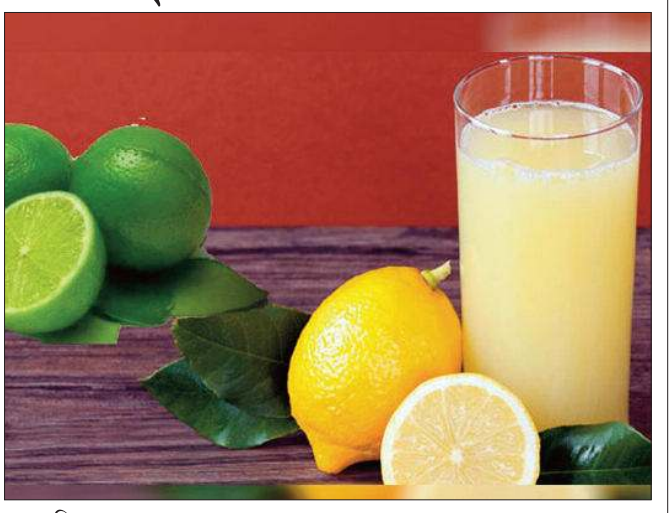
সাধারণ চারকোনা সার্জিক্যাল মাস্ক পরে কিছু বৃহদাকার ড্রপলেট সংক্রমণ যেমন ফ্লু, হুপিং কফ, মেনিনজাইটিস অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়। আক্রান্ত রোগী ও তার পরিচর্যাকারী, চিকিৎসক, নার্স, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের এটা পরা উচিত। তবে প্রতিবার রোগীর পরিচর্যার পর ডিসপোজিবল এই মাস্ক ফেলে দিতে হবে। আধঘণ্টা পরপর পরিবর্তন করলে ভালো। মাস্কের নীল অংশটা পানিপ্রতিরোধী। আর ভেতরের (সাদা) অংশ নাক থেকে বের হওয়া পদার্থ শুষে নেয়। কেউ কাশি দিলে ভেতরের অংশটা সেটা শুষে নেয়। মাস্ক সঠিকভাবে পরা, আলাদা ঘরে বা কোণে গিয়ে খোলার পর সঠিক জায়গায় ফেলা ও ফেলার পর হাত পরিষ্কার করা উচিত।

করোনা, সার্স, যক্ষ্মা, হাম, চিকেন পক্স ইত্যাদি ভাইরাসের ক্ষুদ্র ড্রপলেট বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একে প্রতিরোধ করার জন্য সম্ভব হলে গোলাকার এন-৯৫ রেসপিরেটর মাস্ক পরা উচিত। আক্রান্ত রোগী এ ক্ষেত্রে পেস মাস্ক পরবেন, কিন্তু পরিচর্যাকারী এন-৯৫ রেসপিরেটর পরবেন।

শুধু মাস্ক পরলেই হবে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বারবার হাত ধোয়া, নাকমুখে হাতের স্পর্শ না লাগানো আর যেকোনো ফ্লু আক্রান্ত রোগী থেকে অন্তত ৬ ফুট দূরে অবস্থান করাড়এই তিনটি নিয়ম পালন করা জরুরি।

ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টার, লালবাগ, ঢাকা।

সকালে গরম পানিতে লেবুর রস খাওয়ার ৬ উপকার



সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ততার কারণে নাস্তা সময়মতো খাওয়া হয়ে ওঠে না। তবে একটি খাবার রয়েছে সকালে উঠে খেলে আপনার সারাদিনের হজমশক্তি বাড়ানো ছাড়াও অনেক উপকার পাবেন।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, লেবুতে রয়েছে ভিটামিন 'সি', পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, যা দেহের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করে। লেবুর শরবত লিভারে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান বের করে। ফলে লিভারের যেকোনো ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

আসুন জেনে নিই সকালে গরম পানিতে লেবুর রস কেন খাবেন?

১. ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে গরম পানিতে লেবুর রস খেলে দেহের ভেতরে পিএইচ লেভেলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ফলে দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২. লেবু ত্বক ভালো রাখে, শরীরের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের চাহিদা পূরণ করে এবং কিডনির পাথরও প্রতিরোধ করে।

৩. লেবু ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। লেবু ব্যবহারে চেহারায় বয়সের ছাপ কমবে।

৪. প্রতিদিন সকালে হালকা গরম পানিতে কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে খেলে সারা দিনের হজমশক্তি ভালো থাকে।

৫. লেবুতে থাকা ভিটামিন 'সি' দেহের হরমোনকে সক্রিয় রাখে ও উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. তবে লেবুর শরবত খেতে হলে অবশ্যই চিনি ছাড়া পান করা ভালো। লেবুর ভিটামিন 'সি' স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

বাঁধাকপি কোলেস্টেরল কমায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতকালীন সবজি বাঁধাকপিতে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান যা শীতকালীন বিভিন্ন রোগবালাই থেকে দেহকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখে। টাটকা, সবুজ পাতার বাঁধাকপিতে চর্বি এবং ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে মাত্র ২৫ ক্যালরি রয়েছে। কিন্তু এতে রয়েছে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট যেমন বিটা-ক্যারোটিন, লুটিইন, জিয়াজ্যানথিন, ফ্ল্যাভোনয়েড কেইম্ফেরোল, কুয়ারসেটিন এবং অ্যাপিজেনিন। এই উপাদানগুলো রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টরলের মাত্রা কমায় এবং ব্রেস্ট, কোলন ও প্রোস্টেট ক্যান্সর প্রতিরোধ করে। বলা হয়, টাটকা বাঁধাকপি প্রাকৃতিক এন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। এতে রয়েছে ভিটামিন-সি যা খেলে ইনফেকশন থেকে দেহেকে সুরক্ষা রাখা এবং দেহের ফ্রি রেডিকেল থেকে মুক্ত থাকা যায়। বাঁধাকপিতে আরো আছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন- কে, ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক এসিড বা ভিটামিন বি-৯, ভিটামিন বি৬, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও থায়ামিন। এগুলো শরীরে রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন। বাঁধাকপিতে সালফোরাফেন নামক একটি রাসায়নিক যৌগ রয়েছে যা ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। বাঁধাকপির ফ্ল্যাভোনয়েড হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এর আঁশ হজমে সহায়ক ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। - ইন্টারনেট।





কানাডায় বাংলাদেশের টাকশাল!

(শেষের পাতার পর)

রয়েছে। একটি রাজধানী অটোয়ায়। ১৯০৮ সালের ২ জানুয়ারি যাত্রা শুরু হয় এটির। সেখানেও স্বর্ণ, রৌপ্য, প্যালিডিউমে এবং প্ল্যাটিনাম মুদ্রা তৈরি হয়। আর দ্বিতীয় কারখানা 'দ্য উইনিপেগ রয়েল কানাডিয়ান মিন্ট' প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৭৬ সালে থেকে কয়েন উৎপাদন শুরু করে। কানাডার টাকশাল থেকে তৈরি হয় ৯৯ দেশের ধাতব মুদ্রা। সেখানে সারিবদ্ধভাবে রয়েছে সেই ৯৯ দেশের পতাকা।

রোগী দেখলেই মনে হয় কারও না কারও

(শেষের পাতার পর)

পিকাডেলি সার্কাসের বিলবোর্ডে ঠাঁই হয়েছে তার ছবি। যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর চিকিৎসাসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে সেরাদের সেরা নির্বাচন করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সারা বছরের কাজের ভিত্তিতে করা হয় এই মূল্যায়ন। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের অজস্র কর্মীকে (ডাক্তার-নার্স) পেছনে ফেলে নিজের কর্মদক্ষতায় গত বছরের সেরা জেনারেল প্র্যাকটিশনার নির্বাচিত হয়েছেন ফারজানা। ব্রিটিশ সাপ্তাহিক ইস্টার্ন আই-এ এক সাক্ষাৎকারে জীবনগাথা তুলে ধরেছেন ফারজানা।

বাবা-মা দু'জনই ছিলেন বাংলাদেশী। বাবা ১৯৭০ সালে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে, পরে সেখানেই থিতু হয়েছেন। ফারজানা পড়েছেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলসের স্কুল অব মেডিসিনে। তিনি বলেন, ডাক্তারী পেশাটার প্রতি ফারজানার অন্যরকম ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিল মায়ের কারণে। আমি মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, মা তখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন।

সারা সপ্তাহ ক্লাস করে সপ্তাহান্তে ছুটে যেতাম ২৫০ কিলোমিটার দূরে, যে হাসপাতালে মা ভর্তি আছেন। রুটিনের মতো হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। ফারজানা আরও বলেন, একবার মা প্রচন্ড অসুস্থ। শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। পরদিন গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস ছিল। মাকে রেখে ক্যাম্পাসে ফিরে যাব কি যাব না- এই দোটানায় ভুগছিলাম। তখন মা-ই জোর করে ফেরত পাঠালেন, বললেন, তুমি কলেজে ফিরে যাও।

'আমি চাই আমার মেয়ে বড় ডাক্তার হবে, মানুষের সেবা করবে। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না, আমি ঠিক হয়ে যাব।' তার পাঁচ দিন বাদে মা মারা গিয়েছিলেন, জীবিত অবস্থায় মাকে আর দেখতে পাননি ফারজানা।

তবে মায়ের শেষ কথাগুলো মনে গেঁথে গিয়েছিল তার। বড় ডাক্তার হতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে। গত দুই যুগ ধরে সেই মিশনেই ছুটে চলেছেন ফারজানা হুসেইন। পথচলাটা বন্ধুর ছিল। ফারজানা হার মানেননি কখনও। তিনি বলেন, 'যখনই হতাশা আঁকড়ে ধরেছে, তখন মায়ের কথা স্মরণ করেছেন, ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে, অদ্ভুত একটা শক্তি এসে জড়ো হয়েছে মনের ভেতর।' প্রায় ১৮ বছর ধরে ইংল্যান্ডের নিউহ্যাম শহরে পটার জোনাস নামের এক সিনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে মিলে প্রোজেক্ট সার্জারি নামের একটা মিশন চালাচ্ছেন ফারজানা ও তার টিম।

২০০৩ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫০০ রোগীকে সেবা দিয়েছেন তারা। পিটার ছিলেন তার সবচেয়ে বড় মেন্টর। ছয় বছর আগে পিটার মারা যাওয়ার পরে পুরো কাজের ভার এসে পড়েছিল ফারজানার কাঁধে।

নিজে বাংলাদেশী হওয়ায় মাইগ্রেন্ট পেশেন্টদের (রোগী) সঙ্গে আন্তরিক হয়ে মিশতে পারেন ফারজানা, যেটা স্থানীয় অনেক চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

নিজের কাজটাকে প্রচন্ড ভালোবাসেন ফারজানা, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়ার সামর্থ্য তাকে দেয়া হয়েছে, সেই দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা তিনি করেন। রোগীদের সঙ্গে তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদের মতোই ব্যবহার করেন। তিনি মনে করেন- এই মানুষগুলোও কারও না কারও প্রিয়জন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় ভার্জিনিয়া প্রবাসী

(শেষের পাতার পর)

দুপুরে তিনি ঢাকার ইমপালস হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তার মৃত্যুতে মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

এদিকে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরও জানা গেছে, মরহুম জিয়া উদ্দীনের মরদেহ ঢাকার বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

করোনা ভ্যাকসিন

(শেষের পাতার পর)

ডেভেলপমেন্ট একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পাচ থেকে দশ বছর লেগে থাকে। সাধারণত কোন ইউনিভারসিটি বা মেডিক্যাল সেন্টারের রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই ধরণের প্রজেক্টের ফান্ড সরকার বা কোন প্রাইভেট ফাউন্ডেশন থেকে পেয়ে থাকেন। বিজ্ঞানীরা এইসব প্রজেক্টে বছরের পর বছর তাদের আইডিয়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। সাধারণত শুরুর দিকে তারা ইঁদুর বা খরগোসের মত ছোট ছোট প্রাণীর উপর, এরপর বানরের মত একটু বড় প্রাণীর উপর তাদের পরীক্ষা চালান। এই পর্যায়ের পরীক্ষা সফল বলে প্রমাণিত হলে বড় কোন ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানি তখন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে তিনটি পর্বে টেস্ট করা হয়।

প্রথম ফেইজঃ ১০০ বা তার নিচে সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাঝে এই ট্রায়াল চালানো হয়। এই সময় বিজ্ঞানীরা বুঝতে চেষ্টা করেন যে ভ্যাকসিনটি মানব দেহে নির্দিষ্ট জীবাণুটির বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরি করতে সক্ষম কিনা এবং তা নিরাপদ কিনা।

দ্বিতীয় ফেইজঃ এই পর্যায়ে কয়েকশত মানুষের মধ্যে একাংশকে ভ্যাকসিন দিয়ে এবং অন্য অংশকে ভ্যাকসিন না দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় ভ্যাকসিনটা আসলেই কাজ করছে কিনা। এই ট্রায়াল সচরাচর দুই বছর স্থায়ী হয়।

তৃতীয় ফেইজঃ এই পর্যায়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় ফেইজের মতই টেস্ট চালানো হয়। এই টেস্ট সফল হওয়ার পর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের কাছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে থাকে। আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি বাজারে ভ্যাকসিনটি নিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে তিন থেকে চার বছর সময় লেগে যায়।

ঐতিহাসিকভাবে, সাধারণত পাঁচ বছরের আগে কোন ভ্যাকসিন ডেভেলপ করা যায় না। কিন্তু কভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা রাত দিন কাজ করে চলেছেন এবং ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে ভ্যাকসিনটি তৈরি করার আশা করছেন। এখানেও তারা কোন গ্যারান্টি দেন নাই। তবে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রায়ালগুলোতে যে সফলতা দেখা যাচ্ছে তাতে বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞরা আগামী বছরের শুরুতেই একটা ভ্যাকসিন চলে আসবে বলে আশা করছেন।

বাংলাদেশে যে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীরা এই ভ্যাকসিন আবিস্কারের দাবী করছেন তারা কিভাবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন পর্যায়ে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। ইতিপূর্বে তারা কোন পর্যায়ের কোন ট্রায়ালের ফলাফল সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দিয়েছেন বলেও আমার জানা নাই। প্রথাগত এইসব পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী যদি সফলতা অর্জন করেই থাকেন তাহলে আমাদের জন্য তা বড়ই গর্বের বিষয়। আর যদি প্রথাগত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ ছাড়াই কোন বিজ্ঞানী তা করে থাকেন তাহলে সেটা হবে একটা যুগান্তকারী রেকর্ড এবং সারা বিশ্বের জন্য একটা অনন্য উদাহরণ। -ফেসবুক থেকে।

লেখক: ব্যাংকার।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো। নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

নিউইয়র্কে লকডাউন খোলার তৃতীয় ধাপ শুরু

(শেষের পাতার পর)

নির্দেশ অনুযায়ী, সকলকে মাস্ক পরতে হবে এবং হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। সেই সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে দোকান, অফিস, রেস্টুরেন্ট-সর্বত্র। আগেই জানানো হয়েছে যে, মাস্ক ছাড়া কোন দোকানে কাউকে প্রবেশ করতেই দেয়া হচ্ছে না।

এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় গত ৮ জুন থেকেই নিউইয়র্ক সিটির সংক্রমণের হার কমেছে। সর্বশেষ রোববার নিউইয়র্কে মাত্র ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে।। রোববার হাসপাতালে ছিলেন মাত্র ৭২৬ জন। উল্লেখ্য, করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে। এই রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ৩২ হাজার ১৫৭ জন।

পুঁইশাক যাদের জন্য বিপজ্জনক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পুষ্টিগুণে ভরপুর বেশ সহজলভ্য পুঁইশাক খুবই সুস্বাদু। স্বাস্থ্যকর হলেও কারো কারো জন্য এটি খাওয়া বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রশ্ন হলো কাদের জন্য পুঁইশাক খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন ডাক্তাররা। পুঁইশাক অক্সালেটসসমৃদ্ধ। এটি খেলে শরীরের তরল পদার্থে অক্সালেটসের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে দেখা দেয় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। তা ছাড়া, পিউরিন নামক উপাদান রয়েছে পুঁইশাকে, যা অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে শরীরে ইউরিক এসিড বৃদ্ধি পায়। এর ফলে গেঁটেবাত, কিডনিতে পাথর ইত্যাদি রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই বলা হয়, যারা কিডনি এবং পিত্তথলির বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন এবং যাদের শরীরে ইউরিক এসিডের মাত্রা বেশি, তারা পুঁইশাক খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। খেতে হলেও অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাবেন। -ইন্টারনেট।

করোনায় মৃতদের আত্মার মাগফেরাত

(শেষের পাতার পর)

এটর্নী মঈন চৌধুরী, স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ড-৩ এর চেয়ারপার্সন রেনেতা ইংলিশ এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী ও বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার। এ সময় সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেলার পরামর্শ দেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, করোনাভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই করোনার অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। তবে ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হঠকারি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে টেক্সাস, ফ্লোরিডা, আরিজোনাসহ বহু স্টেটের মানুষেরা আজ করোনা মহামারির কবলে পড়েছেন। তার মতো প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউজ থেকে সরাতে আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমক্র্যাটদের বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে।

রাজনীতির কারণে আমাকে কোণঠাসা

(২৪ পাতার পর)

আছেন। ছেলে ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টোন থেকে আইটি নিয়ে স্নাতক শেষ করেছেন। ইন্টার্ন করছেন। গত ২৪ জুন বুধবার সকালে বেবী নাজনীনের সঙ্গে কথা হয়। বললেন, 'করোনা-ভাইরাসের প্রকোপ শুরুর পর নিউজার্সী থেকে নিউইয়র্কের বাসায় আসি। এরপর লকডাউন শুরু হয়। আর যাওয়া হয়নি। চার মাসের বেশি এখানেই আছি। মা-ছেলের সময় কেটে যাচ্ছে।'

করোনায় লকডাউনের কারণে বাসা থেকে বের হন না খুব একটা। জরুরি প্রয়োজনে বাজার-সদাই করতে মাঝেমধ্যে বের হতে হয় বলে জানালের বেবী নাজনীন। যে বাড়িতে থাকেন, তার আশপাশেও করোনায় আক্রান্ত রোগী নেই। তাই কিছুটা স্বস্তি। কীভাবে সময় কাটছে জানতে চাইলে বললেন, 'বাসায় রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া আর ধর্ম-কর্ম করেই কেটে যাচ্ছে। সাধারণত বাড়িতে থাকলে যা করতে হয় আরকি।'

রান্না করতে ভীষণ পছন্দ করেন বলে জানালেন বেবী নাজনীন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের খাবার গরম ডাল, ডিম ভাজি ও আলু ভর্তা। ছেলের পছন্দ আমেরিকান খাবার। তাই এই সময়ে মাকে ছেলের পছন্দের খাবারই বেশি রান্না করতে হয়।

মাত্র সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে গান গাওয়া শুরু বেবী নাজনীনের। সেই যে শুরু, চলেছে টানা ২০০৮ পর্যন্ত। এরপর তাঁর স্টেজ শো কমতে থাকে। এই কমে যাওয়ার প্রধান কারণ, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়। ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশের কোনো স্টেজ শোতে দেখা যায়নি এই শিল্পীকে। দেশের মঞ্চে গাইতে না পারলেও ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন মঞ্চে গান গেয়ে চলছেন তিনি। তিনি বলেন, 'বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার কারণেই আমার গানের কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত বাধা এসেছে। তা ছাড়া আমাদের সময়ে যেভাবে কনসার্ট হতো, তা এখন আর নেই। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যেসব অনুষ্ঠান হয়, তা-ও সুনির্দিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে করানো হয়।'

তার মানে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়াটাই আপনার জন্য কাল হয়েছে? বেবী নাজনীন বলেন, 'একদমই তা-ই। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি করাটা সবার স্বাধীনতা, আমিও তা-ই করেছি। অথচ এই রাজনীতি করার কারণে একের পর এক আমার কনসার্ট বাতিল হয়েছে। এমনকি টেলিভিশনের সরাসরি অনুষ্ঠান থেকেও অজ্ঞাত কারণে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রাজনীতির কারণে আমাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। একজন জাতীয় শিল্পী হিসেবে আমি কিন্তু নানা সময়ে দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছি। গানের মাধ্যমে আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিকে এনহেন্স করেছি। বিএনপির রাজনীতির কারণে অনেক বছর ধরে রাষ্ট্রীয়ভাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা বন্ধ। কিছুই বলি না, মনে মনে কষ্ট পাওয়া ছাড়া কিছুই তো করার নেই।'

ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার কারণে সংগীতশিল্পী মা বেবী নাজনীনকেও ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে হতো। তাই দেশে স্টেজ শো বন্ধ থাকলেও বাইরের দেশে শো নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

বেবী নাজনীনের গানের হাতেখড়ি বাবা মনসুর সরকারের কাছে। তারপর জীবনের দীর্ঘ চলার পথে সংগীতের নানা দীক্ষা এবং সাধনায় নিজেই নিজেকে গড়ে তুলেছেন তিনি। ১৯৮০ সালে প্রথম সিনেমার গানে কণ্ঠ দেন তিনি। এহতেশামের 'লাগাম' সিনেমার গানটির সুর ও সংগীত করেন আজাদ রহমান। ১৯৮৭ সালে মকসুদ জামিল মিন্টুর সংগীত পরিচালনায় প্রকাশিত প্রথম অ্যালবাম 'পত্রমিতা'। এটিই তাঁর সংগীতজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারপর 'নিঃশব্দ সুর', 'কাল সারা রাত', 'প্রেম করিলেও দায়', 'দুচোখে ঝুম আসে না' অ্যালবামগুলো আধুনিক গানে বেবী নাজনীনের অবস্থান শক্ত করে। 'ওই রংধনু থেকে', 'কাল সারা রাত ছিল স্বপনের রাত', 'এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল', 'দুচোখে ঘুম আসে না তোমাকে দেখার পর', 'আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল রে মরার কোকিলে', 'মানুষ নিষ্পাপ পৃথিবীতে আসে', 'কই গেলা নিঠুর বন্ধু রে সারা বাংলা খুঁজি তোমারে', 'পুবালী বাতাসে', 'ও বন্ধু তুমি কই কই রে...', এমন অনেক জনপ্রিয় গান আজও দেশের মানুষের মুখে ফিরে। তাঁর সর্বশেষ একক অ্যালবাম 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড বেবী নাজনীন'।

বেবী নাজনীন বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক।

যে কারণে জন্মদিনে কেক কাটেন না জয়া

(২৪ পাতার পর)

বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতেও সমান জনপ্রিয় জয়া আহসান। ভারতের অনেক নামকরা নির্মাতা জয়ার অভিনয়গুণে মুগ্ধ। অসংখ্যবার তাঁরা বাংলাদেশের এই অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে কাজ করে মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেনও। ১ জুলাই তাঁর জন্মদিন। কততম জন্মদিন তা জানা না গেলেও এই জন্মদিন কেমন কেটেছে, তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

শুরুতেই জয়া জানালেন, চার বছর আগের এই দিনে হোলি আর্টিজানের ঘটনার পর থেকে জন্মদিনে কোনো কেক কাটেন না। তাঁর মতে, জঘন্যতম এই ঘটনা তাঁর জীবনে কালিমা লেপে দিয়েছে। তিনি বললেন, 'জানি না কবে এই ঘটনার ট্রমা থেকে বের হতে পারব। আমি সেদিনের ঘটনার কথা মনে করতে চাই না। তবুও জন্মদিন এলে শুধু মনে পড়ে যায়। একটা কালো অধ্যায় সামনে এসে পড়ে।'

জন্মদিনে জয়া কেক না কাটলেও ভালোবেসে অনেকে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়েছেন অনেকগুলো কেক। এই করোনার মধ্যে জীবনটাকে বোনাস হিসেবে দেখা জয়া জানালেন, দু-একটি বাদে বাসায় আসা সব কটি কেক বিল্ডিংয়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সবাইকে দিয়েছেন। তাঁর আশপাশে যাঁরা সব সময় কেক খেতে পারেন না, তাঁদেরকেও দিয়েছেন।

জয়া বলেন, 'সাধারণত আমি জন্মদিনে অনেক বছর ধরে রাস্তার কুকুরদের খাওয়ায়। এটা শুধু আমার একার জন্মদিন নয়, আমার বাড়ির যে কারও জন্মদিনেই তা করি। করোনার কারণে এবার এই উদযাপন করতে পারিনি। ওদের খাওয়াটা পাওনা রইল। আমার কাছে কুকুরগুলো বাচ্চার মতো।'

কথায় কথায় জয়া আরও জানালেন, 'যত দূর মনে পড়ে জন্মদিনটা আমার কখনোই সেভাবে ঘটা করে উদযাপন করা হয় না। নায়িকারা জন্মদিনের কেক কাটে, এটা আমার ভালো লাগে না, হাস্যকর লাগে।'

পাঁচ বছর বয়সের জন্মদিনে জয়া তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে একটি উপহার পেয়েছিলেন, যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ। কোনো উপহারই সেই সারপ্রাইজ আজও অতিক্রম করেনি। এবারের জন্মদিনে সেই উপহারের কথাও মনে পড়ল। জয়া বললেন, 'একদম ছোটবেলায়, আমার বয়স খুব সম্ভবত পাঁচ বছর হবে। কলাবাগান থাকতাম, আমার নানুবাড়ির নিচতলায় একজন ভাড়াটে থাকত, ওই পরিবারে শম্পা নামের একজনের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। পাঁচ বছরের সেই বন্ধু আমাকে উপহারটা দিয়েছিল। মাঝারি সাইজের খুব সুন্দর একটা মাটির চুলা। কী যে খুশি হয়েছিলাম, বলে বোঝাতে পারব না। অতটা খুশি আমি আজ পর্যন্ত কোনো কিছুতেই হইনি।' সেই বন্ধুর সঙ্গে কি এখনো যোগাযোগ হয়? জয়া জানালেন, 'তাঁর সেই বন্ধুটি হারিয়ে গেছে। বললেন, শম্পাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। কোনো যোগাযোগ নেই। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ও মাথা ন্যাড়া করলে আমিও করতাম।'

জন্মদিন উপলক্ষে সবাই ফেসবুক ও টুইটারে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জয়াকে। বললেন, 'ভালো লাগছে। পাশাপাশি করোনার এই কঠিন সময়ে আমার জন্মদিন এতটা গুরুত্ব পাওয়ায় কেমন যেন লজ্জা লাগছে।'

লেখাপড়া করে যে

(২৪ পাতার পর)

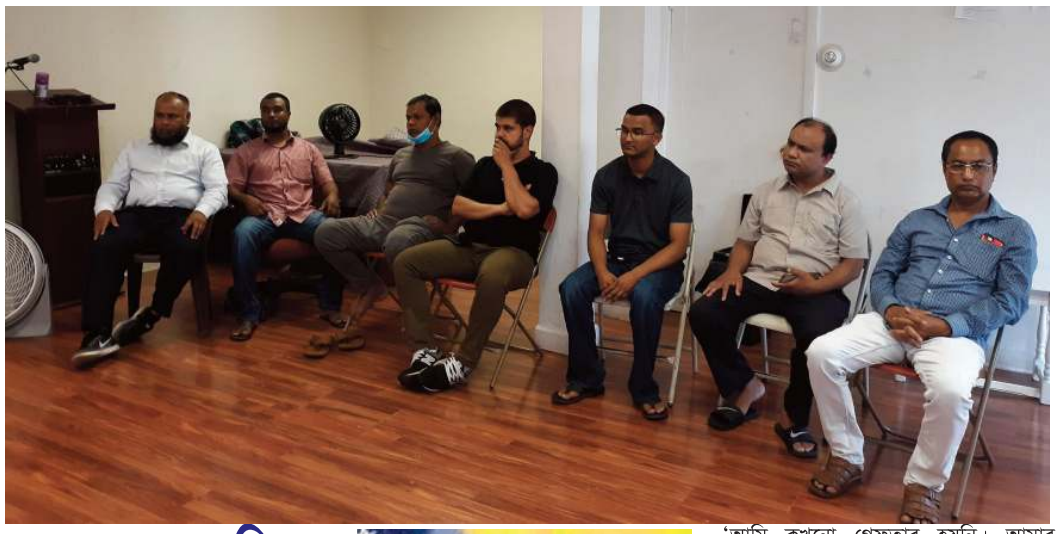
বছরের জন্য ছুটি নিয়েছিলাম।'

এক বছরের কোর্স করতে গিয়ে ছয় মাস বিরতি নেন তিনি। দেশে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবটি আয়োজনের জন্য সংগঠিত করতে হয়েছে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের। সেই কর্মযজ্ঞ সফলভাবে শেষ করে তিনি আবার গিয়ে বসেন পড়ার টেবিলে। এ সময় অবশ্য তিনি আরেকটা বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেন। নিজের হাতে গড়া ২৬ বছরের পুরোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন সাধনা ও নাচের স্কুল কল্পতরুকে তুলে দিয়ে যান একদল তরুণের হাতে। কেমন চালিয়েছিলেন তাঁর তরুণ সংগঠকেরা? ভীষণ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে তিনি জানালেন সে কথা।

'এটা ছিল আমার জন্য অনেক বড় এক নিরীক্ষা। দীর্ঘদিন পর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে একটু অবকাশ নিলাম। তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম দুটি প্রতিষ্ঠান। চ্যালেঞ্জটা নিয়ে দেখলাম, আমি না থাকলে সংগঠনগুলো তারা চালিয়ে নিতে পারবে, নাকি বন্ধ করে দিতে হবে! দেখলাম, তারা সফলতার সঙ্গে কাজটা করতে পেরেছে। এই মহামারিতেও অনলাইনে ক্লাস করিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে ফি নিচ্ছে, শিক্ষকদের সম্মানী দিচ্ছে। তাদের প্রতি আস্থা বেড়ে গেছে।'

লেখাপড়া, গবেষণা, সংস্কৃতিচর্চার এক আনন্দময় পথচলা লুবনা মারিয়ামের। এ জন্য বড় কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন স্বামী জামাল সুফিকে। স্ত্রীর প্রাণের স্পন্দনে সায় দিয়েছিলেন বলেই আজ লুবনা মারিয়াম সুস্থ আছেন, সচল আছেন, আনন্দে আছেন। আর জ্ঞানের অনন্ত তৃষ্ণা জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা-মায়ের প্রতি গভীরশ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি।





আমাকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্র চলছে : শাহীন খালিক



(শেষের পাতার পর)

তারা বলেছেন, পেটারসনের ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচন ঘিরে শাহীন খালিক কোন কারচুপির সাথে জড়িত নন এবং তার ভাই বা কোন সমর্থক গ্রেফতার হননি। এ সংক্রান্ত মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর সম্পূর্ণ বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক।

অপরদিকে শাহীন খালিকের সমর্থকদের এক সভায় বক্তারা আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন। গত ৪ জুলাই শনিবার অপরাহ্নে পেটারসনে শাহীন খালিকের নির্বাচনী অফিসে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মনসুর আহমেদ। সভায় শাহীন খালিক সহ মোহাম্মদ আনহার মিয়া (সাবেক চেয়ারম্যান), মোসাব্বির আলী, মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, পেটারসনের একটি মহল তাদের পেশীশক্তি ব্যবহার আর ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়। আমরা ইতিপূর্বে ভোটের মাধ্যমে শাহীন খালিককে বিজয়ী করেছি এবং আগামী দিনেও তাকে বিজয়ী করে সকল ষড়যন্ত্রেও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো। বক্তারা বলেন, স্থানীয় বোর্ড অব ইলেকশনের কতিপয় দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সহযোগিতায় মহলটি শাহীন খালিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বক্তারা বলেন, আমরা পেটারসনবাসী শাহীন খালিকের বিজয় দেখতে চাই এবং এজন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ।

বক্তারা বলেন, সেলিম মালিক আমাদের কমিউনিটির একজন সম্মানিত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও জনদরদী মানুষ। ধর্মীয়ও প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নানা সামাজিক কর্মকান্ডে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। তার মতো একজন সম্মানিত মানুষকে একটি মহল ষড়যন্ত্র করে ছোট করার অপচেষ্টা চালচ্ছে। আমরা এসবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং প্রতিকার চাই। বক্তারা বলেন, শাহীন খালিকের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তারা নানান ষড়যন্ত্র করছে। ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়ন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

সভায় শাহীন খালিক বলেন, আমি দ্বিতীয়বারের মতো সিটি কাউন্সিম্যান পদে নির্বাচিত হই। আমি ৮ ভোটের ব্যবধানের জয়ী হলেও সিটি মেয়র, বোর্ড অব ইলেকশনের কতিপয় দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা আর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ষড়যন্ত্রের শিকার। তাই পেটারসনের ২ নং ওয়ার্ডে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমি জনস্বার্থ বিরোধী মেয়রের কর্মকান্ড সমর্থন না করায় আমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার চলছে। তবে পেটারসনবাসী আমার সাথে রয়েছেন এবং বিগত দিনের মতো এবারো আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন বলে আশা রাখি।

শাহীন খালিক জানান, আমার প্রতিদ্বন্দ্বি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে যেভাবে ভোট নেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তার ভাইরাল হওয়া ভিডিও ডকুমেন্ট আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীও অনিয়ম, অপপ্রচার প্রশাসনকে অবহিত করেছি এবং আমরা এসব কর্মকান্ডের প্রতিকার ও সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করছি।

সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোহাম্মদ এ মজনু, মারুফ উদ্দিন, লুৎফর হুসনাইন, জোয়াদ রহিম, মোহাম্মদ আহমেদ, মেনহাজ আহমেদ, আবু তারেক, নূরুজ্জামান সোহেল, দীপু আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এই প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে তার 'গ্রেফতার হওয়া' ও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সেলিম খালিক বলেন, 'আমি কখনো গ্রেফতার হয়নি। আমার গ্রেফতার নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর একটি কুচক্রি মহলের ষড়যন্ত্র, মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি এই খবরের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছি।'

শাহীন খালিক-এর সমর্থক আবু রেজিয়েন-ও তাকে গ্রেফতারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, 'আমি গ্রেফতার হয়নি। এসব ষড়যন্ত্র।'

আর কত ব্লান্ডার!

(শেষের পাতার পর)

নীতি-নৈতিকতা জনসেবা দেশপ্রেমের কোন বালাই নাই তারা মানুষের গলায় পারা দিয়ে হলেও পয়সা আদায় করবে এতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু টেস্টে নিরুৎসাহিত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে এ এক ভয়ংকর মুর্খামি! করোনা নিয়ে সারা দুনিয়ার দেশগুলোর পাগল হবার দশা। এই কমে তো এই বাড়ে। যে যেখান দিয়ে পারছে টেস্ট করে করে আক্রান্তদেরকে আলাদা করে ফেলছে। টেস্ট সুবিধা ওপেন করে দিচ্ছে। র‍্যাপিড টেস্টে চলে গেছে। কোন কোন দেশে র‍্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ে চলছে। ইংল্যান্ডে দেখলাম রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে পাবলিকের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। কোথাও পয়সা নেয়া হচ্ছে বা ফি ধার্য্য করা হয়েছে এমন শোনা যায়নি। যতদুর জানা গেল বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে করোনা টেস্টের ওপর ফি আরোপ করা হয়েছে! আমরা অন্য দেশগুলো থেকে অনেক বিষয়েই ব্যতিক্রম তাই বলে এই করোনা নিয়েও! এটা কি ধরনের বাহাদুরী দেখানো হলো বুঝলাম না। ফি ধার্যের অর্থ কি? আপনারা আর টেস্ট করাতে আসবেন না! অথবা কমকম আসেন! সরল অর্থে তাই কি বোঝায় না! এমনিই এসব টেস্টের রেজাল্ট নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন। এমনও অভিযোগ পরীক্ষা ছাড়াই মর্জিমাফিক নিগেটিভ পজিটিভ বলে দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নিগেটিভ ঘোষিত লোক হঠাৎ শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ছুটছেন পজিটিভওয়ালা নিশ্চিন্তে বাড়ীতে বসে পরিবারের আর সবাইকে সংক্রমন করে চলেছেন। যে কারনে এইসব টেস্টের ওপর অনেকের কোন আস্থাই নাই। এমনও অনেককে জানি লক্ষণ দেখা যাক বা না যাক টেস্টের ধার না ধেরে বাড়ীতে বসেই সতর্কতামুলক ব্যবস্থা নিয়ে চলেছেন। সরকারি ব্যবস্থাপনার ওপর মানুষের এত অবিশ্বাস এবং অনাস্থা- শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও বলতে হলো আইসিইউতে রোগী নাই হাসপাতালের বেড অর্দ্ধেক খালি! যে সময় দেশে দৈনিক সাড়ে তিন চার হাজার করে আক্রান্ত হচ্ছে পঞ্চাশ ষাটজন মৃত্যু- এমন সময় হাসপাতাল খালি! রোগী নাই! তার মানে কি! হাসপাতাল সম্পর্কে মানুষের ভীতি বা অনাস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছালে এমনটা হতে পারে! এমন ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা আমাদের, সুচিকিৎসা তো দুরের কথা এসব হাসপাতালে আদৌ কোন চিকিৎসা হয় মানুষের মনে সে আস্থাটুকু পর্যন্ত তৈরী করা যায়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন বলেন, ভেন্টিলেটরে নেয়া প্রায় সব রোগী মারা গেছে, এরপর কি দেশের চিকিৎসা সেবা নিয়ে কারও মনে কোন আস্থা থাকতে পারে! না কেউ মরতে হাসপাতালে যাবে! কাল আবার বললেন- কোটি লোকের টেস্ট করানো সম্ভব না! কি আর বলবো, এমন কথা কোন দায়িত্বশীল লোক বলে!

বলার অপেক্ষা রাখেনা টেষ্টের জন্য ফি ধার্য্য করা একেবারেই অযৌক্তিক। বিশেষজ্ঞরাও তাই বলছেন। নিম্ন আয়ের মানুষ দুই শ' টাকা ফি দিয়ে টেস্ট করাতে উৎসাহিত হবেনা- এটাও বলা বাহুল্য। অনেকের মনের ভাব- করোনায় ধরলে চিকিৎসা নেবে প্রয়োজন হলে হাসপাতালে যাবে, তার আগে এত টেস্টফেস্টের কি দরকার! তাছাড়া টেস্টের রেজাল্টের ওপর ভরসা নেই বলে সাধারণভাবেও অনেকে টেস্টে অনাগ্রহী। নমুনা দিতে বিড়ম্বনা, রেজাল্ট আসতে দীর্ঘ সময়, ভুল ডায়াগনসিস- এসব কারনে দিনে দিনে এমনিতেই মানুষের টেস্টের প্রতি অনীহা বাড়ছে। অথচ এখনও সারা বিশ্বে টেস্টের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কারন যত টেস্ট তত সনাক্ত তত কম বিস্তার। এদেরকে কে বুদ্ধি দিয়েছে যত কম টেস্ট তত কম সনাক্ত তত কম মৃত্যু! সুবিধা হচ্ছে উপসর্গ বা লক্ষণ নিয়ে মৃত্যুবরণকারিদেরকে গোনায় ধরা হয় না!

এটা কি করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতা প্রমান! এই প্রমান দিয়ে বাহবা পাওয়াই লক্ষ্য! দুনিয়ার মানুষ কি জানেনা ভেতরের খবর! এটা কার উর্বর মস্তিষ্কের বুদ্ধি আল্লাহই মালুম! হ্যাঁ কাল যে ব্যখ্যা দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে কিছুটা একমত হওয়া যায়। টেস্টের কিটের অপচয় রোধ করা দরকার। এজন্য কিছু নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। টেস্টের জন্য কোন ফি না নিয়েও তা করা যায়। যাদের একান্তই টেস্ট করানো দরকার তারা সরকারি সুবিধা না পেলে ব্যক্তিগতভাবেই টেস্ট করাচ্ছেন। তার জন্য তিন থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত খরচও হচ্ছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা তা করুক। কিন্তু এমনিতেই টেস্টে নিরুৎসাহি স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য দুই শ' টাকা ফি ধার্য্য করে তাদেরকে টেস্টে নিরুৎসাহিত করাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ভেবে দেখা যেতে পারে।

সব কিছুই তো তালগোল পাকিয়ে গেছে, চিন্তায় আছি- এমন অবস্থা চলতে থাকলে শেষে মন্ত্রীকে না বলতে হয় আমরা করোনা সামাল দিয়ে ফেলেছি, কারন টেস্টের জন্য আর কোন মানুষ নাই! হাসপাতালে যখন রোগী নাই টেস্টের জন্য মানুষ না থাকা মানেই তো দেশে করোনা নাই! কবরস্থানে লাশের মিছিল গুনতে কে যায়!

দাদা সত্যজিৎ রায়, আপনি আর একবার ধরাধামে আসুন!

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম

(শেষের পাতার পর)

ইসলাম বর্তমানে ঢাকায় বিমসটেক সদর



দফতরে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে তার তিন বছর মেয়াদী এ দায়িত্ব শেষ হবে। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত এম জিয়াউদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হবেন। শহীদুল ইসলাম বিসিএস ১৯৮৫ ব্যাচের পররাষ্ট্র সার্ভিসের কর্মকর্তা। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে উপমিশন প্রধান ও মিনিস্টার, কাউন্সিলর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমেরিকা উইং এর মহাপরিচালকসহ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগের সকল আনুষ্ঠানিকতার পর এ বছরের শেষদিকে তিনি ওয়াশিংটনে দায়িত্ব নেবেন বলে কূটনৈতিক সূত্র জানায়।

'উগ্র বামপন্থিদের' হারানোর প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের

(শেষের পাতার পর)

কোনো প্রমাণ বা তথ্য-উপাত্ত না দিয়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের ৯৯ শতাংশের রোগই 'মামুলি'। যুক্তরাষ্ট্রে করোনার শনাক্ত পরীক্ষার হার সবচেয়ে বেশি দাবি করে তিনি বলেন, 'আমরা প্রায় চার কোটি মানুষের পরীক্ষা করেছি। এটা করার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি, এর ৯৯ শতাংশ একেবারেই ক্ষতিকর নয়।'

মহামারি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের 'অদক্ষতায়' বিরোধীদের চরম সমালোচনার মুখে পড়া ট্রাম্প তার ৪ জুলাইয়ের (স্বাধীনতা দিবস) ভাষণে নতুন করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য চীনকে 'অবশ্যই জবাবদিহি' করতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন।

ট্রাম্প যেখানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছেন, তার কয়েক গজ দূরে সড়ক আটকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনকারীরা। হোয়াইট হাউসের সামনের 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' প্লাজা ও পাশের লিংকন মেমোরিয়ালের আশপাশের সড়কগুলোতে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এসব স্থানে ট্রাম্প সমর্থকরা 'আমেরিকা', 'আমেরিকা' স্লোগানে পাল্টা বিক্ষোভ দেখালেও দুই পক্ষের মধ্যে সহিংসতার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে মিনিয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে পুলিশি নির্যাতন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে দেশটির লাখ লাখ নাগরিক অংশ নিচ্ছেন। কোথাও কোথাও বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে দাস নির্যাতনের ইতিহাস বহন করা বিভিন্ন ভাস্কর্য ও প্রতীক উপড়ে ফেলেছে। এমনকি হোয়াইট হাউসের কাছে সাবেক প্রেসিডেন্ট অ্যান্ডরু জ্যাকসনের ঘোড়ায় চড়া মূর্তিটিও ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল তারা।

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'সবসময় এমন কিছু মানুষ ছিল, যারা ক্ষমতা অর্জনের জন্য অতীত সম্পর্কে মিথ্যা বলে এসেছে। তারা আমাদের ইতিহাস নিয়ে মিথ্যা বলছে, তারা চাইছে আমরা আজ যা, তার জন্য যেন লজ্জিত হই। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ধ্বংস আর ধ্বংস।' আগের রাতে সাউথ ডাকোটার মাউন্ট রাশমোরে দেয়া এক বক্তৃতায় রিপাবলিকান এ প্রেসিডেন্টওক্রুদ্ধ দুস্কৃতিকারীরা' যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন।

আটলান্টিক সিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী হানান, আটলান্টিক সিটির প্রাণভোমরা ক্যাসিনোগুলো অন্যান্যবার খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও করোনার কারনে এবছর তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। কারন স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে নিউজার্সী রাজ্য সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যাসিনোগুলো সবেমাত্র সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু করেছে।

আটলান্টিক সিটিতে কেউ বেড়াতে এলে বোর্ডওয়াকে বেড়াতে যাবে না, তা হতেই পারে না। তাই আটলান্টিক সিটির ঐতিহাসিক বোর্ডওয়াকে ছিল দিনমান কাদা থিকথিক ভিড়। বোর্ডওয়াক কেন্দ্রিক বিনোদনকেন্দ্র গুলো ছিল বিনোদন পিয়াসী মানুষদের ভিড়ে ঠাসা। আটলান্টিক মহাসাগরের বীচগুলোও ছিল সাগর মন্থনে আসা সাগরপেপ্রমীদের পদচারনায় মুখর। তাদের কেউ সার্ফিং করে, কেউবা সাঁতার কেটে,কেউবা জলকেলি করে, আবার কেউবা মহাসাগরের রূপসুধা উপভোগ করে দিন গুজরান করে।

করোনার কারনে এবছর যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে তেমন কোন আয়োজন ছিল না। স্বাধীনতা দিবসের সীমিত উৎসব উদযাপনের ব্যস্ততায় কখন যে দিন পার হয়ে রাত নেমে আসে তা কারো খেয়ালই নেই।রাত নিশুতি হতেই একে একে নিভে আসে স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের সীমিত আনন্দ আলো।



গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com

Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

জাতিসংঘের দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগ দিল বাংলাদেশ

(৪৬ পাতার পর)

প্রণিধানযোগ্য প্রচেষ্টাসমূহের গতি কিছুটা শ্লথ হতে পারে। তবে তিনি জানান, করোনা মহামারি থেকে উত্তরণ পরবর্তী সরকারি পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দারিদ্র্য বিমোচন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে তীব্র ঝুঁকিতে থাকা শিল্প ও কৃষিখাতের সহায়তায় শেখ হাসিনা সরকার যে ব্যাপকভিত্তিক প্রণোদনা প্যাকেজ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তা তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। বৈশ্বিক এই মহামারি থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বেসরকারি খাতের পরিপূরক ভূমিকা পালন করা উচিত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

ভার্চুয়াল এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রদূত উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী বিপুল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যতার দিকে ঠেলে দিবে। এই মহামারির ফলে এসডিজি'র বাস্তবায়ন দারুনভাবে বাধাগ্রস্থ হবে; কারণ জরুরি স্বাস্থ্য সঙ্কট মেটানোর প্রয়োজনে সম্পদকে এখাতেই প্রবাহিত করতে হচ্ছে। রাষ্ট্রদূতগণ আশা প্রকাশ করেন, বহুপাক্ষিক পর্যায়ে এবং উন্নয়ন অংশীজনদের মাঝে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে দারিদ্র্য নির্মূলের এই জোট হতে পারে কার্যকরী একটি প্ল্যাটফর্ম। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনা:কী হতে পারে পরিণতি?

(৩ পাতার পর)

চীনাদের হটিয়ে দেওয়া, তারা যা কিছু নির্মাণ করেছে তা ভেঙে দেওয়া সবচেয়ে সোজাসাপ্টা উপায় হল, গত আট সপ্তাহে যে যে নতুন এলাকা দখল করেছে চীন, সেখান থেকে তাদের গায়ের জোরে সরিয়ে দিক ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার ভারতীয় অংশে যেসব পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে চীন, তা ধ্বংস করে দিক। তবে এর ফলে সরাসরি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। গত ১৫ জুন পিপি১৪ নামক পর্যবেক্ষণ পোস্টের কাছ থেকে চীনাদের হটানোর যে সীমিত প্রচেষ্টা করা হয়, তার জেরেই সংঘর্ষে প্রাণ যায় ২০ জন ভারতীয়। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার ভারতীয় অংশে যে সমস্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছে চীনা বাহিনী, সেসব এলাকায় ভূখণ্ড অথবা পরিকাঠামোজনিত সমস্যায় খুব একটা স্বস্তিতে নাও থাকতে পারে ভারতীয় সেনা। ফলে নির্দিষ্ট এলাকা দখলের অভিযান সফল নাও হতে পারে। তাছাড়া, এমন কিছু এলাকায় চীনা অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলোর ওপর উভয় দেশই দাবি জানিয়ে রেখেছে, ফলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নির্ধারণ আজও সম্ভব হয়নি। সুতরাং সরাসরি যুদ্ধের পথে হাঁটলে আন্তর্জাতিক স্তরে সমর্থন পাওয়া কঠিন হবে দিল্লির পক্ষে।

বিকল্প ২: 'দেওয়া নেওয়া' নীতি

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর এমন বেশ কিছু এলাকা রয়েছে, যেগুলোতে কড়া পাহারা রাখেনি চীন, অতএব সেখানে প্রবেশ করে চীনা ভূখণ্ডের কিছু অংশ দখল করে নিতে পারে ভারতীয়রা। পরবর্তীতে আলোচনায় বসে একে অপরের ভূখণ্ড দেওয়া নেওয়া করে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এতে সীমান্তে পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে। এই বিকল্পের কথা আলোচিত হয়েছে উচ্চতম স্তরে–বিশেষ করে ২০১২ সালে রচিত 'Non-alignment 2.0' শীর্ষক নীতি দলিলে–এবং এও মনে করা হয় যে এই মর্মে 'ওয়ার গেমস'-এর মাধ্যমে অনুশীলনও করেছে ভারতীয় সেনা।

কৌশলগত বিষয় বিশেষজ্ঞ অ্যাশলে টেলিস বলেছেন, ২০১৩ সালে দেপসাং এলাকায় চীনা অনুপ্রবেশ ঘটার তিন সপ্তাহের মধ্যে উল্টে যায় পাশা, যখন চুমারে চীনা ভূখণ্ড দখল করে কিছু অস্থায়ী নির্মাণকাজ শুরু করে দেয় ভারতীয় সেনা বাহিনী। এর ফলে অবধারিত হয়ে পড়ে আলোচনা এবং উভয়পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যেতে রাজি হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'quid pro quo', অর্থাৎ 'গিভ অ্যান্ড টেক'। সেই পথ এখনও খোলা, কারণ লাদাখ থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার পুরো অংশ সশরীরে পাহারা দেওয়া চীনের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে এই ধরনের প্ররোচণামূলক পদক্ষেপের একটা সময়সীমা থাকে, যা নিয়ে আট সপ্তাহ পর হয়তো আর ভেবে লাভ নেই। তাছাড়া এ ক্ষেত্রেও সম্মুখ সমরের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে, কারণ চীন এই পদক্ষেপকে বৃহত্তর সামরিক আক্রমণ অথবা প্ররোচণা হিসেবে দেখতে পারে।

বিকল্প ৩: বর্তমান পরিস্থিতি বজায় রেখে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া

এক্ষেত্রে ভারতীয় সেনা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর তাদের বর্তমান অবস্থান বজায় রাখে (পরিভাষায় যাকে বলে 'holds the line'), এবং নিশ্চিত করে যে চীনা বাহিনী আরও গভীরে যাতে প্রবেশ না করতে পারে। এর ফলে এখন যে জায়গায় আছে, সেখানেই থমকে যাবে চীনারা এবং সেই সুযোগে সম্ভাব্য পরিণামের কথা মাথায় রেখে নিজেদের রক্ষণভাগ মজবুত করে নেবে ভারত। তাছাড়া নিজেদের গোলাবারুদ এবং রসদের ভাণ্ডারও পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িয়ে নিতে পারে তারা।

পাশাপাশি চলতে পারে আলোচনা, প্রয়োজনে উচ্চতম রাজনৈতিক স্তরেও, যাতে পূর্বাবস্থায় ফিরতে রাজি হয় চীন। সঙ্গে চলতে থাক চীনের বিরুদ্ধে অসামরিক পদক্ষেপ, মূলত অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, যার কিছুটা আভাস দেখা গেছে সম্প্রতি। এর ফলে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে চীনকে স্পষ্ট বার্তা দিতে পারে নয়া দিল্লি, আবার বিশ্বের কাছেও বার্তা দিতে পারে যে দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে কোনও হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ (বাকী অংশ ৪৭ পাতায়)

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

গেদু চাচার চিরপ্রস্থান!

(৪৬ পাতার পর)

দেশে সাপ্তাহিক প্রকাশণার আদলটাই বদলে দিয়েছিলেন। যতদুর জানি শুরু শ্রদ্ধেয় এরশাদ মজুমদার ভাইয়ের সাপ্তাহিক রিপোর্টার এবং পরবর্তীতে ফসল দিয়ে। এরপর দুই একজন বন্ধু মিলে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক সুগন্ধ্যা। ভিন্ন আঙ্গিকে। শুধুমাত্র কার্টুনচিত্র দিয়ে নিউজপ্রন্টে দুই রঙা কাভারের কোন সাপ্তাহিক যে কতটা পাঠকপ্রিয় হতে পারে সে আমলের সাপ্তাহিক সুগন্ধা ছিল তার একমাত্র প্রমান। দাম ছিল সম্ভবত: পাঁচ টাকা। ফুটপাথে রেল লঞ্চ স্টিমারে বইয়ের দোকানে দেদারছে বিক্রি হতো। সুগন্ধ্যার অনুকরণে পরবর্তীতে আরও কয়েকটা পত্রিকা বের হয়েছিল। কিন্তু বেশীদুর যেতে পারে নাই। এই কাগজটির পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম উপকরন ছিল 'গেদু মিয়ার চিঠি'। বাংলাদেশের একজন 'নাখান্দা' পাবলিক হয়ে নেতা নেত্রীদের কাছে নানা ফরিয়াদ আবেদন নিবেদন নিয়ে চিঠি লিখতেন গেদু চাচা। প্রতি সপ্তাহে পাঠক অপেক্ষায় থাকতো গেদু মিয়ার চিঠির জন্য। এই গেদু মিয়াই হচ্ছেন খন্দকার মোজাম্মেল হক।

একজন মিতভাষী, নিভৃতচারি, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছি প্রায় সাড়ে তিন দশক। আমার সাথে যে তার ভাল জানাশোনা বা পরিচয় ছিল তা নয়, তারপরও রাজনীতি সাংবাদিকতা ব্যবসা- যখন যা-ই করেছি মানুষটার খবর পেতাম। তার গেদু চাচার চিঠি আমিও মাঝেমাঝে পড়তাম। কিন্তু সুগন্ধায় তিনি টিকতে পারেন নাই। পার্টনারের সাথে সম্ভবত: মতান্তর হয়েছিল। বের হয়ে এসে প্রকাশ করেছিলেন সুর্যোদয় নামে একই ধাঁচের আর একটি পত্রিকা। সেটাও দাঁড়িয়ে গেছিলো। খুব কম্পিটিশন ছিল দুই পত্রিকায়। মজার ব্যপার হলো দু'টি কাগজেই 'গেদু মিয়ার চিঠি' ছাপা হতো। একটা তো মোজাম্মেল সাহেব লিখতেন অন্যটা লিখতেন আর একজন। সূর্যোদয়েও অবস্থান বেশী দিন হয় নাই। এরপর সম্ভবত: একক মালিকানায় প্রকাশ করেন আজকের সূর্যোদয়। আমৃত্যু তিনি এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালও বোধহয় চালাতেন। ফেসবুকে তার নিউজ আপডেট পেতাম। একটা গুনের জন্য ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগতো, সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি খোঁজ-খবর রাখতেন। ভূয়া না, আসল মুক্তিযোদ্ধা। চেষ্টা করতেন তাদের দু:খ কষ্ট অভাব অনটনগুলো তুলে ধরতে। দেশের কোথাও কোন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেলে নিউজ ছাপতেন, দু'লাইন লিখতেন। নিজেও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিস্ট একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল সাংবাদিকতা পেশায় থাকলেও মোজাম্মেল হক প্রেস ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন মাত্র কয়েক বছর আগে। করোনা ক্রাইসিসের আগে প্রায়ই দেখা হতো ক্লাবে। কথা বলতেন কম। বেশীরভাগ অন্যের কথা শুনতেন। আমরা অনেক সময় পর্যন্ত আড্ডা দিতাম।

সেই খন্দকার মোজাম্মেল হক হঠাৎ করে চলে গেলেন। বয়স এবং শরীর স্বাস্থ্য যা তাতে এ সময় যাওয়ার কথা না। এই লোকের মৃত্যুতে আমার মত অনেকেই শুধু শোকাহতই না, শংকিত। ভাবছি কিসের কি সাবধানতা! ডাক এসে গেলে কেউ কি ফেরাতে পারবো! খন্দকার মোজাম্মেল হকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গেদু চাচা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো। তবে সৃস্টি করে রেখেছে এক ইতিহাস। বাংলাদেশে এত দীর্ঘকাল বোধহয় আর কোন কলাম একটানা অব্যাহত থাকে নাই। আল্লাহ মোজাম্মেলকে মাফ করে দিন। আমি তাকে একজন ভাল লোক হিসেবে দেখেছি। আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই তাকে জান্নাতবাসী করবেন।

খানস টিউটেরিয়াল থেকে ডা. ইভান খানকে অব্যাহতি

(৪৬ পাতার পর)

টিউটর ডা. খানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানীর অভিযোগ এনে পোস্ট দেয়। এই অভিযোগের পরপরই ডা. খান তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে তার ইনস্ট্রগামে পোষ্ট দেন। পাশাপাশি খানস টিউটোরিয়ালের ইনস্ট্রগামে অভিযোগের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্তের কথা জানানো হয়। এছাড়াও গত ২৮ জুন তাকে প্রতিষ্ঠানটির সিইও পদ থেকে বিনা বেতনে ডা. খানকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দানের কথা জানায়। একই সাথে ডা. খানের স্থলে তার স্ত্রী তাসনিম ইমাম খানকে ভারপ্রাপ্ত সিইও হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

অপরদিকে ডা. ইভান খানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। 'বুচানান ইনগ্রেসল এন্ড রুনী পিসি' নামক আমেরিকান একটি আইনী প্রতিষ্ঠান এই তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ (মরহুম) ড. মনসুর খান 'খানস টিউরিটোরিয়াল' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, কুইন্সের ওজন পার্ক, এস্টোরিয়া, জ্যামাইকা, ফ্লোরাল পার্ক, রিচমন্ডহিলসহ নিউইয়র্ক শহরের ১০টি লোকেশনে খান'স টিউটোরিয়ালের শাখা রয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের সন্তানদের নিয়মিত কোচিং দান ছাড়াও হাইস্কুল ও কলেজ ভর্তিতে সেবা দিয়ে আসছে খান'স টিউটোরিয়াল। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষার্থী খান'স এর শিক্ষা সহায়তা সেবা নিয়ে বিভিন্ন স্পেশালাইজড স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। আরো উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে খানস টিউটোরিয়ালের ইতিহাসে কখনো কারো বিরুদ্ধে যৌন হয়রানীর অভিযোগ উঠেনি।

নিউইয়র্কে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ জননী জাহানারা

(৪৬ পাতার পর)

অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। শহীদ জননীর সেই আন্দোলন আজ কেন জানি ম্লান হয়ে গেছে, আমরা পারছিনা সেই আন্দোলনকে বেগবান করে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে।

সংগঠনের উপদেষ্টা শহীদ সন্তান কবি হাসান আল আবদুল্লাহ বলেন, যে আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের পিতারা মুক্তিযুদ্ধে রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, সেই বাংলাদেশ আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যুদ্ধাপরাধীদের সন্তানেরা আজ আস্ফালন দেখিয়ে কথা বলে। পাঠ্য পুস্তকে আজ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লেখা উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হেফাজতের প্রেসক্রিপসনে দেশ চালানো হচ্ছে। আমি তাই উদ্বেগ প্রকাশ করছি। তিনি শহীদ জননীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

নির্মূল কমিটি সুইজারল্যান্ডের সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, শহীদ জননীর আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। অতীতে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে লক্ষ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুনসহ আমাদের অনেক নেতাকর্মী রাজপথে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে, পূর্ণিমারা ধর্ষিত হয়েছে। সেই বাংলাদেশে আজ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার থেকেও আওয়ামী লীগের একাংশ বাহাত্তরের সংবিধানের আলোকে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশে আদও বিশ্বাস করে কিনা আমার সন্দেহ। আওয়ামী লীগের সেই একাংশ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে তাদের প্রতিপক্ষ কেন ভাবেন তা আমার বোধগম্য নয়।

বোস্টন থেকে নির্মূল কমিটি নিউ ইংল্যান্ড শাখার সভাপতি মাহফুজুর রহমান বলেন, মিশিগানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় যদিও শহীদ জননীর সাথে ফোনে কয়েকবার আলাপ হয়েছিল, উনার সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সাক্ষাৎ না করতে পারার দুঃখটা আমার রয়েই গেল। তিনি শহীদ জননী যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন সেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল তার বক্তব্যে বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং মহীয়সী নারী জাহানারা ইমামের আদর্শ বাস্তবায়নে জননেত্রী শত প্রতিকূলতার মাঝেও দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সেই স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নে সহায়কের ভূমিকা পালন করে জননেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সবাইকে তিনি আহবান জানান।

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাহমিনা শহীদ জাহানারা ইমামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি গান পরিবেশন করেন। নিউইয়র্কের আর একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ উদ্দিন তার বক্তব্যে বাহাত্তরের সংবিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য যথাক্রমে কণ্ঠযোদ্ধা শহীদ হাসান ও সাংবাদিক শীতাংশু গুহ, সহ সভাপতি অধ্যাপিকা নাজনীন সিমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা নিপা প্রমুখ।

ফাহিম রেজা নূর বলেন, শহীদ জননী যে মশাল জ্বালিয়েছিলেন সেই মশাল আমরা আজও বহন করে চলেছি, ধৈর্য হারা না হয়ে আমাদের পথ চলতে হবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব যে পথ দেখাচ্ছে সেই পথ ধরেই নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই

(৪৬ পাতার পর)

পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। উল্লেখ্য, চার বছর আগে এই দিনে ২০১৬ সালের ১ জুলাই রাতে ঢাকার গুলশানে হোলি আর্টিজান বেকারিতে নৃশংস জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান লতিফুর রহমানের প্রিয় নাতি ফারাজ আইয়াজ হোসেন।

শোক প্রকাশ: লতিফুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়াও শোক জানিয়েছেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, লতিফুর রহমান কেবল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট ব্যবসায়ীই নন, অত্যন্ত উঁচু মাপের মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেল। এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। আমীর খসরু তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

যুক্তরাজ্যের বিলবোর্ডে বাংলাদেশী ফারজানা

(৪৬ পাতার পর)

ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছেন।

রোববার (৫ জুলাই) এনএইসএসের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। একে সামনে রেখেই নিজেদের ১২ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে বিলবোর্ড বানিয়েছে ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ সেখানে অন্যদের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছেন ফারজানা।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

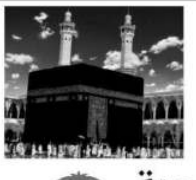
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Sheikh Salim
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

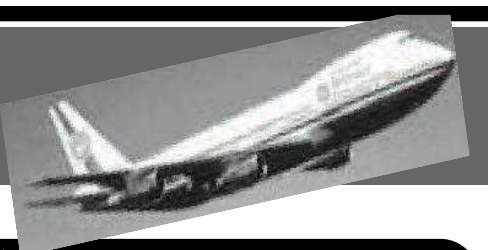
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS · ETIHAD AIRWAYS · BRITISH AIRWAYS · Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS · DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 I (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY

Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



উঅকটই অ কঐঅঘ ঈচঅ চঈ

ঈবৎঃরভরবফ ঢ়ঁনষরপ ধপপড়ঁহঃধহঃ রহ ছঁববহং, ঘবণিড়ৎশ
৭৫৩৫ ৩১ঃ আব #২০৬ধ, উধংঃ উষসযঁৎংঃ, ঘণ ১১৩৭০

ঐড়ঁৎং:
ঙঢ়বহ · ঈষড়ংবং ৬চগ
চযড়হব: (৭১৮) ৪২৪-৬৩০০

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁময জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

AUTHORIZED IRS e file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



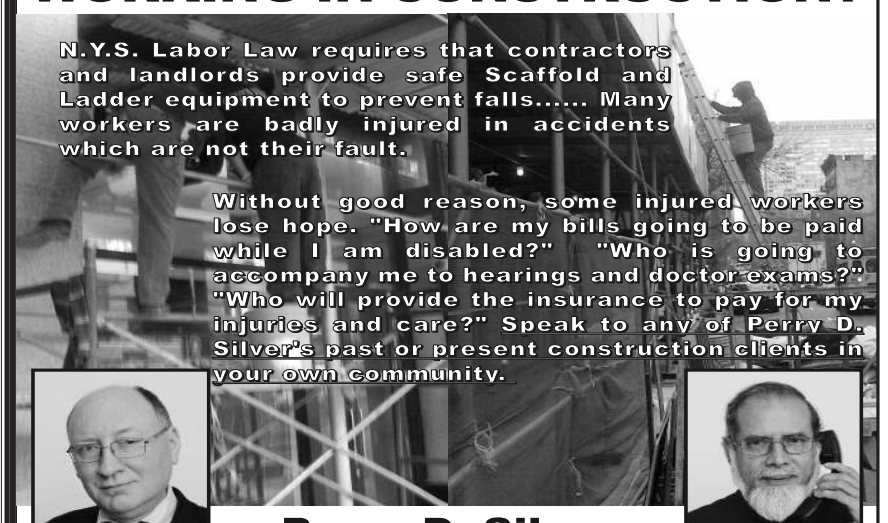
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে **Implant / Braces** চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

বিশ্ব অর্থনীতির যে ক্ষতি করেছে ও করবে করোনাভাইরাস

(প্রথম পাতার পর)

৫ লাখ ২৯ হাজার ১২৭ জনের। বিশ্বব্যাপী প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে এই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত মারণ এই ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় সামাজিকভাবে এটিকে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। এ জন্য বিশ্বের আক্রান্ত প্রায় সব দেশই লকডাউনের মধ্য দিয়ে চলছে। এতে করে ভয়াবহ ধস নেমেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। এক নজরে বিশ্ব অর্থনীতির ভয়াবহ ধসের চিত্র তুলে ধরা হল:-

১. করোনায় লকডাউনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্যে চরম ধস নেমেছে। এতে করে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি ২০০৯ সালের পর সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে।

২. করোনার কারণে গাল্ফ উপসাগরীয় দেশ বাহরাইন, কুয়েত, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ধস নেমেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে, এ বছর এই দেশগুলোর অর্থনীতি ৭.৬ শতাংশ হারে সংকুচিত হবে।

৩. এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ার বার্ষিক মূল্যস্ফীতি গত জুনে চরমে পৌঁছেছে, যা গত ২০ বছরে সর্বনিম্ন।

৪. চলতি বছর (২০২০ সাল) ইউরোপের দেশ গ্রিসের অর্থনীতি ৫.৮ শতাংশ হ্রাস পাবে। ব্যাংক অব গ্রিস সম্প্রতি এই তথ্য জানিয়েছে।

৫. করোনার কারণে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতেও ভয়াবহ ধস নেমেছে। চলতি বছরের শুরুতে ব্রিটেনের অর্থনীতির যে পতন দেখা যায়, তা দেশটির ৪০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি।

৬. মহামারির কারণে ভিয়েতনামের জিডিপি রেকর্ড হারে কমেছে। চলতি বছরের প্রথমার্ধে দেশটির জিডিপি ছিল মাত্র ১.৮১ শতাংশ, যা ২০১১ সালের পর সর্বনিম্ন।

৭. করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে সামলাতে চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিও। দেশটিতে এরই মধ্যে গত ৩০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে দেশটিতে করোনাকালে বেকারত্বের হার বেড়েছে ৭.১ শতাংশ, যা গত ১৯ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

৮. আইএমএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সম্প্রতি বলেছেন, করোনাভাইরাসের এই সংকটের কারণে বৈশ্বিক জিডিপি ১ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।

৯. আইএমএফ'র মতে, বৈশ্বিক এই সংকটের কারণে চলতি বছর বৈশ্বিক অর্থনীতি ৪.৯ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে।

সিলেটে রাজনীতিবিদদের ঘিরে ধরছে করোনা

(প্রথম পাতার পর)

করোনা। শুরুর দিকে সিলেটে আওয়ামী লীগের নেতারা করোনায় আক্রান্ত হলেও বর্তমানে এ ভাইরাস শক্তভাবে হানা দিয়েছে বিএনপি পরিবারেও। সিলেটে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ১২ জন নেতা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আর বিএনপির আক্রান্ত হয়েছেন ১০ জন নেতাকর্মী। তন্মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মারা গেছেন ৫ জন নেতাকর্মী।

সিলেটে গেল ৫ এপ্রিল সর্বপ্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন ওসমানী হাসপাতালের সহকারি অধ্যাপক ডা. মঈন উদ্দিন। পরবর্তীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর থেকেই সিলেটে কেবল বাড়তে থাকে প্রাণঘাতি করোনা। শনিবার সকাল পর্যন্ত সিলেটের ২৭৩৪ জনের শরীরে শনাক্ত হয়েছে করোনাভাইরাস। করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন সর্ব শ্রেণীপেশার মানুষ।

আর সিলেটের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মাঝে করোনা হানা দেয় গেল ১৭ মে। দক্ষিণ সুরমার তেতলী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও নগরীর সুবহানীঘাটের সবজির আড়তের ব্যবসায়ী দবির মিয়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান ওই দিন রাতেই।

এরপরেই সিলেটে করোনা হানা দেয় আওয়ামী লীগ পরিবারে। শুরুতেই এ ভাইরাসে আক্রান্ত হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল। ২২ মে তার শরীরে শনাক্ত হয় প্রাণঘাতি এ ভাইরাস। এর ঠিক দুই দিন পর অর্থাৎ ২৪ মে করোনায় আক্রান্ত হন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সিটি করপোরেশনের ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ। মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে সিলেটে আওয়ামী লীগের শীর্ষ দুইজন নেতা করোনায় আক্রান্তের খবরে নেতাকর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ভয়ভীতি।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা নাদেল বাসায় আইসোলেশনে থেকে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত হন। আর কাউন্সিলর আজাদ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থতা লাভ করেন।

এরপর সিলেটে করোনায় আক্রান্ত হন সাবেক মেয়র প্রয়াত বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের স্ত্রী আসমা কামরান। ২৭ মে তার শরীরে শনাক্ত হয় এ ভাইরাস। এরপরেই তার স্বামী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ আক্রান্ত হন করোনায়। ৫ জুন করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৪ জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ।

সিলেটে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ১২ জন নেতাকর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে মারা গেছেন ৩ জন। জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপ-দফতর সম্পাদক জগলু চৌধুরী জানান, করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কাউন্সিলর ইলিয়াসুর রহমান ইলিয়াস, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক দফতর সম্পাদক সাইফুল আলম রুহেল, মহানগরীর ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমদ, জকিগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা ও কসকনকপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক রিয়াজ, বিয়ানীবাজারের দুবাগ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, গোলাপগঞ্জের আমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বদরুল হক, ভাদেশ্বর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি লুতফুর রহমান মাষ্টার ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মুবাশশির আলী। এর মধ্যে বদরুল হক ও লুতফুর রহমান মাষ্টার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিকে বর্তমানে সিলেটে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন একের পর এক বিএনপি নেতা। প্রাণঘাতি এ ভাইরাস ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়েছে দুই নেতার প্রাণ। শনিবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিলেটের ১০ জন বিএনপি নেতাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। বিএনপি নেতা দবির মিয়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পর পরপরই এ ভাইরাস সিলেটে ছোবল মারে আওয়ামী লীগ পরিবারে। কিন্তু বর্তমানে সিলেটে করোনা শক্তভাবে হানা দিয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে।

সর্বশেষ বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরীর শরীরে শনাক্ত হয়েছে করোনা। আজ শনিবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিলেট থেকে নেয়া হয়েছে ঢাকায়। তার মা-বাবাও করোনার উপসর্গ নিয়ে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এছাড়া গতকাল শুক্রবার সিলেটে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান দলের চেয়ারপার্সনের আরেক উপদেষ্টা, সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ হক। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সিলেট জেলা শাখার সভাপতি এ টি এম ফয়েজ ও তার সহধর্মিণী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র রুকসানা বেগম শাহনাজ।

সিলেট মহানগর বিএনপির সাংঠনিক সম্পাদক ও মহানগর বিএনপির করোনা বিষয়ক মনিটরিং সেলের সদস্য মিফতা সিদ্দিকী জানান, এ পর্যন্ত সিলেটে ১০ জন নেতাকর্মী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন।

সিলেটে বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে করোনায় আক্রান্ত অন্যান্যরা হলেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সহধর্মিণী ও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সদস্য সামা হক চৌধুরী, জৈন্তাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাফিজ। ইতিমধ্যে তারা দু'জনই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা আখতার হোসেন চৌধুরী, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ইসলাম উদ্দিন, মহানগর বিএনপি নেতা নাজমুল ইসলাম তারা মিয়া।

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।

নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।



Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



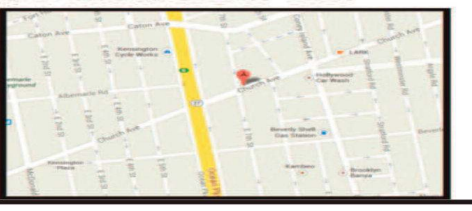
IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

হাজারো বছরের পুরনো ভাইরাস সক্রিয়!

(প্রথম পাতার পর)

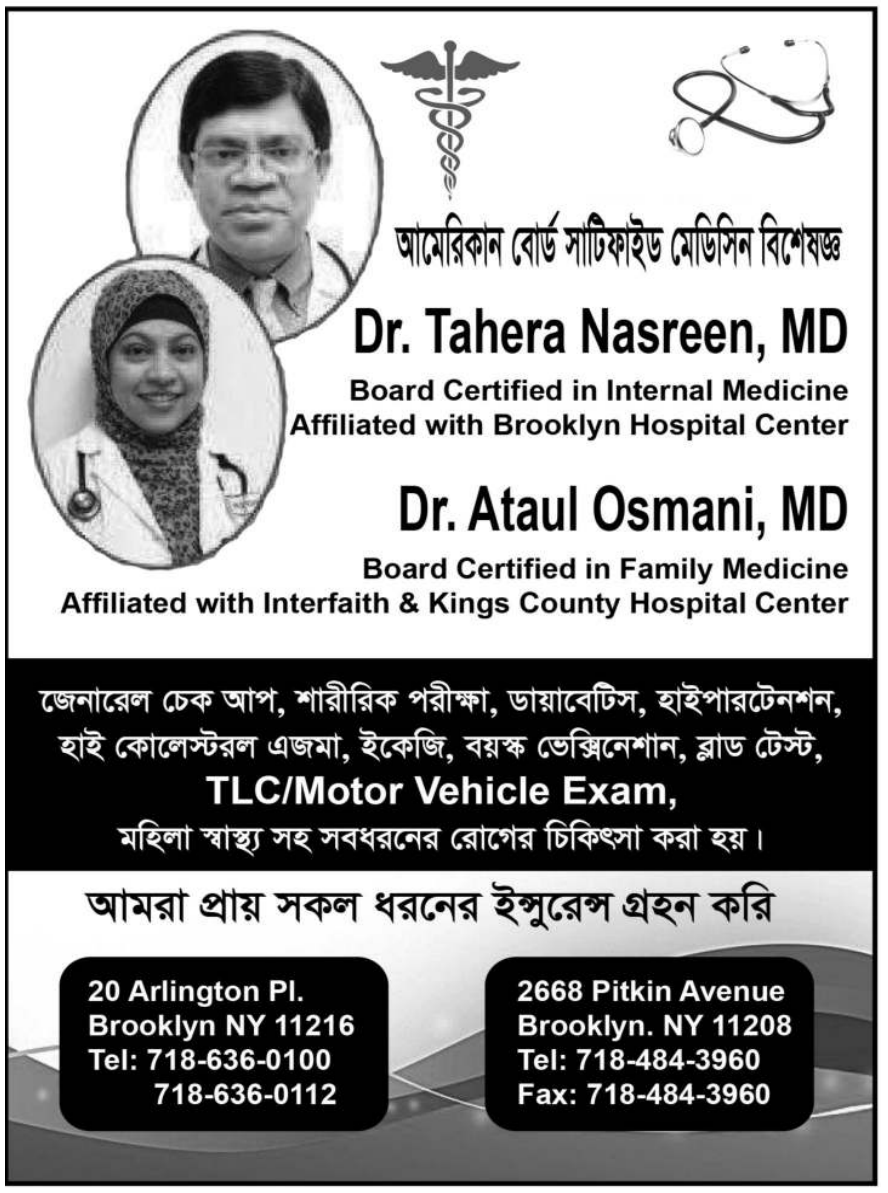
অঞ্চলের জন্য অতিমাত্রায় তাপদাহের ভয়াবহ এক যুগের সূত্রপাত। এমনিতেই করোনা ভাইরাস মহামারি সংক্রমণ বিশ্বকে ওলটপালট করে তুলেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এই ধারা। এতে পৃথিবী অতিমাত্রায় গরম হয়ে উঠছে। এতে আর্কটিক অঞ্চলে হিমায়িত অবস্থায় থাকা ভাইরাসগুলো সক্রিয় হয়ে আক্রমণ ঘটাতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এসব ভাইরাস হাজার হাজার এমনকি লাখো বছরের পুরনো। তারা আর্কটিক অঞ্চলের বরফের নিচে হিমায়িত হয়ে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু আর্কটিক অঞ্চল পৃথিবীর অন্য অংশের তুলনায় দ্বিগুন বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রথমবারের মতো এসব ভাইরাস সক্রিয় হচ্ছে। সর্বশেষ আইসএইজ বা বরফ যুগের পরে এই প্রথম এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর ফলে ওইসব ভাইরাস বা প্যাথোজেন অবমুক্ত হয়ে পড়ছে, যা আধুনিক মানব সভ্যতা এর আগে কখনো মুখোমুখি হয় নি।

পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রীনপিসের অনুসন্ধানী সংবাদ মাধ্যম আনআর্থেড'কে এইক্স মার্সেইলি ইউনিভার্সিটির ভাইরোলজিস্ট জ্যাঁ মিশেল ক্লাভেরি বলেছেন, ব্যাকটেরিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। তাই এ ধারণা গ্রহণযোগ্য। তবে বাকি বিতর্ক হতে পারে তারা কতদিন বাঁচে তা নিয়ে। ব্যাকটেরিয়া কি ১০ লাখ বছর বাঁচে? ৫ লাখ বছর বাঁচে নাকি ৫০ হাজার বছর বাঁচে? এর জবাবে তিনি বলেন, এমন সব কঠিন প্রমাণপত্র রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে- হ্যাঁ। একেবারে চিরহিমায়িত অঞ্চলের গভীরে বেঁচে থাকতে পারে ব্যাকটেরিয়া এবং তারা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

একই প্রতিষ্ঠানের ড. চ্যান্টাল অ্যাবারজেল বলেছেন, প্রাচীনকালের হিমায়িত নমুনা থেকে আমরা ভাইরাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। তবে ৩০ হাজার বছর আগের ভাইরাসকে আমরা এটা করতে সক্ষম হই নি। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে।

এখন পর্যন্ত গবেষকরা প্রাচীনকালের ডিএনএ ভাইরাস সক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে অধিক নশ্বর আরএনএ ভাইরাসকে সক্রিয় করতে সক্ষম হননি। স্প্যানিশ ফ্লু এবং বর্তমানের করোনা ভাইরাসের মতো রোগ সৃষ্টি করে আরএনএ ভাইরাস। ডিএনএ ভাইরাস যেসব রোগ সৃষ্টি করে তার মধ্যে রয়েছে বর্তমানে নির্মূল করে দেয়া স্মলপক্স। ব্যাকটেরিয়া থেকে আরো একটা হুমকি এসেছিল ২০১৬ সালে। সেটা হলো অ্যানথ্রাক্স, যা মেরে ফেলেছিল হাজার হাজার বল্গাহরিণকে।

ড. ক্লাভেরি বলেছেন, শুধু চিরহিমায়িত অঞ্চলের গলন থেকেই ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এমন নয়। একই সঙ্গে যেসব এলাকায় দীর্ঘদিন মানুষের বসতি বিরল সেখানে মানুষ ও পশুর কর্মকা- থেকেও এমন ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো বলেন, যখন হিমায়িত অবস্থা থেকে প্রকৃতিতে ভাইরাস অবমুক্ত হয়, তখন কি ঘটে? তিনিই উত্তর দিচ্ছেন। বলেন, তা নদীতে গিয়ে পড়ে। তা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে যায়, যা ভাইরাসের জন্য খুব খারাপ। তারা আলোর সঙ্গে মিশে যায়। যা ভাইরাসের জন্য খারাপ। ফলে তারা যদি দ্রুত কোনো গ্রহীতাকে খুঁজে না পায় তাহলে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে না। যদি এই ভাইরাস কোনো উপযুক্ত পোষকের সংস্পর্শে আসে তখনই তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই যেখানে হিমায়িত অবস্থায় ভাইরাস আছে, সেখানে যদি কোনো মহামারি সংক্রমিত মানুষকে রাখেন, তাহলে তিনি সংক্রমিত হবেন। তাতে নতুন এক মহামারি সৃষ্টি হতে পারে।







এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪২ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

কানাডার লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে মুসলিম উদ্বাস্তু সালমা

(৩ পাতার পর)

করেছেন তিনি। মঙ্গলবার কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সালমা লাখানিকে আলবার্টা প্রদেশের ১৯তম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ঘোষণা করেন। সালমা লাখানি, একজন কমিউনিটি আইনজীবী, একইসঙ্গে ব্যবসায়ীও। জাস্টিন ট্রুডো বলছেন, সালমা লাখানি কানাডিয়ানদের জন্য অনুপ্রেরণা হবেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে তিনি আলবার্টার জনগণ ও কানাডার জন্য দারুণভাবে কাজ করবেন বলে তার আশা। এডমন্টনের নরকোয়েস্ট কলেজের যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি ছিল না তাদের সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অন্যতম মেন্টর ছিলেন সালমা লাখানি। লাখো শিক্ষার্থীর আর্থিক সহায়তায় করা কলেজটির '১০০০ নারী : লক্ষ সম্ভাবনার যাত্রা' উদ্যোগের উপদেষ্টা কমিটিতে এখনো রয়েছেন তিনি।

তিনি কানাডায় নতুন উদ্বাস্তুদের অধিকারে সোচ্চার ছিলেন। কাজ করেছেন নারীদের অধিকার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে। আলবার্টার বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর লইস মিশেলের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন সালমা। মিশেল ২০১৫ সালের জুন থেকে এতদিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। সূত্র: পূবের কলম

ক্রাইস্টচার্চে ৫১ মুসল্লিকে হত্যা করা ট্যারান্টের সাজা আগামী মাসে

(৩ পাতার পর)

মামলার রায় কার্যক্রমও। নিউজিল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ক্যামেরন ম্যান্ডের জানিয়েছেন, ২৪ আগস্ট ঘোষণা করা হবে ট্যারেন্টের সাজা।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে ম্যান্ডের বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডে এখন কভিড-১৯-এর সংক্রমণ না থাকায় আমাদের আদালতও স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরেছে। জনসাধারণ, বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত ভিকটিম ও তাদের পরিবার আদালতের অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারবেন।'

এর আগে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫১ জনকে হত্যার পাশাপাশি আরো ৪০ জনকে হত্যাচেষ্টা এবং সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ ছিল ট্যারান্টের বিরুদ্ধে, যার সবগুলোই স্বীকার করেছে ট্যারেন্ট। ২৬ মার্চ আদালতে অল্পসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে ক্রাইস্টচার্চের আদালতে ব্রেন্টন তার দোষ স্বীকার করে। যদিও এর আগে সব অভিযোগই অস্বীকার করেছিল হামলাকারী।

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

Law Offices of
H. Bruce Fischer ESQ PC
Practice Limited to
Construction Accident
Motor Vehicle Accident
Medical Malpratice



H. Bruce Fischer, ESQ
Attorney At Law
New York
Phone: 212-957-3634



Mohammed N Mujumder, LLM
Master of Laws (NY)
Senior Paralegal
Cell: 917-597-6349

We Recovered Millions of Dollars For Accident Victims

We Speak Bangli.
Past Result does not guarantee future outcomes

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

Dynamic Tax, Accounting & Immigration Services
ডাইনামিক ট্যাক্স একাউন্টিং এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

দীর্ঘ ১৮ বৎসর সাফল্যের পর আমাদের নতুন শাখা এখন জ্যামাইকায়

আইআরএস-এর নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ রিফান্ডের নিশ্চয়তা।
দক্ষতার সাথে দ্রুত ও নির্ভূল ট্যাক্স-এর জন্য আমাদের সেবা নিন।

আইআরএস এবং স্টেট অডিট সংক্রান্ত সহযোগিতা সহ একাউন্টিং সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে থাকি।

২০১৯ সালের "বেস্ট অফ ব্যাকফুস" এওয়ার্ড বিজয়ী

আমাদের সেবাসমূহঃ-

www.dynamicsrv.com

- ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স ফাইল
- সেলস ট্যাক্স রিটার্ন
- পে-রোল এন্ড বুকপিপিং
- কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ এন্ড এলএলসি
- ইমিগ্রেশন সার্ভিস

Bronx Office:
2098 Starling Avenue,
Bronx, NY 10462
Phone: 646-295-3811,
347-389-4420,
917-536-9770

Jamaica Office:
168-29 Hillside Ave. Suite -2C, Jamacia, NY 11432
Phone: 646-295-3811,
347-389-4420,
917-536-9770

যে সুযোগে দেশ থেকে তাঁদের টাকা পাচার

(৪৩ পাতার পর)

দিয়ে পাকিস্তান তার নাগরিকদের নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে দেশে-বিদেশে থাকা অপ্রদর্শিত সম্পদ ঘোষণার সুযোগ দিয়েছে। বিদেশে থাকা সম্পদের ওপর ৪ শতাংশ এবং বিদেশে থাকা নগদ অর্থের ওপর ৬ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে। সারচার্জসহ এই সুযোগের মেয়াদ ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত।

এদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারতীয় নাগরিকদের বিদেশে থাকা সম্পদ তাঁদের কর নথির রিটার্নে দেখানোর সুযোগ দেয় ভারতের দ্য সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিটিবি)। ভারতের নাগরিকদের বিদেশে সম্পদ বা আয় আছে কি না, তা জানতে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকেও গোয়েন্দা উদ্যোগ আছে। ওই সব দেশের দূতাবাসে প্রথম সচিবের মর্যাদায় একজন কর কর্মকর্তার নেতৃত্বে আছে ইনকাম ট্যাক্স ওভারসিজ ইউনিট (আইটিওইউ)। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরিশাস, সাইপ্রাসএসব দেশের ভারতীয় দূতাবাসে আইটিওইউ আছে।

আবার বিনিয়োগ করেও উন্নত দেশে নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। বৈধ-অবৈধ পথে ওই সব দেশে বিনিয়োগের অর্থ যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কয়েকটি দেশ ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে গোল্ডেন ভিসার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের নাগরিকত্ব বা স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়। শর্ত হচ্ছে, ওই দেশে আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে। ২০১৭ সালের দিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এভাবে নাগরিকত্ব দেওয়াকে নিরাপত্তায় ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছিল।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) মার্কিন নাগরিকদের বিদেশে থাকা সম্পদ ঘোষণায় প্রায়ই সুযোগ দেয়। ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্ট অ্যাক্ট (এফএটিসিএ) নামে একটি আইন পাস করেছে। এর আওতায় বিশ্বের যেকোনো দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো মার্কিন নাগরিকের যদি ৫০ হাজার ডলারের বেশি অর্থ বা সম্পদ থাকে, তা জানতে চাইতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। এই আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর গড়ে ৮০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ বাড়তি কর পেয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, দ্বৈত নাগরিকদের দেশে-বিদেশে সম্পদের হিসাব কর নথিতে থাকা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। এ দেশ থেকে অনেকেই টাকা পাচার করেছেন। অবৈধ উপায়ে একবার টাকা বিদেশে নিয়ে গেলে তা সেখানে রাখতেই বেশি নিরাপদ মনে করেন তাঁরা। আবার প্রভাবশালীদের অনেকের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে। অবশ্য দ্বৈত নাগরিকত্ব না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে সম্পদ বানানো সম্ভব। এ দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে টাকার বান্ডিল নিয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার আপত্তি জানায় না। সেই টাকায় বাড়ি-গাড়ি কিনলেও কর বিভাগ জানতে চায় না তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কি না, স্থায়ীভাবে বসবাস করেন কি না। শুধু ওই অর্থের ওপর কর দিলেই সম্পদ কেনা যায়।

টাকা পাচারে সরকারি উৎসাহ

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হলেও সরকার কিন্তু এবার এর শাস্তি কমিয়ে দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে পাচার করা অর্থের ওপর কেবল কর আরোপের কথা বলেছেন। বাজেট অনুযায়ী, লেনদেন করার সময় চালানে বেশি মূল্য দেখানো (ওভার ইনভয়েসিং) বা কম মূল্য দেখানোর (আন্ডার ইনভয়েসিং) মাধ্যমে অর্থ পাচার হলে সেই অর্থের ওপর ৫০ শতাংশ কর আরোপ করা হবে। এর মানে, আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে টাকা পাচার হলে এবং তা যদি ধরা পড়ে, তাহলে পাচার করা টাকার অর্ধেকের সমপরিমাণ টাকা দিলেই মাফ পাওয়া যাবে।

কিন্তু ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে বলা হয়েছে, অর্থ পাচারকারীর শাস্তি ৪ বছর থেকে ১২ বছর। এ ছাড়া যে পরিমাণ সম্পদ পাচার হয়েছে, এর দ্বিগুণ পরিমাণ কিংবা ১০ লাখ টাকাড়এর মধ্যে যেটি বেশি হবে তা জরিমানা করা হবে। আবার পাচারকৃত পুরো সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিধানও রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কারণে এই আইন বাংলাদেশকে করতে হয়েছে। অথচ বাজেটে অর্থমন্ত্রী বললেন ভিন্ন কথা।

টাকা পাচার নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটির (জিএফআই) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা লেনদেনের আড়ালে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ডলার বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। তাদের হিসাবে, বাংলাদেশ থেকে যত টাকা পাচার হয়, এর মধ্যে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে হয়। এর বাইরে হুন্ডির মাধ্যমেও বিপুল অর্থ পাচার হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান সামগ্রিক বিষয় নিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলেও নাগরিক একজনই। তাই ওই দ্বৈত নাগরিক দেশ ও দেশের বাইরে যে আয় ও সম্পদ অর্জন করেছেন, সে বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব এনবিআরের। এনবিআরের সক্ষমতায় ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে এনবিআরের সদিচ্ছাও থাকতে হবে। কারণ, দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়া করদাতা এ দেশে কিংবা ওই দেশেড়কোনো জায়গায় অবৈধ সম্পদ অর্জন করতে পারবেন না। এ দেশ থেকে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছেন কি না; বৈধ সম্পদ অবৈধভাবে নিচ্ছেন কি না, তাও দেখতে হবে। তাই কর নথিতে বিদেশের সম্পদের বিবরণ থাকা উচিত।

অর্থ পাচার প্রসঙ্গে ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, ৫০ শতাংশ কর দিয়ে পাচার করা অর্থ বৈধ করার সুযোগটি খুনের মামলার আসামিকে তিরস্কার করার মতো। এনবিআরের এ ধরনের সুযোগ দেওয়া অর্থ পাচারকে উৎসাহিত করবে। এভাবে ঢালাও সুযোগ দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC


বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
We perform tests in the office:
ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.
EKG/Electrocardiogram
Echocardiogram
Cardiac stress test
Vascular studies
Allergy Test
Nerve Test/Sudoscan
TB/PPD testing
Spirometry/Lung Test
Peak flow
Test for Heartburn


Blood test done in the office
We provide Vaccines for:
Hepatitis A
Hepatitis B
Influenza
Meningitis
Measles
Mumps
Pneumococcal
Rubella
Tetanus/Tdap
Varicella
Physical Exam
Pre-employment Exam
Physical for school
CDL certification
TLC Certification
Home Health Aid/HHA Certification
We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.
Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm
Call us today at 718-297-4300


আমরা বাংলায় কথা বলি....
Apna Express Pharmacy Inc.
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি
TEL. 929-208-0602
DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS
74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

IRS e-file

ENROLLED AGENT

- Individual Tax
- All types of Business Tax
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- Represent Taxpayer before IRS/State Audit



Munir Ahmed,EA,MBA

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

37-15 73rd Street, Suite#207A,
(Bangladesh Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

মনোরম পরিবেশে দক্ষ জনবল নিয়ে নতুন সেবায়

রফিক এন্ড এসোসিয়েটস সি.পি.এ



MD. RAFIQUL ISLAM, CPA
M.A Economics/ Accounting, USA
B.Com (Hons), M.Com, Dhaka

ঠিকানা
484 McDonald Ave, Suite #2nd Floor
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-431-0632 & 718-431-0633
rafiqcpa@gmail.com
RAFIQUL7@aol.com

* ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন, লায়াবিলিটি, ডিজএ্যাবিলিটি, হোম ইন্স্যুরেন্স এবং বন্ড
* আমেরিকার সকল স্টেটের ট্যাক্স ফাইল করা হয়।
* সম্পূর্ণ বিজনেস একাউন্টিং, সেলস ট্যাক্স এবং পে-রোল সার্ভিসেস।
* ইমিগ্রেশন, সিটিজেনশীপ ইত্যাদি সার্ভিস এবং সেই হিসেবে ট্যাক্স ফাইল করা হয়।
* ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট।
* নট ফর প্রফিট।
* অতীতের সংশোধিত রিটার্ন এবং অডিট নিস্পত্তি।
* কর্পোরেশন, পার্টনারশীপসহ সব ধরনের ব্যবসা গঠন এবং যাবতীয় লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট।

৭দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা

সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স

ট্যাক্স, একাউন্টিং, বিজনেস, ইন্স্যুরেন্স ও ইমিগ্রেশন

সততা ও দক্ষতার সাথে ট্যাক্স ফাইল করে আপনাদের জন্য আইনানুগভাবে সর্বোচ্চ রিফান্ড এনে দেওয়াই আমাদের কাজ

RAFIQ & ASSOCIATES, CPA
484 McDONALD Insurance Agency LLC

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

এখন থেকে আর, এম ট্রেন সংলগ্ন ৬৩ ড্রাইভ কুইন্স বুলেভার্ড রিগো পার্ক মল থেকে ২ ব্লকের ৯৯/২২ ৬২ ড্রাইভেং বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর বা ২ জন মহিলাকে অগ্রাধীকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯৭-১৩৯৭ অথবা ৩৪৭-২১৩-৪১৫৯
০৬/১৪

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্ষ্ট-এর ৩০ এভিনিউ ৮৬ স্ট্রিটে নতুন রেনোভেটেড ২ রুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার ও আরেকটি ষ্টুডিও ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৪-৭০৩৭ অথবা ৭১৮-৬৫১-২৬৫৮
০৬/১৪

ড্রাইভার আবশ্যক

উবার/লিফট/জুনো????? হোন্ডা অ্যাকর্ড স্পোর্টস ২০১৬ টিএলসি প্লেট????? ক্লিন লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৩৩-৮৯০১
জুন-০১/০৮

রুমমেট চাই

ব্রঙ্কসের পাকচেস্টার এলাকায় ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১জন অধূমপায়ী রুমমেট চাই। ভাড়া ৪০০ ডলার বিল সহ। যোগাযোগ: ৭১৮-৬২৯-৭৫০৬ অথবা ৯১৭-৬৫০-৩৬৮২
০৬/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

রুমমেট চাই

১ জুলাই থেকে একজন পুরুষের জন্য সেমি বেসমেন্ট বড় ১টি রুম শেয়ার ভাড়া হবে। সাবওয়ে সহ সবকিছু হাতের নাগালে। ১০৯ এভিনিউ সাতফিন, জ্যামাইকা। বিল সহ ভাড়া ৪০০ ডলার। যোগাযোগ: ৫১৬-৮৫৩-৫৬৩২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

ষ্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ষ্টুডিও রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস, ট্রেন, বাংলা গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট সহ সব কিছু আছে। স্ট্রিট লেবেল বেসমেন্ট। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-২৪৫৯
০৬/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

যে সুযোগে দেশ থেকে তাঁদের টাকা পাচার

(৩ পাতার পর)

(এনবিআর) সহজ যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু বাংলাদেশের কোনো নাগরিক আইনত বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন না, তাই আয়কর বিবরণীতে এর জন্য কোনো জায়গা রাখা হয়নি। অথচ পাশের দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই ব্যবস্থা ঠিকই আছে। তারা এ থেকে করও পাচ্ছে।

বাংলাদেশে এই সুযোগ নিয়েই দেশ থেকে টাকা পাচার ও বিদেশের সম্পদ গড়ার কাজটিও অবাধে চালানো হচ্ছে। এর মধ্যেই আবার ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে টাকা পা

চার করলে মৃদু জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) এম হাফিজউদ্দিন খান এ নিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, যাঁরা টাকা পাচার করেন, তাঁরা বেশ প্রভাবশালী। আইন তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। কানাডায় পাচার করা টাকায় 'বেগমপাড়া' হয়েছে। সেখানে তাঁদের স্ত্রী-সন্তানেরা বিলাসী জীবন যাপন করেন। অথচ কানাডায় তাঁদের কোনো আয় নেই। তাঁদের বিলাসী জীবনের টাকা কোথা থেকে আসে, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তাঁর মতে, বিদেশে থাকা সম্পদ ও আয় এ দেশে দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে আইন সংস্কার করা দরকার।

আয়কর বিবরণীতে যা থাকে

এনবিআরের কাছে বার্ষিক কর নথি জমা দেওয়ার সময় একজন করদাতাকে আয়কর, ব্যয় ও সম্পদ এই তিন ধরনের তথ্য দিতে হয়। এর মধ্যে আয় বিবরণীতে কোন কোন খাত থেকে কত আয় হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হয়। তফসিল ২৪সি ফরমের মাধ্যমে ব্যবসা বা পেশার আয় দেখাতে হয়। কিন্তু এই ফরমের কোথাও বিদেশে আয়ের তথ্য চাওয়া হয়নি। সম্পদ বিবরণীর নির্ধারিত ফরমেও বিদেশে সম্পদ আছে কি না, তা জানতে চেয়ে কোনো সারণি রাখা হয়নি।

বিশিষ্ট আইনজীবী তানজীব উল আলম এ নিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, সম্পদ এবং আয় সমার্থক নয়। বর্তমানে প্রচলিত কর আইন অনুযায়ী শুধু দেশের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত আয়ের জন্য কর দিতে হয়, কিন্তু সম্পদ বিবরণী শুধু দেশীয় সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যা হচ্ছে, কেউ যদি সে সম্পদের বিবরণ গোপন করেন, তাহলে কী হবে। কারও অধিকারে যদি জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদ থাকে, তাহলে ১৯ ধারার অধীনে আয়কর নির্ধারণ করতে পারে কর কমিশনার। কিন্তু কার কত সম্পদ দেশের বাইরে আছে, সেটা জানার উপায় কী। এ ক্ষেত্রে করদাতা যদি ওই সম্পদ বিদেশে নিতে গিয়ে দেশের আইন ভঙ্গ করেন, তাহলে সেটা মুদ্রা পাচার আইনে অপরাধ এবং সে সম্পদ বাজেয়াপ্তযোগ্য।

উদ্যোগ নিয়েও এগোয়নি এনবিআর

২০১৯ সালের শেষের দিকে এনবিআর বিদেশে থাকা সম্পদ ঘোষণার বিধানটি রেখে এ থেকে কর আদায়ের একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। এ জন্য কর বিভাগের একটি বিশেষ দল কাজ শুরু করে। তবে আইনি জটিলতা হবেড়এই যুক্তিতে চূড়ান্ত সুপারিশমালা জমা দেয়নি ওই বিশেষ দল।

সে সময়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান ছিলেন মোশাররফ হোসেন ভূইয়া। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'দেশ থেকে যেহেতু বিদেশে বৈধ পথে বিনিয়োগের সুযোগ নেই, তাই আইনি কাঠামোর মধ্যে কর বিবরণীতে করদাতার বিদেশে থাকা সম্পদ দেখানোর সুযোগ রাখা হয় না। যখন ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তখন সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন, দ্বৈত নাগরিকেরা এ দেশে অর্জিত আয় কর নথিতে দেখান। আর বিদেশের বৈধ আয় ওই দেশের কর নথিতে দেখান। সম্পদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র।'

তাঁর মতে, বিদেশে থাকা সম্পদ দেখানোর আরেকটি বড় সমস্যা হলো, অনেকেই বৈধ পথে টাকা নিয়ে সম্পদ বানাননি।

নাগরিকত্বের আড়ালে টাকা পাচার

এনবিআর পিছিয়ে এলেও পারিবারিক বা বিনিয়োগের সূত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়াসহ বহু দেশে নাগরিকত্ব নিয়েছেন বা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বহু বাংলাদেশি। এর মধ্যে মালয়েশিয়ার 'মাই সেকেন্ড হোম' কর্মসূচির আওতায় বহু বাংলাদেশি ওই দেশে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ নিয়েছেন। মাই সেকেন্ড হোম কর্মসূচির ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৪ হাজার ১৩৫ জন বাংলাদেশি এই কর্মসূচিতে মালয়েশিয়ায় স্থায়ী হয়েছেন। চীন ও জাপানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। এই কর্মসূচির আওতায় মালয়েশিয়ায় স্থায়ী হতে ৫ লাখ রিঙ্গিত ওই দেশের ব্যাংকে নগদ রাখতে হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। প্রতি মাসে ১০ হাজার রিঙ্গিত সমপরিমাণ আয় দেখাতে হয়। একইভাবে কানাডায় বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমেও স্থায়ী হওয়ার সুযোগ নিয়েছেন অনেক বাংলাদেশি। আবার অনেক বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভিয়েতনাম, সাইপ্রাসসহ বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করেছে। আমদানি-রপ্তানির আড়ালে এবং হুন্ডিসহ নানা উপায়ে ওই দেশে টাকা পাচার করা হয়েছে। আমলাদের একটি বড় অংশও অবৈধ উপার্জিত অর্থ পাচার করে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছে।

দেশে দেশে উদ্যোগ

দ্বৈত নাগরিকদের কর ফাঁকি ও টাকা পাচার নিয়ে বিপাকে থাকা অনেক দেশই বিদেশে থাকা সম্পদ জানা এবং কর আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে। সার্কভুক্ত দেশ ভারত ও পাকিস্তানের কর নথিতে আগে বিদেশি সম্পদ দেখানোর কোনো সুযোগ রাখা ছিল না। ২০১৯ সালে দুটি দেশই তাদের নাগরিকদের বিদেশে থাকা সম্পদ কর নথিতে দেখানোর বিশেষ সুযোগ দিয়েছে।

গত ২০১৯ সালের ১৬ মে বিশেষ অধ্যাদেশ (বাকী অংশ ৪১ পাতায়)

ঘোষণা

প্রিয় পাঠক,

বাংলা পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার্থে পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের জন্য নতুন ই-মেইল খোলা হয়েছে। এখন থেকে সকল বিজ্ঞাপনদাতাকে নতুন ই-মেইলে

adbanglapatrikausa@gmail.com

তাদের বিজ্ঞাপন পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ই-মেইলটি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্য। নিউজ প্রেরণের ই-মেইল banglapatrikausa @gmail.com

ধন্যবাদান্তে-

সম্পাদক

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

"House For Sale, As-is"
ON CLOSE BITS
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.
Need : 716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী
খুজছেন সন্ধান দাতা
আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?
সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।
৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।
খান ভাই
646-637-7590
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com


মুসলিম কাজী
কাজী মাওলানা ক্বারী
মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম
এম.এম.এম.এফ
পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।
1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472
Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)
Email: mmislam67@yahoo.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা

(প্রথম পাতার পর)

পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। দুই দেশই সমানভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে লাদাখ সীমান্তে উড়ল একের পর এক যুদ্ধবিমান। উড়ল মিলিটারি হেলিকপ্টারও। শনিবার প্রকাশ্যে এসেছে সেই ছবি। ছবিতে দেখা যায়, একের পর এক যুদ্ধবিমান উড়ছে চীন সীমান্তের আকাশে। উড়ছে ভারতের মিগ, সুখোই মডেলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিমান। অ্যাপাচি হেলিকপ্টারও উড়তে দেখা গেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক স্কোয়াড্রন লিডার জানান, দেশজুড়ে সব বিমানবাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুতি নিয়েছেন। যেকোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ট্রেনিং নিয়েছে বিমানবাহিনীর সদস্যরা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের জোশ সব সময় হাই।'

ফ্লোরিডা ও টেক্সাসে করোনা আক্রান্তের রেকর্ড

(প্রথম পাতার পর)

লোক সংক্রমিত হয়েছেন। এই অতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে টেক্সাসে সর্বাধিক সংখ্যক রোগী ভর্তি হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ২৩৮ রোগী ভর্তির পর রাজ্যটিতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মোট রোগীর সংখ্যা এখন সাত হাজার ৮৯০ জন।

কয়েক মাস আগেও মহামারী কেন্দ্রভূমি ছিল নিউইয়র্ক। শনিবার রাজ্যটিতে ৮৪৪ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অথচ করোনা সংকট যখন চূড়ায় উঠেছিল, তখন রাজ্যটিতে হাসপাতালের ১৯ হাজার শয্যা কোভিড-১৯ রোগীরা দখল করেছিলেন। কেবল জুলাইয়ের প্রথম চারদিনেই যুক্তরাষ্ট্রের ১৪টি রাজ্যে মহামারী সংক্রমণ রেকর্ডসংখ্যক বেড়েছে। রোগটিতে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৩০ হাজার আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ও ফ্লোরিডার মতো জনবহুল রাজ্যসহ অন্তত ১৮টি রাজ্যে গত দু সপ্তাহে রোগনির্ণয় পরীক্ষার আনুপাতিক হারে অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সাম্প্রতিক করোনা প্রাদুর্ভাবের উত্থান দেখা গেছে। অথচ মহামারীর শুরুর দিকেই এসব রাজ্যে বাধ্যতামূলক ব্যবসায়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

শনিবার ফ্লোরিডায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ডসংখ্যক ১১ হাজার ৪৫৮ জন বেড়েছে। রাজ্যটির স্বাস্থ্যবিভাগে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ রাজ্যটিতে তিন দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের মতো করোনা সংক্রমণ দিনে ১০ হাজার ছাড়িয়েছে। আর টেক্সাসে শনিবার আট হাজার ২৫৮ রোগী করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। আর শুক্রবারে নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, টেনেসি, আলাস্কা, মিসৌরি, আইদাহো, আলবামায় সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ ভাইরাসটিতে সংক্রমিত হয়েছেন। তবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও মৃত্যুর হার সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কমেছে। তরুণ ও স্বাস্থ্যবান লোকজনের মধ্যেও করোনা আক্রান্ত বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভয়ঙ্কর 'মগজ খেকো' অ্যামিবার সন্ধান,

(প্রথম পাতার পর)

এককোষী মুক্তজীবী এই প্রাণীটি মানুষের শরীরে ঢুকতে পারলে মস্তিষ্ক ধ্বংস করে দেয়। 'নাইজেলরিয়া ফ্লাওয়ারি' নামের এই অ্যামিবার সন্ধান এর আগে পাকিস্তানে পাওয়া যায়। ২০১২ সালে দেশটিতে এর কারণে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এটি সাধারণত সাঁতারের সময় নাক দিয়ে প্রবেশ করে। 'নাইজেলরিয়া ফ্লাওয়ারি'কে বিজ্ঞানীরা 'মগজ-খেকো' অ্যামিবাও বলে থাকেন।

'নাইজেলরিয়া ফ্লাওয়ারি' পানির মাধ্যমে ছড়ায়। মস্তিষ্কে ঢুকে স্নায়ু ধ্বংস করে ফেলে। নদী, পুকুর, হ্রদ ও ঝরনার পানি যেখানে উষ্ণ, সেখানে এ ধরনের অ্যামিবা বাস করে। এছাড়া শিল্পকারখানার উষ্ণ পানি পড়ে এমন মাটি ও সুইমিংপুলেও এ ধরনের অ্যামিবার দেখা মেলে। এ অ্যামিবা মস্তিষ্কে ঢুকে পড়লে মারাত্মক কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। প্রাথমিক অবস্থায় লক্ষণ থাকে হালকা মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথা, জ্বর ও পেটব্যথা।

১৯৬২ সাল থেকে ফ্লোরিডায় অ্যামিবার ৩৭টি ঘটনার কথা শোনা গেছে। 'নাইজেলরিয়া ফ্লাওয়ারি' পাওয়া গেছে হিলসবোরো কাউন্টিতে। মারাত্মক ক্ষতিকর এই অ্যামিবা থেকে দূরে থাকতে সাঁতারের সময় বিশেষ সাবধানতা অবম্বলন করতে বলেছেন ফ্লোরিডার বিজ্ঞানীরা। নাক দিয়ে যেন কোনোভাবে পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফ্লোরিডার স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামিবায় এখন পর্যন্ত ১৪৩ জন সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র চারজন বাঁচতে পেরেছেন!

করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়বে অক্সফোর্ডের টিকা!

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের তৈরি করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) টিকাটির শেষ পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে। তৃতীয় তথা শেষ পর্যায়ের ট্রায়ালে আট হাজার স্বেচ্ছাসেবকের ওপর এটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে করোনার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম তাঁদের তৈরি টিকা, এমনটাই দাবি করলেন অক্সফোর্ডের প্রতিষেধক গবেষণার প্রধান ড. সারা গিলবার্ট। ড. গিলবার্ট জানান, করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সফল হয়েছে এই টিকা। একাধিক পরীক্ষায় তার প্রমাণও মিলেছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের তৈরি এই প্রতিষেধক করোনার বিরুদ্ধে বছরখানেক ধরে প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম বলে দাবি গিলবার্টের।

অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের তৈরি করোনা টিকার সুরক্ষার মেয়াদ নিয়ে আগেই জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট 'অ্যাস্ট্রা জেনিকা'র কার্যনির্বাহী প্রধান পাস্কাল সরিওট। তিনি জানান, এই প্রতিষেধক এক বছর পর্যন্ত করোনার থেকে সুরক্ষা দিতে পারবে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।

অক্সফোর্ডের প্রতিষেধক বিশেষজ্ঞ ড. সারা গিলবার্ট অবশ্য দাবি করেন, তাঁদের তৈরি করোনার টিকা বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম। শরীরের সাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতার চেয়ে অনেকটাই শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়তে পারবে অক্সফোর্ডের এই প্রতিষেধক।

ইতিমধ্যেই এই প্রতিষেধকের উৎপাদনের কাজ শুরু করে দিয়েছে ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট 'অ্যাস্ট্রা জেনিকা' এবং ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট। টিকাটি উৎপাদনের কাজ শুরু হবে ব্রাজিলেও। যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ হাজার, ইংল্যান্ডের ১০ হাজার এবং ব্রাজিলে অন্তত দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবকের ওপর এই টিকার অন্তিম পর্বের হিউম্যান ট্রায়াল হবে। তবে সব কিছুর আগে প্রতিষেধকের সুরক্ষার বিষয়টিতেই জোর দিয়েছেন অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তাঁরা।

করোনায় মৃত্যু: শীর্ষে ঢাকা, সবচেয়ে কম ময়মনসিংহে

(প্রথম পাতার পর)

চট্টগ্রামে ৫২১ জন, রাজশাহীতে ১০১ জন, সিলেটে ৮৪ জন, খুলনায় ৮২ জন, বরিশালে ৬৭ জন, রংপুরে ৫৩ জন এবং ময়মনসিংহে ৪৮ মারা গেছেন। এছাড়া এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার ৫৮৭ আর নারী ৪১০ জন। উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল, তার ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে।

ভোটের জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে জো বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

পুনরাবৃত্তি ঘটবে। '২০১৬ সালে নিউইয়র্ক টাইমস এর জরিপ ছিল ভুয়া! ফক্স নিউজের জরিপ ছিল তামাশা!' এ কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, চার বছর আগে জাতীয় নির্বাচনের জরিপে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে বিজয়ী দেখানো হয়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সবগুলো জাতীয় ভোট জরিপে একই ধরণের ফলাফল আসছে। এতে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের চেয়ে বেশ পিছিয়ে রয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস এবং সেইনা কলেজের সর্বশেষ জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে জো বাইডেন ১৪ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন। পর্যবেক্ষকদের অভিমত নির্বাচনের প্রচারণার আরো চার মাস বাকি আছে। তবে তারা উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালের জরিপে হিলারি ক্লিনটনের চেয়েও উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জো বাইডেন এগিয়ে রয়েছেন।

এদিকে ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেনের রানিংমেট অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে সাবেক ফাস্ট লেডি মিশেল ওবামার নাম সহ আরো অনেকেরই নাম আলোচিত হচ্ছে। এনিয়ে চলছে জনমত জরিপ।

র‍্যাপশিল্পী কেনি ওয়েস্ট'র প্রার্থীতা ঘোষণা

অপরদিকে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জনপ্রিয় র‍্যাপশিল্পী কেনি ওয়েস্ট। গত শনিবার এক টুইটে এ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক হিসেবে নিজেকে জাহির করা ওয়েস্ট হঠাৎই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। টুইটারের এক পোস্টে কেনি ওয়েস্ট লিখেছেন, 'আমাদের এখন অবশ্যই ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের লক্ষ্য ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে।' এরপরই তিনি ঘোষণা দেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ছি আমি।' এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার একটি ইমোজি ও '২০২০ভিশন' হ্যাশট্যাগ পোস্টকরেন এ র‍্যাপার।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার ঘোষণার পর থেকেই কেনি ওয়েস্টকে সমর্থন জানিয়েছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইলেক্ট্রিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'টেসলা'র প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। এক টুইটে কেনি ওয়েস্টের উদ্দেশে এ ধনকুবের লিখেছেন, 'তোমার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

তবে, কেনি ওয়েস্ট সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন কি-না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। আর চার মাস পরেই অনুষ্ঠিত হবে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এখনো অনেক অঙ্গরাজ্যেই স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণার সুযোগ রয়েছে। তবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কেনি ওয়েস্টের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে। কারণ, তিনি বরাবরই ট্রাম্পের সমর্থক বলে পরিচিত। সম্প্রতি স্ত্রী কিম কার্দেশিয়ানকে নিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎও করে এসেছেন তিনি। ফলে এটি ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার কোনো কৌশল কি-না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। সংবাদসূত্র :আল-জাজিরা

করোনা: যে ৫ ভুলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে

(প্রথম পাতার পর)

মেনে তবেই বাইরে পা রাখতে হচ্ছে। তবে যেহেতু এখন অনেকেই বাইরে বের হচ্ছেন, তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে বাইরে বের না হওয়াই ভালো।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানাচ্ছে ৫টি ভুলের কথা, যার মাধ্যমে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে।

১. করোনাভাইরাস সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই বাইরে যাচ্ছেন

করোনাভাইরাসের সুরক্ষা সামগ্রী বলতে আমরা বুঝি মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং গ্লাভস, টিস্যু। আমরা অনেকেই মনে করি করোনা আমার শরীরে নেই এবং প্রবেশ করতে পারবে না। সেই বিশ্বাসে করোনাভাইরাস সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই আমরা যখন-তখন বাইরে যাচ্ছি। আর সেজন্য বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি।

তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, বাসার বাইরে বের হওয়ার আগে অবশ্যই হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর টিস্যু পেপার সঙ্গে রাখবেন। আর মাস্ক তো অবশ্যই পরবেন।

২. অনেকেই ধরে নিচ্ছেন ভাইরাস নেই, এটা গুজব

করোনাভাইরাসকে আমাদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাবে নিচ্ছেন। যেটা আপনার আর আশপাশের লোকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর এমনটা ভাবার কারণে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি অনেককেই জীবন দিতে হচ্ছে। তাই, ভাইরাস নেই এটা মনে করবেন না। বরং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেলে চলার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

৩. অনেকেই কারণে-অকারণে শপিং করতে যাচ্ছেন

করোনার কারণে প্রায় তিন মাসের বেশি সময় লকডাউনে বাসায় কাটানোর পর চতুর্দিকে যখন দোকানপাট, শপিংমল খুলেছে, ঠিক তখন কারণে-অকারণে অনেকেই শপিং মলে যাচ্ছেন। যেটা করোনার ঝুঁকিতে ফেলছে আপনাকে।

৪. বিরত নেই বাইরের জিনিস স্পর্শ থেকে

করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করার পরও এখনও অনেকেই বিরত নেই বাইরের জিনিস স্পর্শ করা থেকে। যেটা খুব সহজেই সংক্রামণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আপনাকে। আর এই কাজটি করার ফলে আক্রান্ত হচ্ছেন আপনি।

৫. করোনাভাইরাস সংক্রান্ত খবর এড়িয়ে যাচ্ছেন, অসতর্ক থাকছেন

অনেকেই করোনাভাইরাস নিয়ে কোনও খবর সামনে আসলে সেটি এড়িয়ে যাচ্ছেন। ভাইরাসটির মত সংবাদটিও ফেইক মনে করছেন। ফলে আপনি নিজেই অসতর্ক থাকছেন। আর এতে নিজেই বিপদে পড়ছেন।

আমেরিকায় মহাসঙ্কট

(৪ পাতার পর)

বিক্ষোভকারীরা যদি হোয়াইট হাউজের নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে ঢুকেই পড়ত, তাহলে সবচেয়ে হিংস্র কুকুর আর ভয়ঙ্করতম অস্ত্রের মুখে পড়তে হতো তাদের।' তার শ্বেতাঙ্গপ্রীতির বড় উদাহরণ হলো, মে মাসে শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীগুলো করোনার কারণে আরোপিত লকডাউন তুলে নেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা তো নেয়ইনি; বরং ট্রাম্প তাদের সমর্থন দিয়ে গভর্নরদের চাপ সৃষ্টি করেছেন লকডাউন তুলে নেয়ার জন্য। এ বিষয়টি সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, গণতান্ত্রিক উপায়ের চেয়ে শক্তি দিয়ে এই বিক্ষোভ দমনের নীতিই গ্রহণ করেছে ইউএস প্রশাসন। ইতোমধ্যে দু'টি অঙ্গরাজ্যে দু'জন বিক্ষোভকারী পুলিশ বা অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হলেন। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ইত্যাদি বিক্ষোভকে আরো উসকে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদীরাও বিক্ষোভে শরিক হয়ে লুটতরাজ ও ভাঙচুর করে আন্দোলনকারীদের কলঙ্কিত করার প্রয়াস পাচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। এ দিকে কী ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে বিক্ষোভ দমন করবেন তা নিয়ে বিভ্রান্তিকর পরামর্শ দিচ্ছেন ট্রাম্পের পরামর্শদাতারা। তারা পরস্পরবিরোধী দু'ধরনের পরামর্শ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্টকে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বিক্ষোভ মোকাবেলায় নরম বা গরম কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করবে তা নির্ধারণে দোদুল্যমানতার মধ্যেই ট্রাম্পের ইতস্তত মন্তব্য ক্ষোভকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে মনে করেন অনেকে। তা ছাড়া আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথাও তাদের ভাবতে হচ্ছে। কারণ বিক্ষোভ দমনের পদ্ধতির ওপর পরবর্তী নির্বাচনে কাদের হারাবেন আর কাদেরটা অর্জন করতে পারবেন এটা তাদের ভাবিয়ে তুলছে। কিন্তু এ দিকে বিক্ষোভ ক্রমেই ফুঁসে উঠছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতিই মার্কিন প্রশাসন পছন্দ করছে বলে মনে হচ্ছে। তবে তা গণ-অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা প্রশাসন বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি আগে থেকেই বর্ণবাদী আচরণের কারণে প্রস্তুত ছিল। বর্তমান 'কোভিড-১৯' মহামারী মানুষের সেই ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির মুখে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে করোনা মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা লন্ডভন্ড হয়ে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবহেলা আর অদূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে তারা যেন মহামারীর কাছে নীরবে আত্মসমর্পণ করেছে। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে আর আক্রান্ত প্রায় ১৮ লাখের বেশি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতির অপ্রতুলতা এবং স্বাস্থ্য অবকাঠামোর চরম দুরবস্থা দেশবাসীর সামনে নগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্য দিকে, প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে (ডেইলি স্টার : ০৯-০৫-২০২০)। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব সমাজের সর্বক্ষেত্রে থাবা মেলেছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭৫ হাজার মানুষ হতাশার মুখে আত্মহত্যা করতে পারে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকেই গণবিস্ফোরণের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছিল। এর মাঝে করোনা এই বিস্ফোরণের বারুদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের এই গণবিক্ষোভ সারা বিশ্বের জন্য একটি সতর্কবার্তা। বর্তমানে করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে বিশ্বের দেশগুলো বারুদের ওপর অবস্থান করছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ যেকোনো হালকা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট হবে গণরোষের বিস্ফোরণের উপাদান; বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য। করোনা মহামারীর চাপে মানুষ এমনিতেই বিক্ষুব্ধ। এর মধ্যে যেকোনো ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা গণ-অসন্তোষের অবতারণা করতে পারে। সুতরাং সরকারগুলোকে সর্বতোভাবে জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন, ক্ষুধাপীড়িত মানুষকে খাদ্য দেয়া আর বেকারত্ব দূরীকরণের মতো কঠিন পদক্ষেপগুলো এখনই গ্রহণ করতে হবে। এভাবে রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মতো আচরণ করলেই হয়তোবা এ ধরনের অরাজক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে না।

লেখক: সেনাবাহিনীর লে. কর্নেল (অব:), নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং পিএইচডি গবেষক

নজিরবিহীন সংকটে গণমাধ্যম

(৪ পাতার পর)

টেলিভিশনগুলো পত্রিকার চেয়ে খারাপ সময় পার করছে। নাটক, টেলিফিল্ম কিছুই নেই। পুরাতনগুলো আবার নতুন করে চালাচ্ছি। এই করোনার সময় বিজ্ঞাপন আগের তুলনায় নেই বললেই চলে। তাহলে আমরা চলবো কীভাবে? কর্মীদের বেতন দিবো কীভাবে। তিনি বলেন, আমাদের চ্যানেলে বর্তমানে কোনো আয় নেই। মালিকের অন্য প্রতিষ্ঠানকে থেকে আমাদের বেতন দিচ্ছে।

প্রথম সারির একটি পত্রিকার সার্কুলেশনে কাজ করেন এমন একজন কর্মী বলেন, সার্কুলেশনের সংখ্যাটা কারণবশত উল্লেখ করতে পারছি না। তবে আমাদের সার্কুলেশন অনেক কমেছে। করোনার প্রথম দিকে অর্ধেকেরও অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন একটু বাড়তির দিকে। মানুষের মধ্যে প্রথমে আতঙ্ক কাজ করছিলো পত্রিকার মাধ্যমে করোনা ছড়ায় এমন একটা গুজবে। তারপর গাড়ি বন্ধসহ নানা কারণে কমেছে।

এই প্রতিবেদক কয়েকটি পত্রিকা বিতানে খোঁজ নিয়ে দেখেন, পত্রিকা বিক্রির হার অনেক কমেছে। রাজধানীর সিটি কলেজের পাশে সংবাদপত্র দোকানি জাকির হোসেন বলেন, পত্রিকা বিক্রি আগের তুলনায় অনেক কমেছে। করোনার আগের তুলনায় এখন অর্ধেকও বিক্রি হয় না। খুব খারাপ অবস্থা চলছে। পত্রিকা মানুষ কেনে না বললেই চলে। এদিকে গ্রীন লাইফ হাসপাতালের পাশে সংবাদপত্র বিক্রেতা তানিম মিয়া জানান, তিনি প্রায় একশ'টি বাড়িতে সংবাদপত্র পৌঁছে দিতেন, এখন সেটি নেমে এসেছে ত্রিশটিতে। তিনি বলেন, মানুষের কাছে টাকা নেই, পত্রিকা কিনবে কীভাবে। গত দুই দশকে গণমাধ্যমে পরিবর্তন যা হয়েছে, তার বড় দিক হচ্ছে বেসরকারি টেলিভিশন-রেডিও'র সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এখন ৩০টি বেসরকারি টেলিভিশন চালু রয়েছে। আরো ১৫টি সম্প্রচারে আসার অপেক্ষায় আছে। ২৬টি বেসরকারি রেডিও চালু রয়েছে। প্রত্যেক জেলায় রয়েছে কমিউনিটি রেডিও। এদিকে সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সংখ্যা ৭০৭টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৩৬৫টি, মফস্বল থেকে প্রকাশিত ৩৪৭টি পত্রিকা সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে। এর মধ্যে দৈনিক রয়েছে ৫১২টি। সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঢাকা থেকে ২৫৪টি সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত পত্রিকা রয়েছে। অথচ বাজারে পত্রিকা আছে ২০-২৫টি। বাকিগুলো অনিয়মিত। কিছু প্রকাশ হয়, কিছু হয় না। আবার দেখা যায়, সরকার ঘোষিত ওয়েজ বোর্ড বাস্ড়বায়ন নেই। কিন্তু এসব পত্রিকা সরকারি বিজ্ঞাপনগুলোতে ভাগ বসায়। ফলে পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলো বঞ্চিত হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। যে কারণে অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাও ধুঁকছে।

এ থেকে উত্তরণের উপায় খোঁজার তাগিদ দেন সংশ্লিষ্টরা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার মালিক এই প্রতিবেদককে বলেন, পত্রিকা বের করি মূলত সরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য। আমাদের লবিং ভালো আছে, বিজ্ঞাপনগুলো পাই। ভালোই চলে যায়। হাজার দেড়হাজার পত্রিকা বের করলেও সরকারি হিসাবে আমাদের ৮০ হাজার সার্কুলেশন। এখন পত্রিকা আপাতত বন্ধ আছে। বাজারে বিজ্ঞাপন নেই এই কারণে।

এদিকে টেলিভিশন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তাদেরও রয়েছে বিজ্ঞাপন সংকট। বিশেষ করে পাঁচ মিশালী টেলিভিশনগুলোর এই সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিজ্ঞাপন বাজার ছোট, তার ওপর ফেসবুক, ইউটিউবে বা অনলাইনে বিজ্ঞাপন আগে থেকেই নিয়ে যাচ্ছে। আর এখন কোনো রকম বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। মৌসুমী বিজ্ঞাপনগুলোও পাচ্ছেন না তারা। যার কারণে বাধ্য হয়ে খরচ কমাতে হচ্ছে তাদের।

তবে এতো কিছুর পরেও করোনার ঝুঁকি নিয়ে মাঠে গিয়ে কাজ করছেন ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধা গণমাধ্যমকর্মীরা। এই পর্যন্ত ৫১৩ জন গণমাধ্যমকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৮ জন, উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো ১০ জন। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো। চালু করেছে হোম অফিস। কোনো কোনো গণমাধ্যম একদিন অফিস, একদিন হোম অফিস চালু করেছে।

চাকরি হারানো বা বেতন নিয়ে করোনার আগে থেকেই সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমগুলোতে এই সংকট ছিলো। করোনার মতো মহামারির সময়ে এসে (বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

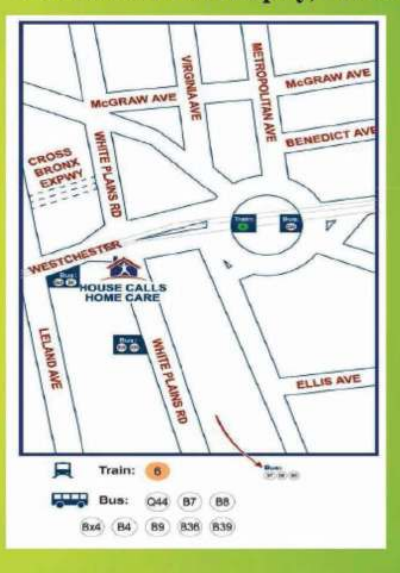
আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

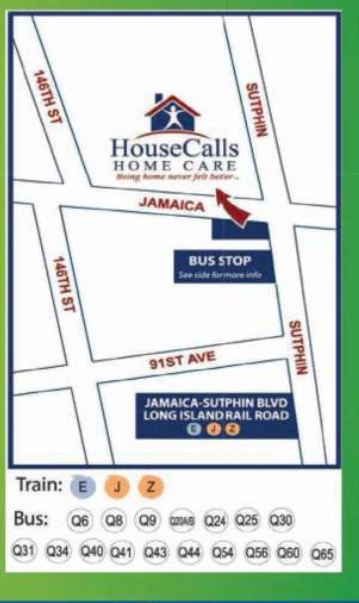
Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



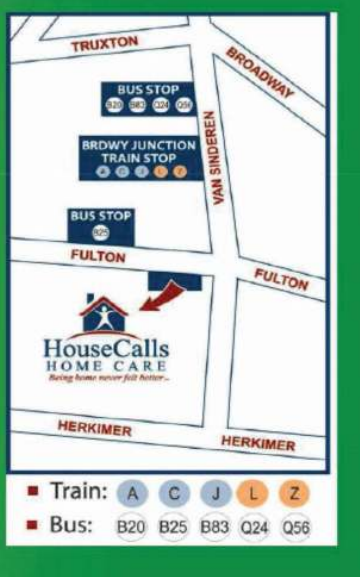
Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

গেদু চাচার চিরপ্রস্থান!



সাঈদ তারেক: এ কেমন চলে যাওয়া বুঝলাম না। বলা নাই কওয়া নাই ধুপ করে নাই! কয়েকদিন আগেও নিয়মিত পোস্ট দিয়েছে ফেসবুকে। মাত্র চারদিন আগে 'দোয়া চাই'- কভিড পজিটিভ। পরদিন হাসপাতালে। পরশু প্লাজমা দরকার। কালই নাই! অবিশ্বাস্য! খন্দকার মোজাম্মেল হকের চলে যাওয়াটা আমি এখনও মেনে নিতে পারছি না। ফেসবুকে নিউজটা দেখে সেইযে বুকের ভেতর ধক করে উঠলো এখনও তিরতির কাঁপুনি অনুভব করে চলছি। অনেক পুরনো সাংবাদিক। সেই '৮০এর দশক থেকে। কখনও কোন দৈনিকের সাথে ছিলেন কিনা জানিনা তবে এক সময় (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

খানস টিউটেরিয়াল থেকে ডা. ইভান খানকে অব্যাহতি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির স্কুল শিক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাশ সহযোগিতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত খানস টিউটোরিয়াল-এর সিইও ডা. ইভান খানকে প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে স্বপ্রনোদিত হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে বিনা বেতনে অব্যাহতি প্রদান করাছে। অবশ্য ডা. খান তার বিরুদ্ধে আনিত





অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং অভিযোগটি তদন্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ঘটনাটি 'টক অব দ্যা কমিউনিটি'তে পরিণত হয়েছে। খবর ইউএনএ'র। জানা গেছে, বাংলাদেশী মালিকানাধীন সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খানস টিউটোরিয়াল-এর সিইও ডা. ইভান খানের বিরুদ্ধে সামাজিক গণমাধ্যম ইনস্ট্রগ্রামে গত ২৬ জুন 'টেলিং মাই ট্রুথ' নামের একটি একাউন্ট থেকে বেনামে যৌন হয়রানীর অভিযোগ করা হয়। খানস টিউটোরিয়াল-এর সাবেক এক (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার (১ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিজ বাসভবনে তিনি

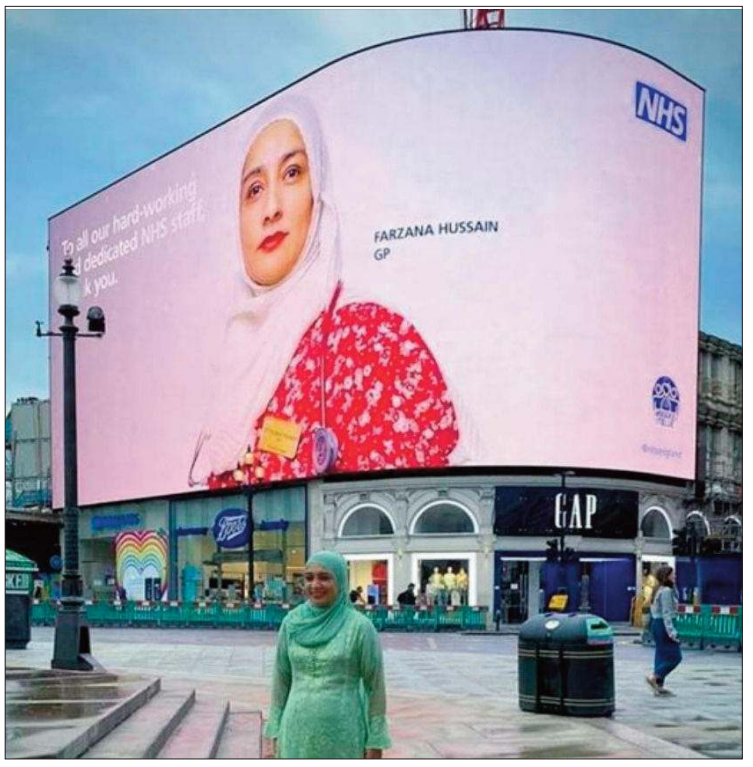


ইন্তেকাল করেন। লতিফুর রহমান স্ত্রী, পুত্র, দুই কন্যাসহ আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর জন্ম জলপাইগুড়িতে, ১৯৪৫ সালের ২৮ আগস্ট। তিনি ঢাকায় থাকতেন গেন্ডারিয়ায়। পড়াশোনার শুরু সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলে। সেখান থেকে ১৯৫৬ সালে শিলংয়ের সেন্ট এডমন্ডস স্কুলে। তারপর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ১৯৬৫ সালে ঢাকায় ফিরে আসেন লতিফুর রহমান। ঢাকায় এসে ১৯৬৬ সালে ডব্লিউ রহমান জুট মিল ট্রেইনি হিসেবে কাজ শুরু করেন। দেড় বছর কাজ শেখার পর নির্বাহী হিসেবে যোগ দেন। এভাবে কাজ করেন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

১৯৭২ সালে তিনি সবকিছু নতুন করে শুরু করেছিলেন প্রায় শূন্য হাতে। নিজের হাতে তৈরি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক গ্রুপ ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন। ট্রান্সকম গ্রুপে এখন কাজ করছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা, সুনাম আর সততার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১২ সালে তিনি পান বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে নোবেল বলে খ্যাত। লতিফুর রহমান প্রথম আলোর (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

যুক্তরাজ্যের বিলবোর্ডে বাংলাদেশী ফারজানা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ফারজানা হোসেইন ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের অন্যতম বর্ষসেরা চিকিৎসক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার সেখানকার স্বাস্থ্য বিভাগের (ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এনএইচএস) উদ্যোগে টানানো এক বিলবোর্ডে স্থান করে নিয়েছেন তিনি। এনএইচএসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।



যুক্তরাজ্যের সাটারস্টক.কম প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায়, দেশটির রাজধানী লন্ডনের বিখ্যাত পিকাডেলি সার্কাসের সামনে তাকে নিয়ে টানানো এক বিলবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডা. ফারজানা হোসেইন। যুক্তরাজ্যের স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ১৮ বছর ধরে পূর্ব লন্ডনে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আছেন ডা. ফারজানা হোসেইন। তার বাবা ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে সেখানে পাড়ি জমান। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামনের কাতারে থেকে কাজ করেছেন তিনি। গত কয়েক মাস ধরে অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি টিকা দেওয়ার ক্লিনিকগুলোতে (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

নিউইয়র্কে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণ

নিউইয়র্ক: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর সামরিক শাসক আর যুদ্ধাপরাধীদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ঠিক সেই সময় আলোর দিশারির ভূমিকা



পালন করেছেন কথা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। তাঁর ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধায় এই মহীয়সী নারীকে স্মরণ করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গত ২৭ জুন শনিবার বিকাল ৪টায় জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার। সংগঠনের সভাপতি শহীদ সন্তান ফাহিম রেজা নূর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়ার সঞ্চালনায় সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নিউইয়র্কের অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন থেকে নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন। জাহানারা ইমামের জীবনের শেষ লগ্নে তার পাশেই ছিলেন নির্মূল কমিটি নিউইয়র্কের উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী। নিজের লেখা বই 'জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি' থেকে শহীদ জননীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার আবেগাপ্লুত হয়ে পরেন ড. নুরুন নবী। তিনি বলেন, জাহানারা খালাম্মাকে যখন শেষবারের মত মিশিগানের এক হাসপাতালে দেখতে যাই, তিনি কাগজে লিখে দেশের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আন্দোলনের কথা জানতে চাইলেন। মৃত্যুর পরে তার অবর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির আন্দোলন দেশবাসীর উপর অর্পণ করার কথা জানালেন শহীদ জননী। সংগঠনের উপদেষ্টা সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, ৭৫-এর পর থেকে ৯৬-সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা বিরোধীরা নিজেদেরকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, আমার সেভাবে নিজেদেরকে সুসংগঠিত করতে পারিনি, তাই বঙ্গবন্ধু যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন তা আর হয়ে উঠেনি। সেই দুঃসময়ে শহীদ জননী (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

জাতিসংঘের দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগ দিল বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক: "কোভিড-১৯ মহামারি থেকে টেকসই পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এই সহযোগিতা হতে হবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে। আর তাহলেই কেবল এই প্রচেষ্টা দারিদ্র্য নির্মূলের ক্ষেত্রে পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে"। গত ২৩ জুন জাতিসংঘের দারিদ্র্য নির্মূল জোটের এক ভার্চুয়াল উদ্বোধনীতে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।



দারিদ্র্য বিমোচন ও এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই জোট গঠনের উদ্যোগ নেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি তিজানী মোহাম্মদ বান্দে। উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক সদস্য দেশ দারিদ্র্য নির্মূলের এই জোটটিতে যোগ দিয়েছে। জোটটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ঘোষণা প্রদানকালে শেখ হাসিনা সরকারের 'জনকেন্দ্রিক'ও 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' দারিদ্র্য বিমোচন নীতিসমূহের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই নীতিসমূহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা বিনির্মাণে বিনিয়োগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, মোবাইল ব্যাংকিং ও কৃষি বিপননসহ নানামূখী সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে মর্মে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে বিশেষ করে রেমিট্যান্সের স্বল্পতা ও বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন ব্যহত হওয়ার কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)





চীনের সঙ্গে উত্তেজনা:কী হতে পারে পরিণতি?

(৩০ পাতার পর)

করবে না ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক মহলে যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে চীন, তারও সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে জন্ম নিতে পারে নতুন কিছু কূটনৈতিক, নিরাপত্তা, এবং বাণিজ্য জোট, যা চাপে ফেলবে চীনকে।

তবে এই পদক্ষেপের নেতিবাচক দিক হল এর দীর্ঘসূত্রিতা, যার ফলে অচলাবস্থা গড়াতে পারে শীতকাল পর্যন্ত, যা বড় রকমের আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত বোঝা হয়ে দাঁড়াবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর ওপর। এছাড়াও দীর্ঘদিন প্রবল উত্তেজনার আবহে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অকস্মাৎ ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও তা অচিরেই অতি বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে। সর্বোপরি এবং সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এই যে, ভারতীয়রা যতই নিজেদের অবস্থান বজায় রাখুক, চীন এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়তে পারে। বরং চীনাদের অপ্রতিহত সৈন্য মোতায়েন করা এবং নতুন নির্মাণের কাজের ফলে চিরতরে বদলে যেতে পারে স্থিতাবস্থা।

বিকল্প ৪: সীমিত পরিসরে যুদ্ধ

এখানে সীমিত বলতে ভৌগোলিক অর্থে–শুধুমাত্র লাদাখে–অথবা সময়ের নিরিখে–কয়েকদিন চালিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে পারে ভারত। এই পদক্ষেপ অত্যন্ত দুঃসাহসী, কেননা, এক্ষেত্রে রীতিমতো প্রস্তুত এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে। তাছাড়া চীন তাদের বিভিন্ন এলাকার সামরিক কমান্ড একত্রিত করেছে, যেখানে গোটা ভারত-চীন সীমান্তকে পশ্চিমী কমান্ডের অধীনে একটি অভিন্ন ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ফলে ভারতের ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্র সীমিত নাও থাকতে পারে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে।

এই বিকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সামরিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রয়োগ, যা কোভিড-পরবর্তী সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কোনও পক্ষ নেওয়ার প্রবৃত্তি হবে না বিশ্বের অন্যান্য দেশের, বরং পাকিস্তান এই সুযোগে আরও একটি ফ্রন্ট খুলে দিতে পারে। একমাত্র ইতিবাচক দিক হল যে চীনকে কড়া বার্তা পাঠানো হবে–কারণ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে এই যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে জিততে হবে চীনকে, যেখানে ভারতকে সরাসরি না জিতেও স্রেফ অপরাজিত থেকেই নিজেদের জয়ী প্রতিপন্ন করতে হতে পারে। সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

চীনের কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিছুই না

(৩ পাতার পর)

এই মধ্যে শুক্রবার (৩ জুলাই) সকালে হঠাৎ করেই লাদাখে পৌঁছে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সীমান্তে এখন প্রতি মুহূর্তে চাপা টেনশন, কড়া নজরদারি। এই পরিস্থিতিতে সেনাদের মনোবল আরো চাঙ্গা করতে লাদাখ যান মোদি। এদিকে মোদি আচমকা লাদাখ সফর নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছে চীন। কমিউনিস্ট সরকারের মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস-এর এডিটর-ইন-চিফ হু শিজিন মোদির লাদাখ সফর নিয়ে টুইট করেছেন। সেখানে মোদির সফরকে রাজনৈতিক চমক বা স্টান্ট বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরেই চরম হুঁশিয়ারি। সেনাবাহিনীর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, ভুলেও যেন চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির ধারে কাছে না আসে ভারতীয় সেনাবাহিনী। টুইটে তিনি লিখেছেন, আমি বুঝতে পারছি প্রধানমন্ত্রী মোদির সীমান্তে রাজনৈতিক চমক দেখিয়ে কড়া কড়া কথা বলা দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু দয়া করে চুপি চুপি সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের বলে দিন, যে চীনকে তোমরা চেন, সে কিন্তু ভারতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর। পিএলএ-র সঙ্গে যেন তারা পাল্লা দিতে না যায় কেননা পিএলএ-র কাছে তারা কিছুই নয়।

অবশেষে শূকর থেকে পাওয়া ভাইরাস নিয়ে যা বলল চীন

(৩ পাতার পর)

মোকাবেলায় মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়তো খুব সামান্য নয়তো একেবারেই নেই। তারা বলেন, এখনও 'সমস্যা' সৃষ্টি না করলেও, মানুষকে সংক্রমিত করার 'সব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন' এ ভাইরাসটির দিকে 'কড়া নজর' রাখা উচিত। তবে চীনের কৃষি মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত সপ্তাহে চীনা গবেষকদের প্রতিবেদনটিকে সংবাদমাধ্যম অতিরঞ্জিত ও অবাস্তবভাবে উপস্থাপন করেছে। এছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনে যে নমুনার কথা বলা হয়েছে তা একেবারে স্বল্প সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। জিফোর ভাইরাস শুকরের দেহে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণও হাজির করা হয়নি গবেষণা প্রতিবেদনে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শূকর শিল্প ও জনস্বাস্থ্যে জিফোর ভাইরাসের প্রভাব নিয়ে মন্ত্রণালয় এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। চীনা পশু ও অ্যান্টিভাইরাস বিশেষজ্ঞ এবং প্রসিডিংস অব দ্যা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রধান লেখক সেমিনারে অংশ নিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, জিফোর ভাইরাস নতুন নয়। ২০১১ সাল থেকে এ ধরনের ভাইরাসের বিস্তারের ওপর নজর রাখছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও চীন। এই ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমণ ঘটায় না।



বাংলা পত্রিকা পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন, ওয়েব সাইটে বাংলা পত্রিকা পড়তে ক্লিক করুন
www.banglapatrikausa.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

NMLS#177308
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
☐ Low Closing Cost ☐ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ

'উগ্র বামপন্থিদের' হারানোর প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাস পরিস্থিতি আর গ্রীষ্মের দহনকালে ভিন্ন প্রেক্ষপটে ৪ জুলাই, শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিনব্যাপী বিভিন্ন আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্যোগে আতশ বাজি পোড়ানো, আলোকসজ্জা, বারবিকিউ পার্টি, সঙ্গীত অনুষ্ঠান ইত্যাদি।


স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ডোনাল্ড ট্রাম্প

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হোয়াইট হাউসে দেওয়া এক ভাষণে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'উগ্র বামপন্থীদের' পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শনিবারের ওই ভাষণে দেশটির ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্মারক ও ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের নিন্দা জানিয়ে তিনি একে যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংসের চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন। (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

নিউইয়র্কে লকডাউন খোলার তৃতীয় ধাপ শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: করোনা পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসায় আজ সোমবার (৬ জুলাই) থেকে নিউইয়র্ক সিটির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুরোপুরি চালুর তৃতীয় ধাপে পদার্পণ করলো। অর্থাৎ এখন থেকে বিউটি পার্লার, নেল কাটার, সেলুন খোলা হবে, অফিস চলবে। তবে রেস্টুরেন্ট এবং বারের ভেতরে বসার সুযোগ থাকবে না। রেস্টুরেন্টে সংলগ্ন বাইরে চেয়ার-টেবিল বসানো হয়েছে। সেখানে বসেই খাবার সারতে হবে আরো ১৪দিন। স্টেট ও সিটি প্রশাসনের (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

ব্রিটিশ সাপ্তাহিকে সাক্ষাৎকার

রোগী দেখলেই মনে হয় কারও না কারও প্রিয়জন: ডা. ফারজানা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাবা ছিলেন অ্যানেস্থেসিয়া স্পেশালিস্ট। ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে হাসপাতালে যেতেন, তখন ডাক্তার আঙ্কেল ও নার্স আন্টিরা তাকে চকলেট খেতে দিতেন, সবাই ভীষণ আদর করতেন তাকে। বছর পাঁচেকের ছোট্ট মেয়েটা তখনই নিজের জীবনের গতিপথ ঠিক করে নিয়েছিল- বড় হয়ে ডাক্তার হবে। মধ্য চল্লিশে দাঁড়িয়ে ফারজানা হুসেইন নামের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সেই নারী এখন চিকিৎসক। ব্রিটেনের সেরা জেনারেল প্র্যাকটিশনার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। লন্ডনের (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)



সাঈদ তারেক-এর কলাম

আর কত ব্লান্ডার!

ঠিক বুঝতে পারলাম না করোনা টেস্টে ফি ধার্য্য করার আসল মাজেজাটা কি! এই স্টেজেই কেন এটার দরকার পড়লো! মওকা পেয়ে কিছু অর্থ হাতিয়ে নেয়া না টেস্টে পাবলিককে নিরুৎসাহিত করা! অর্থ উপার্জন মুখ্য হয়ে থাকলে বলার কিছু নাই। সুযোগ পেলে কে-ই বা ছাড়ে! যাদের কাছে (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



পেটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের পুন: নির্বাচন আগষ্টে

আমাকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্র চলছে : শাহীন খালিক

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের পেটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই আসনে বিশেষ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। গত মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দুই বাংলদেশী-আমেরিকানের ভোট গণনা এবং পুন: গণনার পর বোর্ড অব ইলেকশন এই আসনে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক প্রথম গণনায় তার প্রতিদ্বন্দ্বি সাবেক কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ আকতারুজ্জামানের চেয়ে ৮ ভোটে জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে আকতারুজ্জামানের দাবীর প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়বারের গণনায় শাহীন খালিক ১ ভোটে জয়লাভ করলেও এই নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বোর্ড অব ইলেকশন বিশেষ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। এদিকে সদ্য বিদায়ী কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক নির্বাচনে কারচুপি এবং তার ভাই ও এক সমর্থক গ্রেফতার হয়েছেন বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা ষড়যন্ত্রমূলক, মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর দাবী করেছেন সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবর্গসহ পেটারসন প্রবাসী একাধিক বাংলাদেশী। (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



মন্তব্য প্রতিবেদন

করোনা ভ্যাকসিন

কাজী আসাদ: প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির কল্যাণে আজকাল প্রায়ই ম্যাসেঞ্জারে বন্ধুরা মিলে ভিডিও আড্ডা দেই। এরকমই এক আড্ডায় বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সংবাদটি নিয়ে কথাবার্তা হল। পৃথিবীতে অনেক কিছুই সম্ভব। বাংলাদেশ দরিদ্র বলে এখানকার কোন বিজ্ঞানী এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারে সক্ষম হবেন না, আমি এরকম মনে করিনা। তবে তত্ত্বগতভাবে ভ্যাকসিন আবিস্কারের পদ্ধতি সম্পর্কে যতটুকু ধারণা করতে পেরেছি, তাতে বাংলাদেশে এত তাড়াতাড়ি এইরকম একটি ভ্যাকসিন আবিস্কারের ঘোষণায় অবাক হয়েছি।
ভ্যাকসিন (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় ভার্জিনিয়া প্রবাসী জিয়া উদ্দীনের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া প্রবাসী অধ্যাপক জিয়া উদ্দীন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ছিলেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ৪ জুলাই (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর (বাকি ২৭ পাতায়)



করোনায় মৃতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় নিউইয়র্কে বিশেষ মোনাজাত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের মহামারিতে মৃত্যুবরণকারি সকলের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনার পাশাপাশি আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ জুলাই সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে দোয়ার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে করোনায় বিপর্যস্তদের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক, গ্লাভস ও ফলের রস বিতরণ করা হয়। 'ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মোহাম্মদী সেন্টারের ইমাম কাজী কাইয়ুম। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'র প্রেসিডেন্ট শহীদুল হক সাঈদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট ডেমক্র্যাটিক পার্টির লিডার (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

কানাডায় বাংলাদেশের টাকশাল!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের টাকশাল কোথায়? সবাই জানে, গাজীপুরে রয়েছে বাংলাদেশের টাকশাল। কিন্তু বাংলাদেশের একটি টাকশাল কানাডায় রয়েছে তা কতজন জানেন? বাংলাদেশের কাগজের নোট মুদ্রণ করা হয় গাজীপুর শিমলতুলীতে এবং কানাডার মানিটোবা প্রভিন্সের উইনিপেগে তৈরি হয় বাংলাদেশের মুদ্রা অর্থাৎ কয়েন। ১৯৭৭ সাল থেকে এখানে তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশী ধাতব মুদ্রা।
কানাডার এই টাকশালে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ ৮৯টি দেশের ধাতব মুদ্রা তৈরি হয় এবং কানাডা নিজের মুদ্রাও এখানে তৈরি করে। ফলে ৯৯টি দেশের ধাতব মুদ্রা তৈরির কারখানা এই উইনিপেগে। এখানে যে সব দেশের মুদ্রা তৈরি হয়, সে সব দেশের পতাকা উড়ে। ফলে বাংলাদেশের পতাকাও শোভা পায় কানাডার আকাশে-বাতাসে।
কানাডায় দু'টি মুদ্রা উৎপাদন কারখানা (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম

ঢাকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে নতুন মুখ আসছে। পেশাদার কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত হবেন। সরকারের উচ্চপর্যায়ে এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। রাষ্ট্রদূত শহীদুল (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759

CHAUDRI ASSOCIATES
Finance, Accounting, Tax, Audit & Consulting
(Business & Not for profit)
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
Email: chaudricpa@gmail.com

উদ্দিন ট্যাক্স সার্ভিসেস
(মাল্টি সার্ভিসেস প্রোভাইডার)
আমাদের সার্ভিস সমূহ:
• ইনকাম ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম ফিল-আপ
• হোম এন্ড অটো ইনস্যুরেন্স • নোটারী পাবলিক
• রিয়েল এস্টেট এজেন্ট
এ্যাডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিন
এম. এ. এলএলবি
প্রেসিডেন্ট
37-15,73rd St, Suite 203, Jackson Heights, NY 11372
Tel:917-312-8322, Email: mohuddin@aol.com

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
Tax File Only For $50.00
Call Now : 347-536-5107
37-19 74th Street, Suite-1R | Jackson Heights, NY 11372

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Accredited
Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
ওমরাহ
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide....
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্জযাত্রীদের পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্জ
গ্লোবাল এয়ার
সার্ভিসের মাধ্যমে নির্দিষ্টাঙ্কে টাকা পাঠান বাংলাদেশের সর্বত্র
Authorized Agent of
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com